ওঁ শ্রীশ্রী৺মনসা মাতা

প্রতুলকর্ত্রী।

Chikitsasar

সর্পাঘাত চিকিৎসাসার।

প্রথম ভাগ।

পাত্রসায়ের নিবাসী

শ্রীযুক্ত শ্রী[illegible] সিদ্ধান্ত কর্তৃক

প্রণীত।

ও

শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ সেন কর্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

শ্যামপুকুর ৪৫ সংখ্যক ব্রজনাথ মিত্রের [illegible]ন,

নূতন আর্য্য মিশন যন্ত্রে মুদ্রিত।

সন ১৩০৪ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

ভূমিকা।

সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর দংশনে এবং স্থাবরাদি বিষে অভিভূত ব্যক্তিগণ পূর্ব্বকালে তাৎকালিক সুবিজ্ঞ মন্ত্রৌষধিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মন্ত্র ও ঔষধ প্রভাবে কালের কবাল কবল হইতে রক্ষা পাইতেন; এক্ষণে সেই সকল মন্ত্রবিৎ চিকিৎসকগণ বর্ত্তমান না থাকায় বিষাভিভূত ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষার উপায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; এমন কি, অনেকেরই সংস্কার যে, সর্পদষ্ট ব্যক্তিগণের মৃত্যুই নিশ্চিত; আমি সাধারণের সেই সংস্কার দূর করিবার মানসে এই "সর্পদংশন-চিকিৎসা সার" নামক গ্রন্থখানি প্রচার করিলাম। যত প্রকার বিষধর সর্প আছে, এই গ্রন্থে সেই সকলের বিষ বিনাশের উপায় পূর্ব্বকালীন মন্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের মতানুসারে লিখিত হইয়াছে; এবং এই গ্রন্থোল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালীতে আমি অসংখ্য অসংখ্য মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে আরোগ্য করিয়াছি; অস্মদ্দেশবাসী ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। আমি ৪০ বৎসরেরও অধিক কাল এই চিকিৎসা করিয়া আসিতেছি; পূর্ব্বে আমার স্থির বিশ্বাস ছিল যে, কেবল মন্ত্র দ্বারাই বিষাভিভূত ব্যক্তিগণ নির্ব্বিষ হইয়া সুস্থ হয়; কিন্তু ------ চিকিৎসাতে দেখিলাম মন্ত্র দ্বারায় বিশেষ ফল হয় না; প্রয়োগ করা না হয় তাবৎ কোন উপকারই দেখিতে পাওয়া যায় না।

কলিতে মন্ত্রের বল না থাকাই সম্ভব, এক্ষণে কেবল মাত্র ঔষধই বিষ বিনাশের প্রধান উপায়; এই জন্য আশু ফলপ্রদ ঔষধের ব্যবস্থা প্রকাশ করিতে যত্নবান হইলাম। আমি ঈশ্বরানুগ্রহে কোন মহাত্মার নিকট হইতে একখানি প্রাচীন গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়া এই চিকিৎসা প্রণালী

শিক্ষা করিয়াছি এবং যাহাতে সাধারণে এই শিক্ষা প্রণালী অবগত হইয়া বিষভয় হইতে পরিত্রাণ পান, এই অভিপ্রায়ে আমি উহা গ্রন্থা-কারে প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি; গৃহস্থ মাত্রেরই এই গ্রন্থ এক খানি এবং এই গ্রন্থোল্লিখিত ঔষধগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত। প্রত্যেক বিষের লক্ষণ, কোন্ বিষে কিরূপ উপদ্রব এবং কোন্ অবস্থায় কিরূপে কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা বিশেষরূপে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। এমন কি, অল্পবুদ্ধি বালকগণও পাঠ করিলে, অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। ভূমিকার আড়ম্বরে সাধারণকে মুগ্ধ করিবার বাসনা নাই, কার্য্যের ফলে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তকখানির প্রচারে যদি সাধারণের কিঞ্চিন্মাত্রও হিতসাধন হয়, তাহা হইলে আমি আমার পরিশ্রম সফল মনে করিব। আমি যে এই পুস্তক প্রচার করিতে পারিব এরূপ আশা আমার ছিলনা। স্বগ্রামবাসী আমার পরম হিতৈষী স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সেনের উৎসাহে ও সাহায্যেই এই আশা পূর্ণ হইল। ইত্যলমধিকেন—

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত,
সাং পাত্রসায়ের পোঃ, জেলা বাঁকুড়া

সূচীপত্র।

বিষয়। পত্রাঙ্ক।

প্রথম অধ্যায়।

মুষ্টিযোগ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গো মহিষাদি চতুষ্পদ জন্তুদিগের সর্প দংশনচিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম অধ্যায়।

বিষভোজী চিকিৎসা।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সর্ব্ববিধ বিষধর জন্তু দংশনে চিকিৎসা।

পরিশিষ্ট।

শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সর্প দংশনের অসাধ্য লক্ষণাদি

তন্ত্রোক্ত।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র।

পাতা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	হইলে	হইতে
৩	১৬	অভিভবোঽঙ্গ	অভিভূতোঽঙ্গ
৬	৩	চাঁপানটীয়া শাকের	আকন্দের
১৪	১১	বকার	বিকার
১৫	১০	২ বার	বারবার
[illegible]	১২	আড়স্য	আবল্য
১৯	২	হত্বা	হন্তা
২০	৮	রাস্না	রাস্তা

সর্পাঘাত চিকিৎসাসার

প্রথম ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

(সর্পাঘাত চিকিৎসা সম্বন্ধীয় রোগ-নির্ণয় নিদান।)

দংশমাত্রেং গত্বং ধাতুং বিষং যে তদ্বিকারকাঃ।
তান্ সর্ব্বান সংপ্রবক্ষ্যামি তথাতস্য চ লক্ষণং।

অস্যার্থঃ।

রসাসৃক, মাংস, মেদাস্থি, মজ্জা, শুক্রাণিধাতবঃ। এই সপ্তধাতুরূপ স্থানে বিষের গমন হয়। স্থানে স্থানে উপদ্রবের তারতম্য আছে। তাহা লক্ষণের সহিত নিম্নে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইতেছে।

ত্বগধাতুগত বিষে।

ত্বচি তিষ্ঠৎ কফপিত্ত বিকারান্ কুরুতে বিষং।
রোমকূপে ব্রণং স্যাত্তু দাহ পাকৌ নিযচ্ছতি॥

অস্যার্থঃ।

বিষ ত্বকস্থ হইলে অর্থাৎ চামড়াতেই থাকিলে কফ পিত্তকে বিকৃত করে এবং লোমকূপ ব্রণের ন্যায় ফুলে, দাহ হয় এবং রক্ত মাংস পরিপাক অর্থাৎ অসার হয়।

রসধাতুগত বিষে।

সুপ্রবিষ্টং রসে দষ্টবিষং বাত বিকারকৃৎ।
সশোথো বিবিধং শূলং রুজাং বৃদ্ধিঃ ক্রমেণ হি।

অস্যার্থঃ।

বিষ রসগত হইলে বাতবিকার হইয়া, শোথের সহিত বিবিধ প্রকার যন্ত্রণা, ও বিবিধ বেদনা হইয়া ক্রমে রোগের বৃদ্ধি হয়।

রক্তধাতুগত বিষে।

বিষেণাসৃগাতেনৈব নানোপদ্রবসংযুতাঃ।
দাহ-ভ্রম-তাপঞ্চ মূর্চ্ছা ক্রিয়ন্তে ক্রমশোভূরি।

অস্যার্থঃ।

বিষ রক্তধাতুগত হইলে নানা উপদ্রব উপস্থিত হয়। বিশেষতঃ সর্ব্বাঙ্গে তাপ, দাহ, ভ্রম, মূর্চ্ছা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

মাংসগত বিষে।

মাংসংগতে বিষে গ্লানি-স্বেদ-মূর্চ্ছা-ভ্রম-শ্রমাঃ।
সর্ব্বাঙ্গে বেদনং তীব্রং বিশেষতূদরস্য চ।

অস্যার্থঃ।

বিষ মাংসগত হইলে, শরীরে অত্যন্ত গ্লানি (অর্থাৎ অস্বাস্থ্য) এবং ঘর্ম্ম মূর্চ্ছা, ভ্রম, ও শ্বাস প্রশ্বাসে বিশেষ কষ্ট বোধ হয়। সর্ব্বাঙ্গে গুরুতর বেদনা বিশেষতঃ উদরে অতিশয় খেদ এবং পেট্ কন্ কন্ করে।

মেদগত বিষে।

মেদগতে বিষে চ্ছর্দ্দি-হিক্কা-দাহাশ্চ কম্পনং।
শীতলং সর্ব্বগাত্রং স্যাৎ স্বেদবিভ্রান্তলোচনে।
ফেণাসৃক বাথহুলতা ততো বাম্বিরতির্ভবেৎ।

অস্যার্থঃ।

বিষ মেদগত হইলে রোগীর ছর্দ্দি, হিক্কা, দাহ, কম্প, সর্ব্বাঙ্গ শীতল এবং ঘর্ম্ম হয়। বিভ্রান্ত চক্ষু অর্থাৎ কিছু দেখিতেপায় না, কাহারও বা চক্ষু বসিয়া যায়, ফেণবৎ মুখ হইলে লালা নির্গত হয়, রক্ত বমন করে এবং অপ্রাসঙ্গিক অনেক কথা কয় অর্থাৎ বকে। পরে একবারেই বাক্‌বিরতি অর্থাৎ বাকরোধ হয়।

মজ্জাদিগত বিষে।

অন্তর্দ্দাহ-মহাশ্বাস-স্বেদ-হিক্কা-ভ্রম-শ্রমাঃ।
মজ্জাস্থি-শুক্রপ্রগতে বিষে স্যান্মরণং ধ্রুবম্।

অস্যার্থঃ।

বিষ মজ্জা, অস্থি এবং শুক্রগত হইলে আভ্যন্তরিক অত্যন্ত দাহ, ঘর্ম্ম, হিক্কা, ভ্রম এবং অল্পেই খুব শ্রমবোধ হয়। এসকল লক্ষণাক্রান্ত রোগীর আরোগ্যলাভ করা সুকঠিন। এরূপ স্থলে ঔষধ মুহুর্মুহু প্রয়োগ করা উচিত, কিন্তু এমন অবস্থায় ঔষধ উদরস্থ হইতে পায় না; যদি কোনক্রমে ক্ষণমাত্র সময় পায়, তবে আপন প্রভাবে বিষনাশ করিয়া নীরোগ করে; এমনও অনেক রোগী প্রাণ পাইয়াছে।

অসাধ্য লক্ষণ।

অভিভবোঽঙ্গভঙ্গিশ্চ নিম্নগে চাক্ষিলোচনে।
ছর্দ্দি-দাহ-স্বেদ-হিক্কা দষ্টানাং মৃত্যুলক্ষণম্।

অস্যার্থঃ।

অভিভূত হওন এবং অঙ্গভঙ্গি অর্থাৎ ধড়ফড় করা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, ও ছর্দ্দি, দাহ, ঘর্ম্ম, হিক্কা এই সকল লক্ষণ এককালীন উদয় হইলে অবশ্যই মৃত্যু হয়। এমন স্থলে পরিবর্জ্জন বিধেয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অদৃশ্য কাটি-ঘা অর্থাৎ যাহা কিসে কামড়াইয়াছে বলিতে পারে না—তদ্বিষয়ক চিকিৎসা।

এমত স্থলে দেখিতে হইবে সর্পই বটে কি বৃশ্চিকাদি অপর কোন বিষবান জন্তু। এই পুস্তকে সকল প্রকার বিষেরই লক্ষণাদি লিখিত হইয়াছে, আগাগোড়া দেখিয়া মিলাইবেন। বৃশ্চিক কি তপচী আদি দংশন করিলে দংশনের সঙ্গে সঙ্গে কেবল ঘা মুখটাই ফুলে ও জ্বলন, কন্ কনাদি উপদ্রব হইতে থাকে। এ সকল উপদ্রব সর্পদষ্টের মত নয় এবং সর্পদংশনের ন্যায় স্থানে স্থানে নানাপ্রকার উপদ্রবও অনুভূত হয় না, কেবল ঘা মুখটাই ফুলে ও সেই স্থানটীতেই দীর্ঘ কাল জ্বলন, কন্ কনাদি উপদ্রব হইতে থাকে; আর ক্ষণে ক্ষণে চিড়কে উঠার ন্যায় জ্বলিয়া ২ উঠে ও চুলকায়। এই সকল পার্থক্য দেখিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় যে কিসে কামড়াইল? যদি একান্তই বুঝিতে না পারে তবে নিম্নলিখিত মতে চিকিৎসা করিবে। ইহাতে সর্প বিষ নষ্ট হইবে এবং ইতর প্রাণীর বিষেও উপকার হইবে।

চিকিৎসারম্ভ।

দংশনস্থানকে যত্র ক্ষতং নৈব চ দৃশ্যতে।
অস্ত্রেণ বহ্নিনা বাপি ক্ষতং তত্র তু কারয়েৎ।
অগৌর ঘলুঘসী লেপ্যং সদ্যো দাহং নিবারয়েৎ।
সহচন্দনঘলঘসীলেপো বিষং প্রণশ্যতি।

অস্যার্থঃ।

যদি দষ্টস্থানের ক্ষত দৃশ্য না হয় বা সামান্য দৃষ্ট হয় তবে অস্ত্র দ্বারা চিরিয়া অথবা একটী কাঠি পোড়াইয়া ছেঁকা দিয়া ঘা মুখটী

বাহির করিয়া ঘলঘসী মূল শ্বেত চন্দনে ঘসিয়া প্রলেপ দিবে। জ্বলন থাকে কাঁচা দিবে। কন্ কন্ করে গরম করিয়া দিবে।

অন্যমত।

গোদা পেয়বালের ছাল, হলকচির শিকড়, কেন্দমূলের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিবে। জ্বলন থাকে কাঁচা, কন্‌কনানি থাকে গরম করিয়া দিবে। আর কনকনানি থাকিলে সর্ব্বক্ষণই অগ্নির তাপ প্রশস্ত জানিবে।

অন্যমত।

শিশাদল ৵৩ দুই আনা, বিটলবণ ৴০ আনা, তাজা চূণের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। কন্‌কনানি থাকে দষ্ট স্থানের উপর কলাপাতা বসাইয়া তৈলসিক্ত কাপড়ের পলিতা জ্বালিয়া টানিয়া বারম্বার সেক দিবে অথবা নির্ধূম অঙ্গারের সেক লাগাইবে। ইহাতে জ্বলন, কন্‌কন নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

অন্যমত।

ভৃঙ্গরাজের রসে ফুল আমসী বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

ঘলঘসীর পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

নিমুণ্ডা অর্থাৎ একনাদি বাটিয়া দিবে।

অন্যমত।

প্রক্ষাল্যাদ্ভিঃ ক্ষতস্থানং সংপেষ্য কাঞ্জিকৈস্ততঃ।
মহাকালস্য মূলং তু তল্লেপো হরতে বিষম্।

অস্যার্থঃ।

ঘা মুখটী জলে ধৌত করণান্তর কেলেকড়া গাছের মূল আমানিতে বাটিয়া লেপনে বিষ ক্ষয় হয়।

অন্যমত।

তণ্ডুলী অর্কমূলঞ্চ প্রস্থাতণ্ডুলী বারিণা।
তক্ষকেণাপি দংশোপি নির্ব্বিষং কুরুতে নরং ॥

অস্যার্থঃ।

শ্বেত চাঁপানোটিয়া শাকের মূল চেলেনীর জলে বাটিয়া ভক্ষণে লেপনে বিষক্ষয় হয়।

অন্যমত।

বন্ধ্যাকর্কটী মূলঞ্চ প্রস্থাতণ্ডুলো বারিণা।
ঘৃতেন সহিতং পীতিং হরেৎ সর্ব্ব বিষাদিকম্ ॥

অস্যার্থঃ।

আফুলা কাঁকুড় গাছের মূল চেলেনীতে বাটিয়া গবাঘৃত মিশ্রিত করণান্তর ভক্ষণে সর্পাদির বিষ নষ্ট হয়।

অন্যমত।

আসন গাছের ছাল বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

পেয়ালের বীজ আমানিতে বাটিয়া প্রলেপ দিবে!

অন্যমত।

বকুল বীজের চারি পাঁচটী ডাইল হলকচি মূলের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

শৈলজ বাটিয়া অথবা বড় লঙ্কার পাতা বাটিয়া প্রলেপ দিবে, বিষ নষ্ট হইয়া জ্বলন কন্‌কনাদি নিবৃত্ত হইবে।

এ সমুদায় ঔষধে যদি জ্বলন কন্২ না যায় তবে ;——

প্রস্থাগলঘসীগোদ্দাং মেলয়েৎ গোময়ে নবা।
তুৎক্বাথলেপন হন্যাৎ বিষং স্থাবরঃ জঙ্গমং ॥

অস্যার্থঃ।

চলিত শিকড় অর্থাৎ হলকচির মূল, গোদা দেয়ালের ছাল একত্রে বাটিয়া একনাদি গোময়ের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া ৵২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ জলে কাপড়ের কড়চা ডুবাইয়া (হাতে পায়ে হয়) চৌদিক চাপিয়া নামপানে টানিয়া সেঁক দিবে। অন্য স্থানে হয় চৌদিকে বুলাইয়া সেকটী দিবে। ইহাতে স্থাবর জঙ্গম যত প্রকার বিষ আছে, সকল বিষই নষ্ট করে।

সেবন ঔষধ।

তরুণ বিষারিরস বটিকা ১ একটী কি ২ দুইটী আদার সত্বে মাড়িয়া সেবন করাইবে। আর মধ্য মধ্যে আর্দ্রক এক এক গাঁইট চিবাইতে দিবে।

নস্য।

শুণ্ঠী চূর্ণ করিয়া তাহার নস্য দিবে।

যদি ক্ষতস্থান বেশী ফুলে তবে পুরাতন দেয়ালের মাটী গুঁড়া করিয়া সরা দ্বারা ঝাড়িয়া ঐ মাটী সর্ব্বদা বুলাইতে থাকিবে। ইহাকে মাটীসার কহে।

এই সকল ঔষধেই (ত্বচস্থ) সর্পবিষ কি বৃশ্চিক তপাদি আদি যাবতীয় ইতর প্রাণীর বিষ নষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। এই চিকিৎসাটী অদৃশ্য কাটিঘা বিষয়ে লেখা গেল।

চিকিৎসাকালীন রোগীর প্রতি বিশেষ নজর রাখিবে। যদি দেখিতে পাও রোগী বলিতেছে;—আমার পার্শ্ব কি বুক, পেট কন্‌কন্ করিতেছে এবং চক্ষু ও জিহ্বা টানিতেছে, কি উদরাধ্মান প্রভৃতি লক্ষণ ও স্থানিক স্পর্শহরণ হইতেছে, তখন বুঝিবে যে সর্পবিষ জন্য বিকার

ঘটিল, এমন স্থলে বিকারাধিকারে বটিকাদি প্রয়োগ করিবে তাহাতে কোন বাধা নাই। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ করিলে অক্লেশেই আরোগ্য হইবে।

অদৃশ্য কাটিয়া সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দৃশ্য সর্পাঘাতের আদ্য চিকিৎসা।

সর্পের প্রকারভেদ।

সর্প প্রধানতঃ ত্রিবিধ। যথা—ভোগী, মণ্ডলী ও রাজিল।

প্রকৃতি নির্ণয়।

ভোগী অর্থাৎ ফণাবিশিষ্ট সর্প বাত প্রকৃতি। যথা—গোক্ষুরা, কালসর্প, শঙ্খচূর, ময়ূেশ প্রভৃতি। মণ্ডলী অর্থাৎ মণ্ডলাকার চিহ্নযুক্ত সর্প পিত্তপ্রকৃতি। যথা—শিয়াকচাঁদা ও পদ্মবোড়াদি। রাজিল অর্থাৎ রঞ্জিত দীর্ঘ দীর্ঘ রেখা ও রেখাবিশিষ্ট সর্প শ্লেষ্মা প্রকৃতিঃ—যথা—রাজসর্প, উদয়কালজমনা, ডমনা, পার্ব্বতীয় চিত্তি ও নানাবিধ চিত্তি, উদয় নাগাদি (ইহার মধ্যে এক জাতীয় উদয়নাগের বিষ আছে)।

ভোগী দংশনজনিত রোগ লক্ষণ

দংশোভোগী কৃতঃ কৃষ্ণঃ সর্ব্ববাত বিকারকৃৎ।

অস্যার্থঃ।

ভোগীসর্প কর্ত্তৃক দংশিত স্থান কালবর্ণ হয় এবং দষ্ট ব্যক্তির বাতজনিত নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

মণ্ডলী দংশনজনিত রোগ-নির্ণয়।

পীতো মণ্ডলিজঃ শোথো মৃদুঃ পিত্তবিকারবান্।

অস্যার্থঃ।

মণ্ডলী নামক সর্পের দংশিত স্থানে পীতবর্ণ বিশিষ্ট ও কোমল শোথ জন্মে এবং পিত্তজনিত নানাপ্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

রাজিল দংশনজনিত রোগনির্ণয়।

রাজিলোত্থো ভবেদ্দংশঃ স্থিরঃ শোথশ্চ পিচ্ছিলঃ।
পাণ্ডুঃ স্নিগ্ধোঽতিসান্দ্রাসৃক সর্ব্ব শ্লেষ্ম বিকারকৃৎ।

অস্যার্থঃ।

রাজিল সর্প কর্ত্তৃক দংশিত স্থানে ঘন, পিচ্ছিল ও পাণ্ডুবর্ণ শোথ জন্মে এবং ক্ষত হইতে স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত গাঢ় রক্তস্রাব হয় এবং কফজনিত নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে।

সর্পের বিষদন্ত কেমন স্থানে থাকে?

মুখের ভিতরে চক্ষুর ঠিক নিকটে বিষকোষের উপর দুই ধারে দুইটী দুইটী করিয়া চারিটী দাঁত থাকে, তন্মধ্যে দুইটী বড় ও দুইটী ক্ষুদ্র। এক এক পার্শ্বে একটী করিয়া বড় ও তাহার সহিত যোগে একটী করিয়া ক্ষুদ্র দন্ত থাকে। ক্ষুদ্র দন্ত দুইটী মাংসের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। দন্তগুলি সর্ব্বদা বাঁকিয়া থাকে, যখন সর্প ক্রোধিত হইয়া দংশন করিবার ইচ্ছা করে তখন দন্তগুলি সোজা হয় এবং বিষকোষ হইতে দন্তমূল পর্য্যন্ত একটী সূক্ষ্ম ছিদ্র আছে তাহাতে বিষ ফিঁকিয়া দেয়, কামড়ের ইতরবিশেষ বশতঃ বিষ অল্প বা অধিক মাত্রায় গিয়া পড়ে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে।

কামড়ের ইতরবিশেষ বশতঃ নামভেদে কামড় ত্রিবিধ ;—ছড়, টান ও টিপ। ছড় ও টান কামড়ে দুইটী করিয়া আঁচড়ের ন্যায় দাগ হয়, আর টিপ কামড়ে দন্তের দুইটী গহ্বর হয়। ছড় কামড় ত্বক ভেদ

হইয়া প্রথমতঃ মটরাকৃতি ফুলে এবং ক্রমে বৃদ্ধি পায়। টানকামড়ে মাংস ভেদ হইয়া প্রথমতঃ দুইআনির মত ফুলে ও ক্রমে বৃদ্ধি পায়। আর টিপ কামড়ে অস্থি পর্য্যন্ত ভেদ হয় এবং প্রথমে সিকি অথবা আধুলী পরিমিত ফুলিয়া ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সকল কামড়েই বিকার ঘটায় কিন্তু টিপ কামড়ে ত্বরায় বিকার জন্মে; অতএব সর্পাঘাত হইলেই খুব সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। দংশনমাত্র সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন দিয়া চিকিৎসা কর্ত্তব্য। বন্ধনটী এমন করিয়া দিবে যাহাতে রক্তের গতিরোধ হয়, তাহা হইলে বিষ ঊর্দ্ধ উঠিতে পারিবে না।

প্রমাণ।

যথা রজ্জু বন্ধনেন বিষোগন্তুং ন শক্নোতি।
তথৌষধং ক্রিয়াযোগাৎ নির্ব্বিষং কুরুতে ধ্রুবং॥

চিকিৎসারম্ভ।

অনন্তর অস্ত্রদ্বারা ঘা মুখটী চিরিয়া কতক রক্ত বাহির করিয়া দিয়া মুহুর্মুহুঃ পোড়া জুয়রাব সেক দিবে। আর যদি বন্ধনের গোড়ায় বিষ ঠেলমারে কি চিকদিয়া উঠে তবে সেই স্থানটীতেও একটী ফাক দিয়া সেক দিবে। ক্রমে ক্রমে বিষ নষ্ট হইয়া জ্বলন, কন্ কন্ একেবারেই যাইবে।

দংশনমাত্রেই একখণ্ড লৌহকে অগ্নির মত লাল করিয়া ক্ষত স্থানে বসাইয়া দিলে বিষ ফুটিয়া বাহির হইয়া সারিয়া যায়।

অন্যমত।

দষ্টস্থানে ক্ষিপেৎ তুণ্ডং শোষয়েৎ গরলং পুনঃ।
পুনঃ পুনঃ তোয়েক্ষিপ্তে সর্পস্য বিষোনশ্যতি।

অস্যার্থঃ।

দংশনমাত্র সঙ্গে সঙ্গে দষ্ট স্থানটী চিরিয়া তাহাতে মুখ লাগাইয়া বারম্বার চুষিয়া কুল্লি করিবে। মুখের মধ্যে উত্তমরূপে তৈল রুলা.

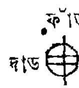
ইয়া চুষিয়াকে হয়। পরে ক্ষতস্থানে সেক দিবে, তাহাহইলে একেবারেই সারিয়া যাইবে। খুব সাবধানে চুষিবে যেমন উদরস্থ না হয়। চুষিতে চুষিতে যদি অত্যন্ত তিক্ত বোধ হয় তবে তেঁতুলের জলে কুলি করিবে। ইহাকে চমকুসাব কহে।

অন্যমত।

যদি ছড় কামড় হয় তবে সঙ্গে সঙ্গে ফাড়িয়া রক্ত বাহির করিয়া দিলে রক্তের সহিত বিষ বাহির হইয়া সারিয়া যায়।

দংশনী, ফাঁড় ও বন্ধনের বিশেষ বিবরণ।

ছড় কামড়।



দুইটী রেখা দাড়ের ও বৃত্তাকৃতি ফুলার এবং স্থূল রেখাটী ফাঁড়ের চিহ্ন।

দাড়ের মধ্যভাগে উপর নীচে সিকি বা অর্দ্ধ ইঞ্চ পরিমিত স্থান লইয়া দাড়ের অনুরূপ ফাঁক দিতে হয়।

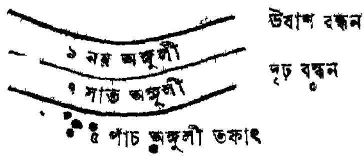
টান কামড়।

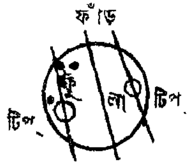


সূক্ষ্ম দুইটী রেখা দাড়ের ও বৃত্তাকৃতি ফুলার এবং স্থূল রেখা দুইটী ফাঁড়ের চিহ্ন।

দাড়ের উপর নীচে অর্দ্ধ কি পৌনে ইঞ্চ পরিমিত স্থান লইয়া দাড়ানুরূপ দুইটী ফাঁড় দিয়া চিকিৎসা করিবে।

টিপ কামড়।





দুইটী ক্ষুদ্র গোলাকৃতি, দন্তের গহ্বর চিহ্ন। বৃত্তাকার ফুলা, রেখা তিনটী ফাঁড় এবং অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি তিনটী রজ্জুবন্ধন চিহ্ন।

দংশনমাত্র ক্ষতস্থানের কিয়দ্দূর তফাতে উপরি উপরি তিনটী বন্ধন দিতে হয়। প্রথমটী পাঁচ অঙ্গুলী দূরে দৃঢ় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টী ক্রমে সাত ও নয় অঙ্গুলী অন্তরে কিঞ্চিৎ উষাশ অর্থাৎ শিথিল করিয়া দিবে। নিয়মিত বন্ধন করিয়া শলাকাদি দ্বারা দেখিবে যে দন্ত কতদূর প্রবেশ করিয়াছে, সেই পরিমাণে গহ্বর করিয়া দন্তের উপর নীচে এক ইঞ্চি পরিমিত স্থান লইয়া দুইটী এবং মধ্যে একটী সামান্য গহ্বর করিয়া ফাঁড় দিবে। সাবধানে ফাঁড়গুলি দিবে যেমন প্রধান শিরা কাটা না যায়। পরে যথাবিধি চিকিৎসা করিবে।

নির্ব্বিষ হইলে কিম্বা বন্ধন অসহ্য হইলে অর্থাৎ রোগী বন্ধনযাতনা সহ্য করিতে না পারিলে দ্বিতীয়বন্ধনটী দৃঢ় করিয়া আঁটিয়া প্রথমটী ক্রমে ক্রমে আলগা করিয়া খুলিতে হয় এবং বিধিমত ক্রিয়াযোগে নির্ব্বিষ হইলে, কি নির্ব্বিষ না হইয়াও বন্ধন রাখিতে না পারিলে উক্ত প্রকারে তৃতীয় বন্ধনটী আঁটিয়া দ্বিতীয়টীও খুলিতে হয় এবং বিশেষরূপে বিষ নিঃশেষ করিয়া পরে তৃতীয় বন্ধনটী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্রমে ক্রমে শিথিল করিয়া খুলিয়া দিতে হয়। বিষ নিঃশেষ হইলেও চিকিৎসাদি বিধির

উদ্দেশ্য এই যে যৎসামান্য বিষ থাকিলে প্রায়ই কেহ অনুভব করিতে পারেন না এবং জমনা, চিতি কি উদয়কাল-ভমনার বিষে প্রথমে আদৌ কোন উপদ্রবাদি অনুভূত হয় না, বারঘণ্টা পরে এককালে বিকারের লক্ষণ সকল উদয় হয় এরূপও দেখা গিয়াছে। অতএব উক্তরূপ কার্য্য করিলে সে ভয় আর থাকে না। এই কয়েকটী চিকিৎসা প্রণালী ধ্যাল, বেদে প্রভৃতি সর্পব্যবসায়ীদিগের প্রধান সম্বল এবং পরিত্রাণ-লাভের একমাত্র উপায়, মন্ত্র আড়ম্বর কেবল নিষ্ফল মাত্র জানিবেন। যদি কোন কারণ বশতঃ ইহাতে ফল না হয় তবে উহাদের অসাধ্য হইয়া উঠে। সর্পাঘাতের অনতিদীর্ঘকালমধ্যে চিকিৎসা না হইলে ইহা দ্বারা ফললাভ কঠিন হয়। আর যদি অবন্ধ্য স্থানে সর্পাঘাত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে না পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহাতে প্রায়ই ফল হয় না। অতএব নিম্নলিখিত মত চিকিৎসা করিবে। ইহা অতি সহজ অথচ সকল চিকিৎসার শীর্ষস্থানীয়। ইহাতে বন্ধন ও ঝাঁড় দিবার আবশ্যক হয় না, অতি ত্বরায় বিষ বিনষ্ট করে। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত চিকিৎসা করিয়া কেহ ফল না পান, তাহা হইলেও নিম্নলিখিত মত চিকিৎসা করিলে তৎক্ষণাৎ বিষ নষ্ট হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

চিকিৎসা।

দংশন মাত্রেই পাওয়া গেলে "সর্পবিষঘ্ন মৃতসঞ্জিবনী বটিকা" একটা কি দুইটা সামান্য জলে ঘসিয়া ঘা মুখটীতে পুনঃ পুনঃ দিতে থাকিবে এবং অগ্নির আঁচ দিবে। অল্প সময় মধ্যে বিষ নষ্ট হইয়া জ্বলন, কন্‌কনাদি নিবৃত্তি হইবে ইহাতে কোন সংশয় নাই।

আর যদি বিষের সঞ্চালন হইয়া থাকে তবে "তরুণ বিষারি রস বটীকা" একটী এবং অবস্থানুসারে ২৩ দুই তিনটী আর্দ্রক রসে মাড়িয়া খাওয়াইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তৈল ।• ছটাকি পাথরে রাখিয়া তাহাতে চলিত অর্থাৎ হলকচির শিকড় সামান্য ঘর্ষণ করতঃ ঐ তৈল মস্তকের তালুতে দিবে এবং মধ্যে মধ্যে আর্দ্রক এক এক গাঁইট চিবাইতে দিবে। নিম্নলিখিত মতে যবক্ষারাদির কাথে সেকটী দিবে।

স্বলঘনী মূল ৫ এক তোলা, গোদাপেয়ালার ছাল ৫ এক তোলা একত্রে জল দিয়া বাটিয়া এক চাপ গোময়ের সহিত /৩ সের জলে গুলিয়া একটী হাঁড়িতে দিয়া সরাদ্বারা মুখটী বদ্ধকরণানন্তর অগ্নিতে চাপাইবে। খুব ফুটিয়া উঠিলে নামাইয়া তাহাতে কাপড়ের কড়চার মধ্যভাগ ডুবাইয়া, (হাতে পায়ে ছুইলে) চৌদিকে চাপিয়া নামপানে টানিয়া; অপর স্থানে হয় চৌদিকে বুলাইয়া সেক্ দিবে। যদি বেশী ছড়ছড়াদি করে তবে অবিশ্রান্ত সেকটী দিবে। অনতিকালমধ্যে বিষ নষ্ট হইয়া সকল উপদ্রব অন্তর্হিত হইবে। আর শুণ্টীচূর্ণ করিয়া শুঁকিয়া নস্য লইতে দিবে।

এইটী দৃশ্য সর্পাঘাতের আদ্য চিকিৎসা লিখিত হইল। যদ্যপি বিকার ঘটে অতঃপর তাহার চিকিৎসা লিখিত হইতেছে। লক্ষণ মিলাইয়া বিকারাধিকারের বটিকাদি ব্যবস্থানুসারে নির্ভয়ে প্রয়োগ করিবে।

দৃশ্য সর্পাঘাতের আদ্য চিকিৎসা সমাপ্ত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সর্পবিষ জন্য বিকারের লক্ষণ ও চিকিৎসা।

সর্পাঘাতী রোগীর বিকারের অর্থাৎ ঢলিয়া পড়িবার প্রথমাবস্থার লক্ষণ।

রোগীর পার্শ্ব, পেট, কোমর, এবং বক্ষঃস্থলাদিস্থান বেদনা ও কন্‌কন্ করে, জিহ্বা ও চক্ষু টানে এবং নিদ্রাবৎ ক্লান্তি হয়, অর্থাৎ ঢুলিয়া আইসার মত হইয়া রোগী ঢুলু ঢুলু করিতে থাকে। আর পেট টিস-টিসা হইয়া তীব্র বেদনা ও কন্‌কন্ করে এবং ক্ষত স্থানাদিতে স্পর্শ-কাতরতা উপস্থিত হয়। কাহারও কম্পোদ্গম এবং কেহ কেহ বা শীত বোধ করিয়া ঢলিয়া পড়িয়া নানা উপদ্রব গ্রস্ত হয়।

চিকিৎসা।

প্রথমে "সর্পবিষঘ্ন মৃতসঞ্জিবনী বটিকা" এক একটী করিয়া আদার সঙ্গে মাড়িয়া ৩।৪ তিন চারিটী উপর্য্যুপরি শীঘ্র শীঘ্র খাইতে দিবে; যদ্যপি আদা না পাওয়া যায় তবে অর্ক পত্রের সঙ্গে অথবা জলে মাড়িয়া খাওয়াইবে। বটীকা প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে এক ছটাক তৈলে চলিত শিকড় অর্থাৎ হলকচি শিকড় একটী ঘর্ষণ করিয়া মস্তকের তালুতে দিবে। বক্ষ কফ এবং আহারীয় দ্রব্য সকল উঠিয়া যাইলে, "সর্পবিষঘ্ন শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা" একটী গুঁড়া করিয়া নলার গোড়ায় ফেলিয়া গরম দুগ্ধ কি জলদ্বারা খাওয়াইবে এবং আদা একখানি চলিত শিকড় অর্থাৎ হলকচি শিকড় সামান্য এবং চারিটী গোলমরিচসহ একত্রে নির্জ্জল ছেঁচিয়া সরু নেকড়া অর্থাৎ কানির ভিতর ভরিয়া টিপিয়া ২ বার নস্য দিবে। ঘৃতের সহিত রশুনকে ছেঁচিয়া লৌহ পাত্রে কাজল পাড়িয়া মধ্যে মধ্যে চক্ষুতে দিবে এবং অঙ্গের মধ্যে যে যে স্থানে কনকনানি থাকিবে, সেই সেই স্থানে গোদাশেয়ালের ছাল ৫ এক তোলা কি ৫১০ অর্দ্ধ ছটাক চলিত শিকড় অর্থাৎ হলকচি শিকড় ৵০ দুই আনা সহ একত্রে বাটিয়া একচাপ গোময়ের সহিত /২।/৩ দুই তিন সের জলে ফুটাইয়া তাহাতে কাপড়ের কঁড়চা ডুবাইয়া সেক দিবে। যদি হাতে কি পায়ে হয় তবে চৌদিক চাপিয়া নামপানে টানিয়া; অপর স্থানে হয় চৌদিকে বুলাইয়া সেক দিবে।

সেক দিবার ত্রুটী না হয়; সকল আবল্য সারিয়া যাইবে; যদ্যপি গুরুতর আবল্য সারিয়া সামান্য বেদনা থাকে তবে ভাজা বড় মেথি /০ এক ছটাক, কালজিরা ভাজা /০ এক ছটাক ও শুঁট /০ এক ছটাক একত্রে চূর্ণ করিয়া সরা দ্বারা ঝাড়িয়া সর্ব্বদা মালিস করিবে। রোগীকে লেবুর রস খুব খাইতে দিবে।

যদি রোগীর গলাতে ঔষধ না চলে অর্থাৎ রোগী গিলিতে না পারে এরূপ দেখ তবে আধ পোয়া আদার সঙ্গে ৫।৬ পাঁচ ছয়টী "সর্প বিষঘ্ন মৃতসঞ্জিবনী বটিকা" মাড়িয়া তৎসহ প্রক্ষেপ শ্বেত তুঁতে চূর্ণ এক

মাষা হইতে দুই মাষা, শ্বেতকুঁতেচূর্ণ অভাবে তুঁতেচূর্ণ দিয়া অল্প অল্প পরিমাণে জিহ্বাতে ফেলিয়া দিতে থাকিবে অর্থাৎ 'জিহ্বাতে দিয়া ফেলিয়া দিবে, পুনরায় জিহ্বাতে দিয়া ফেলিয়া দিবে' এইরূপ মুহুর্মুহুঃ পুনঃ পুনঃ দিতে থাকিবে এমন অর্দ্ধ কি এক ঘণ্টা করিতে করিতে ঔষধ আপন প্রভাবে জিহ্বার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরায় শোষিত হইয়া কতক কফ উঠিয়া যাইয়া রোগী গলাঃধকরণে সক্ষম হইবেক। রোগী গলাধঃকরণে সক্ষম হইলেই উক্ত বটিকা দুইটী আর্দ্রকরসে মাড়িয়া একবারে খাওয়াইয়া দিবে; ইহাতে আভ্যন্তরীয় দ্রব্য এবং বহু কফ নির্গত হইবে। পরে সর্প বিষঘ্ন শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা একটী পূর্ব্বমত প্রকারে দুগ্ধ দ্বারা খাওয়াইয়া দিবে এবং যদি কফ থাকা জানা যায়, তাহা হইলে উক্ত মৃতসঞ্জিবনী বটিকা আধ পোয়া আর্দ্রকরসে মাড়িয়া ক্ষণে ক্ষণে এক এক ঝিনুক করিয়া খাওয়াইবে। পেটের আড়ষ্য অর্থাৎ পেটে বেদনা কি কনকনাদি থাকিলে "সর্পবিষঘ্ন শক্তি-সঞ্চারিণী বটীকা" আর একটী পূর্ব্বমতে প্রয়োগ করিবে; উহাতে বেদনা ও কন্‌কনাদি সারিয়া বল সঞ্চার হইবে। পেটের আবল্য না থাকে উক্ত বটীকা খাওয়াইবার আবশ্যক নাই। মধ্যে মধ্যে মুলতানি হিং গব্য ঘৃতে ঘসিয়া রোগীকে পান করাইবে। আর নস্য অঞ্জনাদি যে সকল লেখা হইয়াছে তাহার ত্রুটী করিবে না। মস্তকে তৈল প্রস্তুত করিয়া দিতে যেন ক্ষণ মাত্র বিলম্ব না হয়; রোগী ভাল হইলেও এই তৈল মাথায় রাখিবে; এই তৈল মস্তকে দেওয়া থাকিলে ঔষধের উত্তেজনাদি ক্রিয়া না হইয়া তেজ সমভাবে থাকে।

যদ্যপি রোগীর চৈতন্য না থাকে তবে রশুন পাঁচ ছয় কোয়া, চালিতা শিকড় অর্থাৎ কলকচি শিকড় সামান্য ও ৫টী গোলমরিচ একত্রে নির্জ্জল ছেঁচিয়া সরুকানির ভিতর ভরিয়া টিপিয়া ঐ রস নাসারন্ধ্রে দিয়া কলা পাতার নলদ্বারা ফুঁকিয়া দিবে অথবা নিশাদল গুঁড়া কলা পাতার নলদ্বারা নাসারন্ধ্রে ফুঁকিয়া নস্য দিবে; ক্ষণমাত্রে চৈতন্য হইবে।

আমার বটিকা ও তৎসঙ্গে যে সেক, অঞ্জনাদি লেখা হইল, ইহা রীতিমত ব্যবহৃত হইলে কোন উপদ্রব হইতে পায় না এবং যদি কোন উপদ্রব ঘটিয়া থাকে তৎসমস্তই বটিকাতে ভাল হয়, তথাচ সকল উপদ্রব নিবারিণী মুষ্টিযোগ সকল লিখিত হইতেছে। যদি কোন উপদ্রব অসহনীয় অথবা অধিকক্ষণস্থায়ী হয় তবে মুষ্টিযোগের সাহায্য গ্রহণ করিবে, অবিলম্বে আরোগ্য হইবে। উপদ্রব বুঝিয়া খুব সতর্কতার সহিত কার্য্য করিতে পারিলে শুদ্ধ মুষ্টিযোগ দ্বারাও আরোগ্য হয়।

কোন কোন রোগী ভাল হইলেও ঔষধের তেজ প্রভাবে ৪।৫ চারি পাঁচ দিবস পর্য্যন্ত ঘোর অবস্থায় থাকে, ইহাতে কোন ভয়ের কারণ নাই। শুশ্রূষা দ্বারা ভাল হইবে।

উমনা চিতির বিষে মুখ ও গলা আড়ষ্ট এবং মুখের চোয়াল চালিতে অসমর্থ হয়; পশ্চাল্লিখিত মুষ্টিযোগ দ্বারা ইহার নিবারণ করিবে। গাত্র বেদনায় আকন্দ পত্র কুচাইয়া দুইটী পুটুলি করতঃ নির্ধূম অগ্নিতে সেক দিবে।

শিয়াড়ে চাঁদার বিষে সর্ব্বাঙ্গ ফাটিয়া যায় এবং রস ও রক্ত বাহির হয় ইহা নিবারণ জন্য ৵০ অর্দ্ধপোয়া নবনীত একটি পাথরে দলন করিয়া তাহাতে তেলাকুচা পাতার রস ৵০ অর্দ্ধ পোয়া ও রক্তকম্বল গাছের গেঁড়ো ও ডাঁটার রস অর্দ্ধ পোয়া ক্রমান্বয়ে দলিবে। উত্তমরূপে দলিয়া ঐ নবনী গাত্রে মাখাইবে; অঙ্গের চড়চড়ানি, ফুলা, ফাটা ও রক্তস্রাব সমস্তই যাইবে।

নাসিকা মুখ ও গুহ্য দ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হইলে:—আমের কুশি ৫২॥ অর্দ্ধ তোলা ও অনন্তমূল চূর্ণ ৫২॥ অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশ্রিত করত সরী দ্বারা ঝাড়িয়া পরমাইসাল চাউলের চেলেনীতে অর্থাৎ চাউল ধোয়া জলে গুলিয়া অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইবে; রক্তস্রাব বন্ধ হইবে। এই মুষ্টিযোগে সকল সর্পাঘাতগ্রস্ত রোগীরই রক্তস্রাব নিবারণ করে।

অন্যমত।

কাঁচা আমলার রস /০ একছটাক ও চূণের জল /০ একছটাক একত্র করিয়া বারে বারে এক এক তোলা মাত্রায় সেবন করাইলে ত্বরায় রক্ত-স্রাব বন্ধ হয়।

এই শিয়াড় চাঁদা সর্পের বিষের অধিকার ৯ নয় দিবস পর্য্যন্ত। চিকিৎসাদি না হইলেও রোগী ৯ নয় দিবস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সকল উপদ্রব নিবারিণী মুষ্টিযোগ।

সর্পবিষ জন্য বিকারে কন্‌কন্ ও তীব্র বেদনা অতিশয় কষ্টকর হয় ইহা নিবারক মুষ্টিযোগ।

নিশিন্দো এরণ্ডপত্রঞ্চ করবীপত্রমেবচ।
তৎক্বাথলেপনং গাত্রে বেদনা হন্তু নিশ্চিতম্।

অস্যার্থঃ।

বুঁয়াই পত্র, ভেরাণ্ডা পত্র, শ্বেত করবী পত্র, কুচাইয়া জলে সিদ্ধ করিবে। জল ফুটিয়া উঠিলে তাহাতে কাপড়ের কড়চা ডুবাইয়া (হাতে পায়ে হয়) চৌদিক চাপিয়া নাম পানে টানিয়া এবং অন্য স্থানে হয় চৌদিকে বুলাইয়া২ সেকৃটী দিবে। ইহাতে গাত্রের বেদন ও কন্‌কন্ নিশ্চয় ভাল হইবে।

অন্যমত।

ঙ্গেঙ্গুদি অর্কপত্ৰঞ্চ বল্মীক সিজুপত্ৰয়ে।
তৎক্কাথলেপনং সর্ব্বং বিষং হত্বা রুজং জয়েৎ ॥

অস্যার্থঃ।

ঙ্গেঙ্গুদিপত্র, আকন্দপত্র, উইমাটী, সিজুপত্র, একত্রে বাঁটিয়া অথবা কুচাইয়া ৩।৪ তিন চারি সের জলের সহিত ফুটাইয়া কড়চা দ্বারা সেক দিবে। ইহাতে বিষ নষ্ট হইয়া জলন, ঝন্‌কন্ নিবৃত্তি হয়।

অন্যমত।

শ্রীস্থাঘলঘসীগোদাং মেলযেৎ গোময়েন বা।
তৎক্কাথলেপনং হন্যাৎ বিষং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥

অস্যার্থঃ।

হল কচির মূল ।॥ অৰ্দ্ধ তোলা, গোদাপেযালের ছাল ।॥ অৰ্দ্ধ তোলা জলে বাঁটিয়া এক চাপ গোময়ের সঙ্গে একত্রে /৩ সের জলে ফুটাইয়া তাহাতে কাপড়ের কড়চা ডুবাইয়া সেক দিবে ইহা দ্বারা স্থাবর ও জঙ্গম বিষক্ষয় হইয়া কন্‌কনাদি সমস্তই নিবৃত্তি হয়।

অন্যমত।

বচার্কটফল বিশ্বঞ্চ গাম্ভারীত্বচযোগতঃ।
তৎক্কাথলেপনে পানে বিষবেদনাকুজং জয়েৎ ॥

অস্যার্থঃ।

বচ, কফফল, শুণ্ঠী, গামারীছাল এসাং প্রতি অৰ্দ্ধ তোলা, পাকজল ।॥ অৰ্দ্ধসের, শেষ ✓০ অৰ্দ্ধ পোয়া, প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ। বারে বারে এক তোলা মাত্রায় সেবন করাইবে ও ঐ সিদ্ধ ছালাদি বাঁটিয়া গাত্রে মাখাইবে। সকল বেদনা ভাল হইবে।

অন্যমত।

যদি অঙ্গে সামান্য বেদনা থাকে তবে আকন্দ পত্র ধুতুরাইপত্র কুচাইয়া দুইটী পুটুলী বান্ধিয়া তাপরিতে অগ্নি রাখিয়া সেক দিবে।

অন্যমত।

নাভিস্থল বেদনাতে মিঠা আমগাছের ছাল আতপ চাউলের সহিত বাঁটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

যদি গর্ভবতী স্ত্রীলোকের পেট বড়ই কনূ২ করে তবে ;—

কুলগাছের শিকড়, শিয়াকুলগাছের শিকড় ও টাবা জামীরের শিকড় রক্তচন্দন ও ছাগী দুগ্ধে বাঁটিয়া পেটে ও কোমরে খুব মালিশ করিবে।

অন্যমত।

শালিঞ্চাগাছ, অশ্বগন্ধা ও রাস্না সিদ্ধ করিয়া দুইটী পুটুলী করণানন্তর বেদনা স্থানে কলাপাতা বসাইয়া ঐ পুটুলী দ্বারা নির্ধূম অঙ্গারের সেক দিবে।

অন্যমত।

কুমার ঘরের হাতমুছা মাটি, ছাগীদুগ্ধ ও কিঞ্চিৎ মধু একত্রে পাথরে দলিয়া পেট ও কোমরে সর্ব্বদা মাখাইবে এবং কিছু খাওয়াইয়া দিবে।

দাহ নিবারক মুষ্টিযোগ—অন্তর্দাহ হইলে ;—

কাঁকলা, লবঙ্গ, অগোর চন্দন, দেবদারু, গুড়ত্বক, এলাইচ, তেজপত্র নাগেশ্বরফুল, একুনে দুই তোলা অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া শেষে তিন ছটাক রাখিয়া, অন্য জলে শ্বেতচন্দন ঘর্ষণ করতঃ তাহাতে ছিটা দিয়া বারে বারে ৵০ অর্দ্ধ ছটাক ত্রায় পান করাইলে অন্তর্দাহাদি ভাল হয়। স্থানিক দাহ থাকে ঐ সিদ্ধ দ্রব্য বাঁটিয়া মাখাইলে ভাল হইবে।

অন্যমত।

পুরাতন ঘৃত কাঁসানিতে শত বার ধৌত করিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে।

অন্যমত।

ভিজান আমলা যবক্ষারের সঙ্গে বাটিয়া গাত্রে মাখাইবে।

অন্যমত।

হরিতকী, বহেড়া, আমলা, তিনকে যবক্ষারের সঙ্গে ঘোল দিয়া বাটিয়া অঙ্গে মাখাইলে অন্তর্দ্দাহ ভাল হইবে।

ত্বচস্থ দাহে ;—

চুমরীগাছের গেঁড়োতে যে চামরের মত শিকড় থাকে তাহা গাত্রে সর্ব্বদা বুলাইলে স্থাবর জঙ্গম বিষের ত্বচস্থ দাহ নিবারণ হয়।

অন্যমত।

ঘা মুখে দাহ থাকিলে টার্পিণ তৈলে তুলা ভিজাইয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

অস্থিভেদী কামড় হইলে, কাহারও কাহারও ক্ষতস্থানে বেদনা উঠিয়া অশেষ প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে থাকে। এরূপ হইলে মসিনার পুলটিশাদি পাকান ঔষধ মুহুর্মুহুঃ দিয়া পাকাইয়া অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া দিবে। জ্বালা যন্ত্রণার উপশম হইবে। অস্থিভেদী কামড়ে যে এইরূপ বেদনা হয় তাহা অনেক দেখিয়াছি। নির্ব্বিষ হইলেও ত্বকে এই বেদনার যন্ত্রণা থাকে তাহাতে লোকে বিষ আছে বলিয়া শঙ্কা করে, কেহ বা আটকের শঙ্কা করিয়া থাকে। তাহা ভ্রম মাত্র ইহাতে কোন আশঙ্কার কারণ নাই।

শোথ অর্থাৎ ফুলার মুষ্টিযোগ।

ক্ষতস্থান চড় চড় করিতে থাকিলে কেবল গোময় ও সলঘসীর কাথে সেক্ দিবে। চড়চড়ানি ও ফুলা নিবৃত্তি হইবে।

অন্যমত।

কালকচুর গেঁড়ো, জরকা লবণের ভাঁড়-ভাঙ্গা ও তাজা চূণ একত্রে বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

কাষ্ঠমল্লিকা ফল গাছের শিকড় আতপ তণ্ডুলের সহিত কটন ঘৃত গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

ধুস্তুরা ও কাঠনীম পাতার সঙ্গে তামা চূর্ণ গুলিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

শিল, আমড়ার ছাল, ভাজাকালি, কুত্তিকলাই বাটিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

গোদাপেষালের ছাল, কেশসিন্দুর গাছ, আতপ চাউলের সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

দেবদারু, শঠী শুণ্ঠী, শ্বেত সরিষা, সজিনা গাছের ছাল, শ্বেতকাঁচ মূল, শ্বেত করবীর মূল, কামানিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

পদ্মবীজ, হাড়কাঁকড়ার বীজ, কুর্চি বীজ, ঘুবঘুরে পাতার সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

কলাগাছের এঁঠা ও জলাস একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

কাঁচা তেঁতুল, কালজিরে, ক্ষার লবণ, চুণের সঙ্গে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

হস্ত পদাদি অঙ্গ অবশ হইলে।

জায়ফল, কফ্ফল, কুড়, শুণ্ঠী, বচ, এই পাঁচটী দ্রব্য, (কেবল

শুন্ঠী দ্বিগুণ) একত্রে চূর্ণ করিয়া সরাদ্বারা বাড়িয়া গাত্রে মালিস করিবে। দুই তিন ঘন্টার মধ্যে ইন্দ্রিয় সকল স্ববশ হইবে।

অস্বাভাবিক নেত্রে।

চক্ষুর অস্বাভাবাবিক রূপ হইলে ও দেখিতে না পাইলে এবং ঘোলা পড়িলে; বিল্বপত্র ও হরকচির শিকড় একত্রে জল দিয়া ছেঁচিয়া সরু কানির ভিতর ভরিয়া মুহুর্মুহুঃ নস্য দিবে।

অন্যমত।

সৈন্ধব লবণ পিপুল-বোয়া মধুতে ঘসিয়া পালক দ্বারা অঞ্জন দিবে।

অন্যমত।

শিরীষবীজ, লবঙ্গ গোমূত্রে ঘসিয়া পালক দ্বারা অঞ্জন দিবে।

অন্যমত।

আমরুল শাকে লবণ মিশাইয়া ও হস্ত দ্বারা রগড়াইয়া ২।৩ দুই তিন ফোঁটা রস চক্ষুতে দিলে ভাল হয়।

অন্যমত।

নাকদনা পাতাতে লবণ মিশাইয়া ঐ মতে দিলেও ভাল হয়। চক্ষুতে পোড়া জুমড়ার আচ মুহুর্মুহুঃ দিবে।

অন্যমত।

লাউ ফুলকে নির্জ্জল ছেঁচিয়া সরু কানির ভিতর ভরিয়া টিপিয়া ঐ রস চক্ষুতে দিবে।

অন্যমত।

লৌহ পাত্রে ঘৃতের সহিত রশুনকে ছেঁচিয়া কাজল পাড়িয়া মুহুর্মুহুঃ লাগাইলে ভাল হয়।

অন্যমত।

চক্ষুতে বড়ই ঘোর থাকিলে, নাভিশঙ্খ, লবঙ্গবোঁটা ও বেনামূল মধুতে ঘসিয়া অঞ্জন দিবে।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া বেদনা ও কন্‌কনাদি করিতে থাকিলে।

তুলসী পাতার সত্ত্ব ও কর্পূর, চন্দনপীড়ায় রাখিয়া শ্বেত চন্দন কাষ্ঠ দ্বারা ও পরে শঙ্খ দ্বারা ঘসিয়া অঞ্জন দিবে।

অন্যমত।

নাভিশঙ্খ জলে ঘসিয়া অঞ্জন দিবে।

অন্যমত।

গাভীদুগ্ধ অর্দ্ধ পোয়া ও জল অর্দ্ধ পোয়াতে শালিঞ্চা গাছের সমূল ডাঁটা পাতা কুচাইয়া দিয়া একটী ভাণ্ডের ভিতর ভরিবে ও ঐ ভাণ্ডের মুখটী সরাদ্বারা বন্ধ করিয়া নির্ধূম অঙ্গারে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে অল্প বাতস্থানে ঐ ভাণ্ড লইয়া গিয়া ঢাকাটী অল্প অল্প পরিমাণে খুলিয়া উহার ধূম চক্ষুতে দিলে জ্বালা কন্‌কন ও বেদনা নিবারণ হইয়া চক্ষুর স্বাভাবিক রূপ হয়।

ক্ষীণ স্বরে অর্থাৎ খনা কথা কহিলে।

শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল ২৷৷ অর্দ্ধতোলা, সর্ষপ তৈল ৵৹ আধ পোয়া, পাথরে ঘর্ষণ করিয়া ঐ তৈল মাথায় তালুতে মাখাইবে।

অন্যমত।

হলকাচির মূল, আদার রসে ছেঁচিয়া সরু কানির ভিতর ভরিয়া বার বার নাসারন্ধ্রে টিপিয়া দিয়া কলাপাতার নলদ্বারা ফুঁকিয়া দিবে। মধ্যে মধ্যে গব্য ঘৃতে মুলতানী হিঙ্গু ঘসিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

আফুলা বেলের শিকড় ৪।৫ চারি পাঁচটী গোলমরিচসহ আমানিতে ছেঁচিয়া সেই রস নাসারন্ধ্রে দিবে।

অন্যমত।

নিশাদল ২৷৷ অর্দ্ধ তোলা, তাজা চূণ ৵৹ অর্দ্ধ ছটাক, একটী

ছোট ভাণ্ডের ভিতর ভরিয়া ঢাকা দিয়া রাখিবে। মধ্যে মধ্যে ঢাকাটী খুলিয়া আঘ্রাণ লইতে দিবে। ইহাতে ক্ষীণ স্বর এবং অচৈতন্য ও চক্ষুর আবিল্য ভাল হয়।

অন্যমত।

নিশাদল গুঁড়া করিয়া নাসারন্ধ্রে ফেলিয়া দিয়া কলাপাতায় নল দ্বারা ফুঁকিয়া দিবে।

গাত্র ঝিম্ ঝিম্ করিলে।

মাথায় তেধারী তৈল, যাহা পূর্ব্বে লেখা হইয়াছে তাহা বেশী পরিমাণে দিবে।

অন্যমত।

লেবুর রস /০ ছটাক, সর্ষপ তৈল /০ এক ছটাক একত্রে পাথরে মলিয়া গাত্রে মাখাইবে।

অন্যমত।

কৃষ্ণতিল ভিজাইয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত বাঁটিয়া মাখাইলে গাত্র ঝিম্ ঝিম্ ও চড়চড়ানি ভাল হয়।

ছর্দ্দি অর্থাৎ লালাস্রাবে।

গরম জল /২ দুই সেরে ফট্‌কিরী গুঁড়া দুই তোলা দিয়া ঐ জলে কুল্লি করাইবে।

অন্যমত।

আমানি এক সেরে, ফটকিরি গুঁড়া ১ তোলা দিয়া সেই আমানি সর্ব্বদা মুখে রাখিবে।

হরিতকী চিবাইয়া সেই রস খাইলে ভাল হয়।

অন্যমত।

লেবুতে লবণ দিয়া চুষাইবে কিম্বা ফুল আমসী চিবাইতে দিবে।

বমি কি বমন ইচ্ছা থাকিলে।

আমের কচিপাতা দুই তোলা, পাকজল আধ সের, জ্বাল আধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু। বারম্বার খাওয়াইলে বমন, বমন ইচ্ছা ও তৃষ্ণা শান্তি হইবে। ঐ মতে আমের কচি পাতাও দেওয়া চলে।

হিক্কাতে।

স্ত্রীলোকের স্তন্যদুগ্ধে অলি,তা ভিজাইয়া মস্তকের তালুতে দিবে।

অন্যমত।

মুলতানি হিঙ্গ, বিল্বপত্রের রসে ঘসিয়া খাওয়াইলে নিবারণ হয়।

অন্যমত।

গরম গব্য ঘৃতে মুলতানী হিঙ্গু ঘসিয়া খাওয়াইলে ভাল হয়।

অন্যমত।

কচি নারিকেলের জল খাইতে দিবে তাহাহইলেও নিবারণ হয়।

অন্যমত।

তাম্বুলের অঙ্কুর খাওয়াইবে, ইহাতেও হিক্কা নিবারণ করে।

অন্যমত।

টাবা জামীরের শিকড় চন্দনঘসা করিয়া ঘসিয়া কণ্ঠে প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

বচ জলে ঘসিয়া পাতলা করিয়া তাহাতে কিছু লবণ সংযোগ করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়াইবে।

অন্যমত।

বটবৃক্ষের কচিজটা ও ডালিম খোলা জলে ঘসিয়া ঐ জলে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া বার বার খাওয়াইবে।

অন্যমত।

হরিদ্রা-গুঁড়া কলিকাতে সাজিয়া খাইলে পঞ্চবিধ হিক্কা ভাল হয়।

খিরিকলাই ভাঙ্গা কলিকাতে সাজিয়া তাহার ধূমপান করিলে হিক্কা ভাল হয়।

অন্যমত।

একটী গোলমরিচ সূচবিদ্ধ করিয়া প্রদীপের শিখায় ধারণ করিলে যে ধূমোত্থিত হয়, তাহা শুঁকিয়া লইলে ভাল হয়।

রক্ত-ছর্দ্দি অর্থাৎ রক্ত-বমন হইলে।

জুঁই ফুলের পত্র ও বিল্বপত্র একত্রে ছেঁচিয়া ঐ রস মধুর সহিত পান করাইবে।

অন্যমত।

দুর্ব্বাঘাসের রসে কর্পূর মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

লৌহচূর্ণ দুগ্ধের সহিত খাইতে দিবে অথবা চাটাইয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

জাঁতি পুষ্পের পত্রের রস ও বিল্বপত্রের রস, টাট্‌কা মধুর সহিত খাওয়াইলে রক্তবমন নিবৃত্তি হইবে।

অন্যমত।

কুষ্মাণ্ড পাতার সত্ব এবং কুষ্মাণ্ডের শস্য একত্রে খাইলে ভাল হইবে।

অন্যমত।

কুড়চূর্ণ আধ তোলা কুমড়ার জল আধ পোয়াতে গুলিয়া অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইবে।

অন্যমত।

তালগাছের শিকড়ের অগ্রভাগে যে সাদা কচি শিকড় থাকে তাহার সত্ত্ব খাইলে নিবৃত্ত হয়।

অন্যমত।

পাকা ডুমুরকে জলে ছেঁচিয়া তাহার সত্ত্ব খাওয়াইবে।

অন্যমত।

ডালিম ফুল ছেঁচিয়া সরু কানির ভিতর দিয়া টিপিয়া সেই রস বার বার নাসারন্ধ্রে দিবে।

অন্যমত।

আমানিকে ফটকিরী চূর্ণ দিয়া বার বার কুল্লি করিলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

সর্পঘাতী রোগী গুরুতর হইলে হৃদ্রোগ অর্থাৎ হৃদয়ে বেদনা ও রক্ত উদ্গারিণ হয়, তাহার পক্ষে ;—

দ্রাক্ষা, চই, মঞ্জিষ্ঠা, তালের কচিশিকড়, পদ্ম বীজ প্রভৃতি সমভাগ; জলে অথবা ছাগীদুগ্ধে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

ঘর্ম্ম হইলে।

নোদ গাছের ছাল চূর্ণ করিয়া সরা দ্বারা ঝাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে মালিশ করিবে।

অন্যমত।

জায়ফল, কক্ফল, বচ, শুঁট, সমভাগে চূর্ণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিবে। এই সকল দ্রব্যের সহিত সিদ্ধি দেওয়া চলে।

অন্যমত।

তালপত্রের পাখাতে নিরবত বাতাস করিলেও ভাল হয়।

স্পর্শশূন্য অর্থাৎ অঙ্গে স্পর্শ-বোধ না থাকিলে।

দারুচিনি চূর্ণ করিয়া সরা দ্বারা ঝাড়িয়া মালিশ করিবে।

অন্যমত।

কাঁচা জলে শুঁঠকে ঘর্ষন করিয়া প্রলেপ দিলে অল্প সময় মধ্যে স্পর্শবোধ হইবে।

মূর্চ্ছা অর্থাৎ অচৈতন্য।

চলিত শিকড় অর্থাৎ হলকচির শিকড় ও রশুন ছোয়া এবং চারি পাঁচটী গোলমরিচের সঙ্গে একত্রে থেঁতো করিয়া সরু কানির ভিতর পুরিয়া নাসারন্ধ্রে উহার রস টিপিয়া দিবে; তদনন্তর কলাপাতার নল দ্বারা ফুঁকিয়া দিবে; ক্ষণমাত্রেই রোগীর চৈতন্য হইবে।

অন্যমত।

নিশাদল চূর্ণ করিয়া নাসিকার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া কলাপাতার নল দ্বারা ফুঁকিয়া দিবে।

অন্যমত।

সজিনা গাছের শিকড়ের ছাল নির্জ্জল ছেঁচিয়া ঐ রস নাসারন্ধ্রে দিয়া ফুঁকিয়া দিবে।

অন্যমত।

কালজিরা কাপড়ের ভিতর রাখিয়া হস্ত দ্বারা রগড়াইয়া আঘ্রাণ দিবে।

অন্যমত।

শিঙ্গার বীজের পাঁচ সাতটী ডাল, অর্দ্ধ তোলা জলে ঘসিয়া সেই জলে কানি ভিজাইয়া নস্য দিবে।

অন্যমত।

বকুল পাতা লবণের সঙ্গে ছেঁচিয়া ঐ রস নাসারন্ধ্রে দিয়া ফুঁকিয়া দিলে ভাল হয়।

এই সকল নস্য নিদ্রাবৎ ক্লান্তিতেও প্রশস্ত।

মুখের চোয়াল চালিতে না পারিলে;

চোয়ালের উপর গব্য ঘৃত মাখাইয়া সেঁক দিবে।

অন্যমত।

আকন্দ পত্র কুচাইয়া দুইটি পুটুলী বান্ধিয়া সর্ব্বদা সেক্ দিবে।

কাহারও কাহারও এমত হয় যে নির্ব্বিষ হইলেও চোয়াল চলে না। ইহার কারণ বিষ দ্বারা রক্ত অতিশয় দুর্ব্বল হয় এবং লালাগ্রন্থি নীরস হইয়া আপনার কার্য্য করিতে অক্ষম হয়। যদি এরূপ ঘটে তবে পূর্ব্বোক্ত সেক্ বারম্বার দিবে এবং আমানি এক সের গরম করিয়া তাহাতে ফটকিরী চূর্ণ দিয়া যেমন পারে কুলি করাইবে। কুলি করিতে যদি না পারে, তাহা হইলে মুখে দিয়া কুলি ফেলাইয়া ফেলাইয়া দিবে।

যতক্ষণ না সারে এইরূপ করিবে। আর লবণাক্ত কাগজি চুসিতে দিবে এবং পাকা আম্র চুসিতে দিবে, না পাওয়া যায় আমচূর জলে ভিজাইয়া সর্ব্বদা মুখে রাখিতে দিবে।

অন্যমত।

রক্তচন্দন, পদ্মকেশর ও গুগ্গুল, ছাগীদুগ্ধে বাটিয়া গরম করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ গব্যঘৃত মিশাইয়া কুশুম কুশুম গরম থাকিতে চোয়ালের উপর প্রলেপ দিবে।

কম্পনে।

অগ্নির সেক দিবে, এবং ৵৹ অর্দ্ধ পোয়া কি ৷৹ তিন ছটাক কুমড়ার জলে অর্দ্ধতোলা কুঁচচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অল্প অল্প পরিমাণে বার বার খাওয়াইবে ইহাতেই ভাল হইবে। কম্পনের কারণ কেবল রক্তের দুর্ব্বলতা বলিয়া জানিবে।

উদরাধ্মানে অর্থাৎ পেট ফাঁপিলে।

মনসাশিজের আঁঠি যবক্ষারের সঙ্গে পুরু করিয়া বাঁটিয়া নাভির চারিদিকে অনেকটা স্থান বেড়িয়া প্রলেপ দিবে, দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে কোষ্ঠ ও প্রস্রাব সাফ হইয়া সারিয়া যাইবে। যদ্যপি ইহাতে না যায় তবে তাহার উপায় বস্তিকরণ লিখিতেছি।

(বস্তিকরণ)

বকুল বীজের ডাল একটী কি দুইটী সামান্য জলে ঘষিয়া আঠা-প্রায় করিবে এবং তেঁতুলের মাড়ি নখ দ্বারা টিপিয়া বাহির করিবে। পরে এই দুই দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কিছু তৈল দিবে ও কিছু লবণ-গুঁড়া দিবে। ঐ সকল দ্রব্য একত্রে চটচটে হইলে পুঁই শাকের ডগা ৫ পাঁচ অঙ্গুলী প্রমাণ লইয়া ডগেরদিকের তিন অঙ্গুলীতে মাখাইয়া মল দ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিলে তৎক্ষণাৎ বাহ্যে প্রস্রাব হইয়া সারিয়া যায়, নচেৎ জোলাপ দিবে।

অন্যমত।

পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, পানের ডাঁটা কিম্বা চাপাঁনোটিয়ার শিকড়ে জড়াইয়ে মাখাইয়া দেওয়া চলে।

অন্যমত।

ছুঁতেপোড়া চূর্ণ করিয়া এক বা দুই ফোঁটা তৈল মিশ্রিত করণানন্তর পূর্ব্ব (১) মত প্রকারে পানের ডাঁটায় মাখাইয়া দিলে বাহ্যে, প্রস্রাব হয়।

অন্যমত।

মূলতানী হিঙ্গ ঘৃতের সহিত অগ্নিতে গলাইয়া পানের ডাঁটা কিম্বা চাঁপানোটিয়ার শিকড়ে পূর্ব্বমতে মাখাইয়া দিবে।

অন্যমত।

শিবু খুপা কচি বুঁয়াই পত্র ও লবণ বণ্টন পূর্ব্বক মটরাকৃতি বড়ি বান্ধিয়া মল দ্বারে কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দিবে। ৫।৭ টী দিলেই তৎক্ষণাৎ বাহ্যে প্রস্রাব হইয়া পেটফাঁপা ভাল হইবে। যদি এ সকলে বাহ্যে না হয় তবে এবও তৈলাদির জোলাপ দিবার বাধা নাই।

বিষ ত্বচস্থ হইয়া সর্ব্বাঙ্গে আম পাতার মত ফুলিয়া উঠিলে।

পলতাপাতা ৵০ এক ছটাক, ক্ষুদেমেথি ৵০ এক ছটাক, হরিদ্রা এক ছটাক একত্রে চর্ণ করিয়া সরাদ্বারা কাঁড়িয়া গাত্রে মাখাইবে।

অন্যমত।

গিরিমৃত্তিকা. কালজিরা একত্রে চূর্ণ করিয়া মাখাইবে।

অন্যমত।

অশ্বগন্ধার পাতা, হরিতকী ও হরিদ্রা, গুঁড়া করিয়া গাত্রে মাখাইবে।

অন্যমত।

কাঁঠালীমের পাতা ও ধুতুরাপাতা নির্জ্জল ছেঁচিয়া মাখাইলে ভাল হয়।

অন্যমত।

পুরাতন দেওয়ালের মাটি শিলে গুঁড়া করিয়া সরা দ্বারা ঝাড়িয়া গাত্রে মালিশ করিলেও ভাল হয়।

আম পাতার মত বাহির হইতে প্রায় দেখা যায় না, দুই একটী রোগী এরূপ হইতে দেখা গিয়াছে ও এই সকল ঔষধেই ভাল হইয়াছে।

ক্ষত স্থানে ঘা হইলে ;—

শ্বেত বেড়েলার মূল, আতপ চাউল ও তেঁতুল বীজ আধখান একত্রে বণ্টন করতঃ চতুর্দ্দিক বেড়িয়া চাপান দিলে ভাল হয়।

অন্যমত।

পচা ঘা হইলে বুঁয়াই পত্র ও কালজিরা একত্রে বণ্টন করতঃ ঘায়ের উপর ঢাকা দিয়া একখণ্ড তপ্ত লৌহ দ্বারা একটী ছেঁকা দিবে। পরে কনকধুতুরা মূলের ছাল এক তোলা থেঁতো করিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া ঘৃত অগ্নিতে চাপাইবে, ঘৃত নিষ্ফেন হইলে ঐ থেঁতো ক্রমান্বয়ে ঘৃতে দিবে। ছাল পুড়িলে ঘৃত নামাইয়া মধ্যে মধ্যে লাগাইলে পচা ঘা ভাল হইবে। শৃগাল কুক্কুরাদি কামড়ের ঘাও এই ঔষধে ভাল হয় জানিবে।

ভেদ হইতে থাকিলে ;—

আকুলা কাঁকুড় গাছের মূল ৵০ দুই আনা চেলেনীতে বণ্টন পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ গব্য ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

চাপানোটিয়া শাকের মূল ৵০ দুই আনা চেলেনীতে বাটিয়া খাওয়াইলে ভেদ বন্ধ হয়।

ভেদ সকলের হয় না, কদাচিৎ কোন কোন রোগীর হইতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যে সমস্ত উপদ্রব লিখিত হইল তৎ সমস্তই

আমার বটিকাতে ভাল হয়, মুষ্টিযোগের প্রায়ই আবশ্যক হয় না। অধিকন্তু বটিকার গুণ এই যে, ইহাদ্বারা ভেদ হওয়া ও বন্ধ হওয়া এই উভয় ক্রিয়াই সম্পাদিত হয়। ভেদ বন্ধ হইবার আবশ্যক হইলে বন্ধ হয়, এবং হইবার আবশ্যক হইলে তাহাও হয়, দৃষ্টান্ত দেখিলে সমস্তই জানিতে পারিবেন।

বটিকার গুণ।

আমার বটিকার আরও এক মহৎগুণ এই যে, গর্ভিণী স্ত্রীলোক সর্পাঘাতে বিকার প্রাপ্ত হইলেও ইহা দেওয়া চলে, কিন্তু কফাধিকা না হইলে পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করা অনুচিত। কফাধিক্য না হওয়া পর্য্যন্ত মুষ্টিযোগ দ্বারা শান্ত করিবে। মুষ্টিযোগ দ্বারাও ভাল হয়, তবে আবশ্যক হইলে ২।১ দুই একটী মৃতসঞ্জীবনী বটিকা দিতে পার। আর কফাধিক্য দেখিয়া পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করিবে, তাহাতে কোন অনিষ্ট হয় না, উদাহরণে দেখিতে পাইবেন।

ঔষধ সঙ্কট হইলে।

বেশী মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ হইলে; গাত্র গরম, ঘাড়শক্ত, চক্ষু রক্ত-বর্ণ ও প্রস্রাব লাল হয় এবং অঙ্গ টানে অর্থাৎ খল্লী ধরে। ইহাতে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিবে।

কচি নারিকেলের জল খাওয়াইবে ও ভিজান কৃষ্ণ তিল দুগ্ধে বাঁটিয়া গাত্রে মাখাইবে।

অন্যমত।

তেলাকুঁচা পাতার সত্ত ও নবনীত একত্রে পাথরে দলিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে।

অন্যমত।

হরিদ্রা, সোহাগার খৈ ও মধু, ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া খাওয়াইবে। মধ্যে মধ্যে ছাগীদুগ্ধ পান করাইবে।

অন্যমত।

রিষাক্রান্ত চিকিৎসায় যে লাকরাদি আছে তাহা মাখাইবে।

মুষ্টিযোগ সমাপ্ত।

বিষদোষ শান্তি লক্ষণ।

বিষাক্রান্তোযদা রোগাদারোগ্যং লভতে জনঃ।
তদাহি ধাতবস্তস্য বায়ুপিত্তরসাদয়ঃ॥
স্বাভাবিকত্বং যান্তি আহারে সুরুচির্ভবেৎ।
মলমূত্রাদিদোষোঽপি ন বিদ্যতে কদাচন॥

অস্যার্থঃ।

বিষাক্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিলে তাহার কুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ এবং রসাদি ধাতু সকল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং আহারে রুচি ও মলমূত্র স্বাভাবিক রূপ পরিষ্কার হয় এবং ইন্দ্রিয়াদির প্রসন্নতা জন্মিয়া থাকে।

রোগী আরোগ্যলাভ করিলে, বিষাক্রান্ত চিকিৎসায় যে লাফরাটী আছে তাহা মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিবে, এবং গুড় মিশ্রিত দ্রব্য ব্যতীত রোগী যাহা খাইতে ইচ্ছা করে খাইতে দিবে।

এক্ষণে কয়েকটীমাত্র উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে, মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্ট করিবেন। ইহা আড়ম্বর বা তদ্রূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য নয়, ইহা দ্বারা অক্লেশে চিকিৎসা-বিষয়িনী অশেষবিধ জ্ঞান জন্মিবে। কোন বিষয়েই অজ্ঞাত এবং সন্দেহ থাকিবে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

উদাহরণ।

সন ১২৯৭ সালের মাহ আষাঢ়ে বেন্দাগ্রামের বিশ্ববাকুলীর পুত্র ও পুত্রবধূ একত্রে শুইয়াছিল। রাত্রি দেড় প্রহরের সময় উদয়কাল-ভমরা নামক একটী সর্প বিছানায় যাইয়া উভয়কেই দংশন করিয়াছিল। বিছা বা ইন্দুর বিবেচনায় উহারা কেহই উঠে নাই। তিন চারি ঘণ্টা পরে পুত্রবধূর অতিশয় যাতনা হওয়াতে আমাকে ডাকে কামড়া

হইয়াছে বলিয়া বাহিরে চীৎকার করিয়া পড়িল। কিন্তু মেয়েটী অত্যন্ত যাতনায় উঠিতে বা কোন উত্তর করিতে পারে নাই। ঐ চীৎকার শব্দ শুনিয়া পুরুষটীর মাতা সশব্যস্তে উঠিবা যাহারা ঝাড়া ফোঁকা জানে তাহাদিগকে ডাকিয়া উভয়কেই ঝাড়া ফোঁকা করাইতে লাগিল, কিন্তু প্রাতঃকালে পুরুষটীর প্রাণবিয়োগ হইল, এবং স্ত্রী-লোকটীরও আসন্নকাল নিকট দেখিয়া, উহার পিতা এবং মামা আমার নিকট আসিয়া পড়িল। আমি দুই জন ছাত্র সমভিব্যাহারে তথায় যাইয়া দেখিলাম যে রোগিনীর মৃত্যুকাল সন্নিকট। গলাদি ফুলিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছে, কোন ইন্দ্রিয়েরই চৈতন্য নাই কেবলমাত্র গলাটী ঘুড় ঘুড় করিতেছে। এইরূপ দৃষ্ট করিয়া আর্দ্রকের অভাব বশতঃ জল দিয়াই ঔষধ গুলিয়া মুখে দিয়া ফেলাইয়া ফেলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। বহুক্ষণ পরে বহুত কফ উঠিয়া যাইয়া ঔষধ চলিবার পথ হইল। পরে মৃতসঞ্জীবনী বটিকা পুনরায় এক জোড়া খাওয়াইয়া দিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে নস্যাঞ্জনাদি ও মুখাদি আওরার ঔষধ যাহা আছে তাহাও দেওয়া হইল; ইহাতে আহারীয দ্রব্য এবং অপর্যাপ্ত কফ উঠিয়া গেল কিন্তু সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইল না, এজন্য শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা এক জোড়া খাওয়াইয়া দিলাম বন্দীর ঘরে বসিবার দাঁড়াইবার অসুখ বশতঃ এবং আর থাকিবারও কোন আবশ্যক বিবেচনা না হওয়াতে এবং রোগিনীর পেট টিস্ প্রভৃতি ছিল বলিয়া মৃতসঞ্জীবনী বটিকা ৬ টী আধপোয়া জলে গুলিয়া বারে বারে খাওয়াইয়া দিতে বলিয়া আসিলাম। উহারা কথামত কার্য্য করায় রাত্রি তিন প্রহরের সময় একবার দাস্ত হইয়া পেটাদি পরিষ্কার ও কথা খুলিয়া সারিয়াছে সংবাদ পাইলাম; তবে অঙ্গের গ্লানি ও গলাফুলা, মুখআওরা ছিল, এই পুস্তকানুযায়ী মুষ্টিযোগ করিয়া দেওয়ায় তিন দিবসের মধ্যে তৎসমুদায় আরোগ্য হইয়া গেল। এই স্ত্রীলোকটীও চারি মাস অন্তঃসত্বা ছিল কিন্তু এত বেশী ঔষধ খাইয়াও কোন অনিষ্ট হয় নাই; পূর্ণ দশ মাসে একটী পুত্র প্রসব করিয়া সন্তান সহিত নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা পাইয়াছে।

সন ১২৯৯ সালের ১১ই শ্রাবণ বেলা এক প্রহরের সময় পাত্রসায়ের গ্রামবাসী নীলমাধব পোদ্দারের রাখাল পূর্ণচন্দ্র লোহার, উক্ত নীলমাধবদের কাঠের গাদা হইতে কাষ্ঠ বাহির করিতেছিল। কাঠের মধ্যে এক বৃহৎ কেঁদো গোক্ষুরা সর্প উহার মধ্যমাঙ্গুলীতে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। ছাড়াইয়া হাত টানিয়া লইতে লইতে পুনরায় অনামিকা অঙ্গুলীতে কামড়াইয়া দিয়াছিল। কামড়াইবামাত্র তৎক্ষণাৎ পাড়ার অনেক লোক জমা হইয়া হস্তের কব্জার অনেক দূর তফাতে একটি বন্ধন দিয়া আমাকে সংবাদ দিলে আমি যাইয়া বন্ধনের গোড়া পর্য্যন্ত বিষ উঠিয়াছে দেখিয়া, এই গ্রন্থের প্রণালীমত ক্ষতস্থানে ও বন্ধনের গোড়ায় ফাঁড় দিয়া কতক রক্ত বাহির করিয়া পোড়া জুম্ড়ীর সেক দিতে লাগিলাম, কিন্তু বিষ গুরুতর হইয়াছিল বলিয়া শীঘ্র উহাতে ফল হইল না দেখিয়া আশু ফলপ্রদ কড়চার সেকটী দেওয়াতে অল্পক্ষণ মধ্যে বিষ নষ্ট হইয়া জ্বলন, কন্‌কনাদি নিবৃত্তি হইল।

সন ১২৯৯ সালের ১২ই চৈত্র রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থায় পাত্রসায়েরের গোষ্ঠবিহারী শাঁখারির লিঙ্গমূলে একটী চিতি সর্প কামড়াইয়াছিল। প্রথমতঃ সামান্য জ্বালা করিয়া মুকামুড়ি মারিয়াছিল, আর কোন বিশেষ উপদ্রব হয় নাই, এজন্য ঐ ব্যক্তি অপর কিছু মনে করিয়া পুনরায় ঘুমাইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়া মুখে জল লইতে লইতে হঠাৎ ঢলিয়া পড়িল, একবারে বাক্‌বন্ধ, লালাস্রাব ইত্যাদি সকল উপদ্রব ঘটিয়া উঠিল। অনেক ডাক্তার, কবিরাজ কেহ কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া আমাকে লইয়া গেল। আমি সর্পবিষ জন্য সকল উপদ্রব বটে দেখিয়া বটীকা প্রয়োগ করিলাম। বহু কষ্টে বটিকা গলাধঃকরণ হইলে মৃতসঞ্জীবনী ২।৪টী বটিকা খাওয়াইয়া দেওয়াতে এবং বক্ষঃস্থলে কড়চার সেক এবং চক্ষু অঞ্জনাদি দেওয়াতে কিঞ্চিৎকাল মধ্যে বহু কফ উঠিয়া রোগীর চৈতন্য হইল ও কথা খুলিল। পরে শক্তিসঞ্চারিণী বটীকা একটী খাওয়াইয়া দেওয়ায় একবার বাহ্যে হইয়া লালাস্রাব, অন্য কথা ইত্যাদি সমস্ত ভাল হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করিল।

মোকাম কৃষ্ণবাটীর বিপিনবিহারী হাঁসী উক্তগ্রামের কাঁপানে একটী আক্যমান কেঁথো গোক্ষুরাকে কামানবোধে বাহির করিয়া কাঁপান করিতে যাইতেছিল, সর্পটী অবাধে হাতের মণিবন্ধে দুই চোট চোটাইয়াছিল। ঝাড়া, পোড়া, সেকা ইত্যাদি তাবৎ উপায়ে উহারা আরাম করিতে না পারিয়া আমাকে সংবাদ দিল। আমি যাইয়া মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া চিকিৎসাতে প্রবৃত্ত হইলাম। বহুক্ষণ পরে বিস্তর কফ উঠিয়া ঔষধ যাইবার সামান্য পথ হইল দেখিয়া শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা পূর্ব্ব মতে প্রয়োগ করায় লালাস্রাবাদি বন্ধ হইয়া কথা ফুটিল। অতঃপর আরও দুই একটী বটিকা প্রয়োগ করাতে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়াছিল।

উক্ত কৃষ্ণবাটীর হরি মাল সাপ ধরিতে যাইয়া একটী কেলেগোখুরা সর্পের টিপ্ কামড়ে মৃতবৎ হইয়াছিল। পূর্ব্বানুরূপ বটিকা ও সঙ্গে সঙ্গে তৈয়ারী তৈল, নস্য, অঞ্জন ও ঘৃতাদি প্রয়োগ করিয়া বহুযত্নে আরাম করিয়াছিলাম।

সন ১৩০০ সালের ৫ঠা বৈশাখ তারিখে সন্ধ্যার সময় দাঁয়া সামিমের শ্রীরামগতি নায়ক শৌচে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে ব্যস্ততা প্রযুক্ত একটী সুবৃহৎ কেঁথো গোক্ষুরা সর্পের মধ্যভাগে সজোরে পা দিয়াছিল। সর্পটী বিষম আহত হইয়া টিপ্ কামড়ে অস্থিভেদ করিয়া প্রায় এক কাঁচ্চা রক্ত বাহির করিয়া দিয়াছিল। কেহ বন্ধনাদি দেয় নাই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিকার উপস্থিত হইয়া খনা কথা, অচৈতন্য, গলাবদ্ধ, লালাস্রাব ইত্যাদি যাবতীয় লক্ষণ ঘটিয়াছিল। সে দিবস আমি বাটীতে ছিলাম না, আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সারদাপ্রসাদ সিদ্ধান্তকে লইয়া গিয়াছিল। বাবাজীবন এই পুস্তকের প্রণালী মত বটিকা, নস্য, অঞ্জনাদি প্রয়োগ দ্বারা বিষ এবং বিষজন্য সকল উপদ্রব তৎপর দিবস মধ্যে প্রশমিত করিয়াছিল; ক্ষত স্থানের ঘা চাপানাদি ব্যবহারে আড়াই মাসে ভাল হইয়াছিল।

ভুগরাজহাটের বেচারাম মাল, উহার পিতা ও আর অনেকজন

থানা মিলিযা মোকাম বেন্দায় ঝাঁপান করিতে গিয়া একটী প্রকাণ্ড কেঁথো গোক্ষুরা সর্প ধরিয়াছিল। ধরিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে সেই সর্পটী একটী বিড়ালছানা আহার করিয়াছিল। বেচারাম ঐ সর্পটী শুদ্ধ লইয়া ঝাঁপান করিবে এরূপ ইচ্ছা করিয়া কামাইবার জন্ত বাহির করায়, উহার পিতা নিষেধ করিয়া দুই পিতা পুত্রেই সর্পটী হাঁড়ির মধ্যে ভরিতেছিল। কিন্তু সর্পটী হাঁড়ির মধ্যে না ঢুকিয়া পার্শ্ব কাটিয়া বেচারামকে টিপ কামড়ে ধরিয়াছিল, তাহাতে উহার পিতা সশব্যস্ত হইয়া যেমন ছাড়াইয়া লইবে অমনি তাহাকেও দংশন করিয়া দিল। বেচারামের পিতাকে সামান্য দংশন করিয়াছিল, কাটা, ছেঁড়া পোড়াতেই ভাল হইল, কিন্তু বেচারামকে কোন মতেই আরোগ্য করিতে না পারিয়া আমাকে লইয়া গেল। আমি যাইয়া দেখিলাম রোগীর মৃত্যুকাল নিকটাগত, তথাপি মৃতসঞ্জীবনী বটিকা পূর্ব্বমত আদার সঙ্গে গুলিয়া অল্প অল্প দিতে লাগিলাম। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল পরে শ্রীশ্রী৺দেবীর অনুগ্রহে কফ উঠিতে আরম্ভ হইয়া গলাধঃকরণে সামান্য সমর্থ হইল। অতঃপর শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা খাওয়াইয়া দেওয়াতে চৈতন্যের উদয় হইয়া কথাবার্ত্তাদি ভাল হইল। কিঞ্চিৎ কফ ছিল বলিয়া পুনরায় মৃতসঞ্জীবনী বটিকা প্রয়োগ করিলাম, তাহাতে কফ অন্য সকল উপদ্রব নিবৃত্তি হইয়া রোগী আরোগ্যলাভ করিল।

মোকাম দামার প্রসন্নকুমার গুহ রাত্রিকালে একাকী হইয়া শুইয়া নিদ্রা যাইতেছিল, নিকটস্থ গর্ত্ত হইতে একটী বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প বাহির হইয়া উহার কক্ষদেশে টিপ কামড়ে আঘাত করিয়াছিল। অত্যল্প সময় মধ্যে ঢলিয়া পড়িয়া বাকবন্ধাদি ঘটিল। ইহার জীবনে কেহই আশা করে নাই সকলেই হতাশ হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বমত বটিকাদি প্রয়োগ করায় শ্রীশ্রী৺দেব্যনুগ্রহে আরোগ্যলাভ করিল।

পচুয়া গ্রামের নটবর শর্ম্মা অশ্বথ বৃক্ষ তলে এক সুবৃহৎ গোক্ষুরা সর্পের টিপ কামড়ে মৃত প্রায় হইয়াও প্রাগুল্লিখিত বটিকাদি এবং মুষ্টিযোগ বিধিমত প্রয়োগে রক্ষা পাইয়াছে।

সন ১৩০০ সালের আষাঢ় মাসে পাত্রশায়েরের গোষ্ঠবিহারী দাস মাঠে ঘাস কাটিতেছিল। ঘাসবনে একটি শামুকভাঙ্গা সর্প ছিল, ঘাসের মুঠের সহিত সেই সর্পটি ধৃত হওয়াতে হাতের মণি মধ্যে কামড়াইয়া দিয়াছিল। বন্ধনাদি কেহ দেয় নাই। বাড়ী আসিয়া তৎক্ষণাৎ আমাকে সংবাদ দিলে আমি যাইয়া রোগীর অবস্থা পর্য্যালোচনা করণানন্তর উক্ত কড়চার সেক্ দিতে আরম্ভ করিলাম, এবং তরুণ বিষারি রস দুইটী আর্দ্রক রসে মাড়িয়া খাওয়াইয়া দিলাম। আর শুঁঠের নস্য প্রয়োগ করিলাম, কিছুক্ষণপরে রোগী উপদ্রবহীন হইয়া আরোগ্যলাভ করিল।

ভলিকেী গ্রামের হারাধন বাক্দী, নদীর তীরে শণ কাটিতে কাটিতে একটী শিয়াড় চাঁদা সর্পকর্ত্তৃক দংশিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই সর্পটীকে হস্তস্থিত কাস্তিয়া দ্বারা দ্বিধাকৃত করিয়া। আমার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিল। আমি আমার মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ সারদাপ্রসাদ সিদ্ধান্তকে পাঠাইয়া দিলাম। বাবাজীবন যাইয়া তখন অপর কোন উপদ্রব হয় নাই দেখিয়া কড়চার সেক এবং দৃশ্য কালিকার সদ্যক্ষতর সেবনৌষধ ও নস্য দেওয়াতে সারিয়া গেল।

আদ্য চিকিৎসার এই তিনটী দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল, আর এ বিষয়ে অধিক লিখিয়া পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করিবার প্রয়োজন নাই। অতঃপর বিকারগ্রস্ত রোগীর যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত লিখিত হইতেছে বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক দৃষ্টকরিবেন অশেষবিধ জ্ঞানলাভ করিতে পারিবেন।

মোকাম গড়েরডাঙ্গার সীতারাম কুমারকে দিবাভাগে সর্পাঘাত হইয়াছিল। অনেকগুলি ওঝা জুটিয়াছিল কিন্তু কেহ ভাল করিতে না পারায় রাত্রি যখন ১১টা সেই সময়ে আমাকে লইয়া গেল। আমি তথায় পঁহুছিয়া দেখিলাম রোগীর আসন্নকাল উপস্থিত। চৈতন্যবিহীন হইয়া পড়িয়াছে, গলা ঘড় ঘড় করিতেছে ও ক্ষণে ক্ষণে থন্যকথা কহিতেছে; তাহা কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না, আর বারে বারে অল্প অল্প পরিমাণে থলথলে ভেদ হইতেছে। এইরূপ অবস্থা-

পুত্র দেখিয়া অর্দ্ধ পোয়া আদার সত্তে মৃতসঞ্জীবনী বটিকা চারিটী মাড়িয়া গলাধঃকরণে অক্ষম ঐজন্য মুখে দিয়া ফেলাইয়া ফেলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে ঔষধ আপন তেজপ্রভাবে জিহ্বার শিরায় শোষিত হওয়ায় কফ উঠিতে লাগিল। এক এক বারে এক পোয়া, দেড় পোয়া পরিমাণে কফ নির্গত হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই রোগী গলাধঃকরণে সমর্থ হইল। পুনরায় মৃতসঞ্জীবনী বটিকা এক জোড়া, আদার সত্ত্বে মাড়িয়া একবারে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে কফাদি যাহা ছিল উঠিয়া গিয়া গলা পরিষ্কার হইল। পরে শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা একটী গুঁড়া করিয়া গরম দুগ্ধ দ্বারা খাওয়াইয়া দেওয়াতে কথা খুলিল, স্বনাস্বর ভাল হইল এবং তত ভেদ এককালে বন্ধ হইয়া গেল। প্রাতঃকালে একবার প্রস্রাব হইয়া যাইবার পর রোগী সম্পূর্ণ রূপ সুস্থ হইল।

দাঁরা সাকিমের তারাচাঁদ নাপীতের পত্নী এক সময়ে বিসূচিকা পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল, দুই তিন জন স্থানীয় ডাক্তার চিকিৎসা করিয়া উহার ভেদ বমন বন্ধ করিতে পারেন নাই—এরূপ অবস্থায় উহাদিগের ঘরের পীড়ায় শুইয়াছিল, ঘরের মধ্য হইতে এক কেঁথো গোক্ষুরা সর্প বাহির হইয়া রোগিনীর পৃষ্ঠে দংশন করিয়াছিল। রোগিনীর ভগ্নী তৎক্ষণাৎ যষ্টি দ্বারা সর্পটীর প্রাণবিনাশ করিয়া আমাকে সংবাদ দিল। আমি যাইয়া দেখিলাম রোগিনী একে বিসূচিকা পীড়ায় কাতর তাহার উপর আবার সর্পবিষ যাতনা দেখিয়া, মৃতসঞ্জীবনী বটিকা এক জোড়া প্রয়োগ করিলাম এবং তৎসঙ্গে মস্তকে তৈল তৈয়ার করিয়া দিলাম ও নস্য অঞ্জনাদি যাহা আছে বিধিমতে প্রয়োগ করিলাম। তাহাতেই ভেদ, বমন এবং সর্পবিষ দুই প্রহরের মধ্যে একেবারে সারিয়া গেল।

পরদিন ঘরের মধ্যে ঐ সর্পটীর গর্ত্ত হইতে ১০টা ছানা বাহির করা হইয়াছিল।

সন ১৩০০ সালের ২১ শে আষাঢ় রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাত্র-

সায়ের মোকামের হীরালাল সেঁকরার পত্নীকে আটমাস গর্ভাবস্থায়, একটী ডুমনাচিতি সর্পে পায়ের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর সন্ধিস্থলে কামড়াইয়াছিল। প্রথমে সামান্য জ্বালা করিয়া মুকাম্‌ড়ি মারিয়াছিল, এজন্য কোন পোকা মাকড় বিবেচনায় উহা স্বামীকে বা অপর কাহাকেও বলে নাই। বেলা ৩।৪ দণ্ডের সময় পার্শ্ব কনকন ইত্যাদি উপদ্রব হইয়া যখন ঢলিয়া পড়িল সেই সময়ে আমি সংবাদ পাইয়া যাইয়া দেখিলাম, রোগিনীর খনাস্বর ও গলাবদ্ধ হইয়াছে এবং লালাস্রাবাদি হইতেছে; দেখিয়া পূর্ব্বের নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল পরে ঔষধ গলাধঃকরণ হইল। অতঃপর ৪ টী মৃতসঞ্জীবনী বটিকা খাওয়াইয়া দেওয়াতে সমস্ত কফ নির্গত হইয়া কথা খুলিল এবং শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা একটী খাওয়াইয়া দেওয়াতে রোগিনী নিরুপদ্রব হইয়া গর্ভ সহিত রক্ষা পাইল। অঙ্গের গ্লানি ও ঘা কিছুদিন ছিল। এই পুস্তকের লিখিত মুষ্টিযোগে অতি অল্প দিনেই তৎসমস্ত আরোগ্য হইয়া গেল।

বেন্দাগ্রামের গোপাল সিংহের পত্নী তারামণি বাই ৮ আট মাস গর্ভাবস্থায় একদিন প্রাতঃকালে ঘরের পীঁড়াতে লাতা দিতেছিল, নিকট-বর্ত্তী এক গর্ত্ত হইতে একটী বৃহৎ গোক্ষুরা সর্প বাহির হইয়া দক্ষিণ হস্তের অনামিকা অঙ্গুলীতে কামড়াইয়াছিল। আমি সংবাদ পাইয়া যাইয়া শুনিলাম যে, রোগিনী দুই ঘণ্টার মধ্যে স্পর্শহীন, বাক্‌শূন্য ও চৈতন্যহীন হইয়া ঢলিয়া পড়িয়াছে ও গলাবদ্ধ হইয়া লাল স্রাব হই-তেছে, শুনিয়া মৃতসঞ্জীবনী বটিকা পূর্ব্বমতে দেওয়াতে অপর্য্যাপ্ত কফ উঠিয়া গেল। পরে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠদেশ ও পার্শ্বে কদুচার সেক দেওয়াতে এবং শাদা ও হলকচির শিকড় ছেঁচিয়া নস্য দেওয়াতে চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া কথা কহিতে কহিতে বলিল—আমার পেট, কোমর এখনও কন্‌কন্‌ করিতেছে। তাহাতে শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা একটী গুঁড়া করিয়া খাও-য়াইয়া দিলাম এবং গর্ভিণীর পেট, কোমর বেদনাতে যে সকল মাখান মুষ্টিযোগ আছে তাহাও দেওয়া হইল। তাহাতে রোগিনী সম্পূর্ণরূপ

আরোগ্যলাভ করিয়া যথাসময়ে নির্ব্বিঘ্নে একটি পুত্র প্রসব করিয়াছে।

সাকিম পাত্রসায়েরের মুদয় গরাইয়ের কন্যা মাখনবালা, মাথা ঘসিবার কারণ ফকির মেটের ঘরের পোস্তার মাটি লইবার জন্য কাটের মধ্যে হাত ভরায় তন্মধ্যস্থিত একটি কেঁথো গোক্ষুরা সর্প অঙ্গুলীর সন্ধিস্থলে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। এরূপভাবে ধরিয়াছিল যে কাটের মধ্য হইতে হস্ত বাহির করিয়া লইয়া অনেক ঝোনাঝোনী করাতে তবে ছাড়িয়া দিল। উক্ত ফকির মেটে সর্প চিকিৎসা জানে, ঐ ব্যক্তি ও উহার সহিত দুই একজন যাগ তৎক্ষণাৎ সর্পটী ধরিয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া ঝাড়াঝাড়ি করিতে লাগিল, কিন্তু উহারা কোন ফল করিতে না পারিয়া রোগিণী যখন ঢলিয়া পড়িল সেই সময়ে আমাকে সংবাদ দিল। আমি যাইয়া দেখিলাম রোগিণীর চৈতন্য নাই, গলা ঘড় ঘড় করিতেছে, চক্ষুতে ঘোলা পড়িয়াছে, লালাস্রাব হইতেছে ও পেট ফাঁপিয়া ঢিপ হইয়াছে। এতদবস্থা দেখিয়া মৃতসঞ্জীবনী বটিকা জিহ্বায় দিয়া ফেলাইয়া ফেলাইয়া দেওয়াতে এক ঘণ্টা পরে দুই ঝলক্ কফ উঠিয়া গিয়া ঔষধ গলাধঃকরণে সক্ষম হইল। অতঃপর পুনরায় এক জোড় মৃতসঞ্জীবনী বটিকা, তৎসঙ্গে নস্য, অঞ্জন প্রভৃতি দেওয়াতে চৈতন্য হইল ও কথা খুলিল, কিন্তু বহু কফ থাকিয়া গেল; এজন্য ২ দুইটী শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা খাওয়াইয়া দেওয়া হইল, তাহাতেও কিঞ্চিৎ কফ থাকিল দেখিয়া মৃতসঞ্জীবনী বটিকা দেড়ছটাক আদার সত্তে গুলিয়া খাওয়াইয়া দিলাম। ইহাতে একবার বাহ্যে হইয়া পেটের অসুখাদি সমস্ত উপদ্রব নিবারণ হইয়া আরোগ্যলাভ করিল, কিন্তু ঘা অনেক দিন ছিল, এই পুস্তকের লিখিত ঘৃতাদি ব্যবহারে ভাল হইয়াছে।

সন ১৩০০ সালের ভাদ্র মাসে রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাত্রসায়ের নিবাসী ক্ষুদিরাম দত্তের পিসতুত ভগ্নী শ্রীমতী কৌরভিনী দাসীকে দোতলার উপর নিদ্রিতাবস্থায় একটী ডমনা চিতিতে পায়ের অনক-

সেপে দংশন করিয়াছিল। প্রথমে অল্প জ্বালা করিয়া বা মুখটী মুকামৃত্তি মারিয়া যাওয়াতে তখন আর অলনাদি করে নাই, এজন্য কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। পরে বিষ সর্ব্ব অবয়বে সঞ্চালিত হইয়া যখন পার্শ্ব আদি স্থল কনকন করিতেছিল, সেই সময়ে ঘুম ভাঙ্গিয়া বাক্‌বন্ধ হেতু কেবল গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। উঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঐ শব্দ শুনিয়া নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করায় সংকেতে ক্ষত স্থানটী দেখাইয়া দিল। তাহাতে সে সর্পাঘাত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া উহার পিতা প্রভৃতিকে উঠাইয়া আমাকে লইয়া গেল। আমি যাইয়া রোগিনী গলাধঃকরণে অক্ষমা দেখিলাম এজন্য ঔষধ পূর্ব্বমতে জিহ্বায় দিয়া ফেলাইয়া ফেলাইয়া দিতে আরম্ভ করিলাম। বহুক্ষণ পরে কফ উঠিয়া যাইয়া গলাধঃকরণে সক্ষমা হইল দেখিয়া শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা দুইটী খাওয়াইয়া দেওয়াতে লালাস্রাবাদি সমস্তই ভাল হইল, কিন্তু তীব্র বেদনা ও কথগুলি খনা ছিল। এই গ্রন্থোল্লিখিত কড়চার সেঁকু, নানাবিধ মুষ্টিযোগ দেওয়াতে দুই দিবসের মধ্যে সমস্ত ভাল হইয়া রোগিনী বহুকষ্টে প্রাণলাভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

গোঁ মহিষাদি চতুষ্পদজন্তুদিগের সর্পাঘাত চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

নিদান অর্থাৎ লক্ষণ।

সর্পদষ্টো গবাদীনাং লক্ষণং কথ্যতেঽধুনা।
সর্ব্বাঙ্গং মণ্ডলাকারং স্ফীতং ভবতি পূর্ব্ববতঃ।

নাসা চিবুক কর্ণানাং স্ফীততা জায়তে তথা।
গুহ্যদ্বারমপি স্ফীতং অতিসারোহপি জায়তে ॥
পুচ্ছলোলোহি শৈথিল্যং জায়তে ফণি দংশনে।
অন্যসর্পস্য দংশেতু বিষ্ঠা ন তরলা ভবেৎ ॥
এবমন্যত্র বোদ্ধব্যা স্ফীততা উদরস্য চ।

অস্যার্থঃ।

গো মহিষাদিকে সর্প দংশন করিলে সর্ব্বাঙ্গে মণ্ডলাকার হইয়া ফুলে। বিশেষতঃ নাসা, চিবুক, কর্ণের কড় এবং গুহ্যদ্বার স্ফীত হয়, আর অতিসার অর্থাৎ তরল মল নির্গত হয় এবং পুচ্ছ লোল অর্থাৎ পুচ্ছের বল কম ও শিথিল হয়। এইটী ফণাধর সর্প অর্থাৎ যে সর্পের ফণা আছে সেই সকল সর্পে দংশন করিলেই হয়। অন্য সর্পে অর্থাৎ যে সকল সর্পের ফণা নাই অথচ বিষ আছে অর্থাৎ চিতি প্রভৃতির দংশনে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত লক্ষণই হয়, কিন্তু বিষ্ঠা তরল না হইয়া কেবল উদর স্ফীত হয়।

বিষযুক্ত হইয়া গোগ স্তর প্রাপ্ত হইলে তল্লক্ষণ।

বিষযুক্তগবাদীনাং শিমলাখ্যব্যাধির্ভবেৎ।
তল্লক্ষণঞ্চ জ্ঞাতব্যমাধ্মানমুদরস্যবৈ ॥
পাকস্থল্যোঃ বায়ুরোধঃ কৃচ্ছ্রাৎ শ্বাসোহভিজায়তে।
ঊর্দ্ধমস্তকতা চাপি গোঁ গোঁ শব্দো মুহুর্মুহুঃ ॥
এবং সংপৃষ্ঠতে কৃচ্ছ্রাৎ গন্তুং স্পন্দিতুমক্ষমঃ।

অস্যার্থঃ।

রোগান্তর লক্ষণ ;—বিষযুক্ত হইয়া শিমলা হয়। তখন পেট ফাঁপে। পাকস্থলীতে বায়ুরোধ হইয়া শ্বাসের উদয় হয় অর্থাৎ হাঁপাইতে

থাকে এবং ঊর্দ্ধপানে মস্তক করিয়া মুহুর্মুহুঃ গোঁ গোঁ শব্দ করে এবং চোযাল চালিতে ও গলাধঃকরণে অক্ষম হয়।

মৃত্যু লক্ষণ।

অত্যন্তমুদরাধ্মানং বধ্যমানং ভবেদথ।
প্রশ্বাসে শয়নে শ্বাসে কষ্টমুত্তিষ্ঠতি হঠাৎ॥
অত্যন্ত বায়ু রোধাদ্ধি পাকস্থলী বিদুষ্যতি।
তৎক্ষণাৎ পতিতোভূত্বা ম্রিয়তে নাত্র সংশয়ঃ॥

অত্যন্ত পেট চড়িয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, শয়নে ও নিশ্বাস প্রশ্বাস-কালে কষ্ট হয়। উঠিতে চেষ্টা করে কিন্তু পাকস্থলীতে বায়ুরোধ-হেতু বিশেষ দোষ জন্মিয়া উঠিতে পারে না; পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, ইহাতে সংশয় নাই।

প্রবাদ আছে ঢোঁড়া আপনার পথ বাধিয়া গো মহিষাদিকে দংশন করে, ইহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কারণ ঢোঁড়া, মেটেলী প্রভৃতি সর্পের বিষ নাই উহারা নির্ব্বিষ সর্প; অতএব উহাদিগের দংশনে কিরূপে বিষাক্রান্ত হইবে? বিষধর সর্পে দংশন করিলেই বিষ লাগে, তবে কোন কোন জন্তু অপেক্ষাকৃত বিলম্বে অভিভূত হয় এই মাত্র।

সর্পবিষে আক্রান্ত হইয়া মনুষ্যগণ যেরূপ কষ্ট অনুভব করে, গবাদিরও সেইরূপ যাতনা হইতে থাকে। গবাদি বলিতে পারে না, নিদান দেখিয়া অনুভূত হয়। উহাদের কফের উদয় হইয়া নাক টানে, তাহাতে মনুষ্যগণ কফাক্রান্ত হইয়া যেরূপ যাতনা ভোগ করে, উহাদেরও সেরূপ যাতনা হয়, আর পেটাদি সর্ব্বাঙ্গ কনকন্ করিলে মনুষ্যের যেরূপ কষ্ট হয়, উহাদিগেরও সেইরূপ হইতে থাকে; ভাব-ভঙ্গিতে তাহা প্রকাশ করে, দেখিয়া বুঝিয়া লইতে হয়। গবাদির ঘা-মুখটী প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কদাচিৎ কোন কোনটীর দেখিয়াছি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা।

ঘলঘসীর মূল ৵০ দুই আনা, আদা ৫১০ অর্দ্ধ ছটাক, গোলমরিচ ৴২॥ অর্দ্ধতোলা, অর্দ্ধ পোয়া জলে বাটিয়া খাওয়াইবে এবং গোলমরিচ ২১ একুশ গণ্ডা. আদা এক একখণ্ড দন্ত দ্বারা চিবাইয়া নাসিকাদ্বারে হাত লাগাইয়া তাহাতে মুখ দিয়া ঐ সকল দ্রব্য ফুঁকিয়া নস্য দিবে; আর অবশিষ্ট যাহা মুখে থাকিবে তাহা চক্ষুতে ও গুহ্যদ্বারে থু থু করিয়া দিবে; কিম্বা ঐ দুই দ্রব্য বাটিয়া পাতলা করতঃ নাসারন্ধ্রে ঢালিয়া এবং চক্ষুতে ছিটাইয়া দিবে। যদ্যপি বাহ্যে না হইয়া পেট ফাঁপা থাকে, তবে হস্ত দ্বারা গুহ্যদ্বারে দিতে হয়। গরু ঢলিয়া জ্বর ভাব হইলে বারম্বার নস্য প্রয়োগ করিবে, নচেৎ একবার দিবে। আমড়া পাতা চোয়ালে গুঁজিয়া গুঁজিয়া সর্ব্বদা খাওয়াইবে; যদি খাইতে না পারে, তবে রস বাহির করিয়া ৵০ অর্দ্ধ পোয়া কি ।০ এক এক ছটাক পরিমাণে বারে বারে খাওয়াইবে। এইরূপে শাল-পোয়ানীর পাতাও দেওয়া চলে।

গো মহিষাদি ঢলিয়া পড়িলে স্বেদ।

বলঘসী মূল ৫ এক তোলা, গোদাপেয়ালের ছাল ৫ এক তোলা জলে বন্টনপূর্ব্বক ৩। ৪ তিন চারি সের জলে বল্মীক-মৃত্তিকার সহিত একটী হাঁড়িতে সিদ্ধ করিবে। ঐ জল খুব ফুটিয়া আসিলে কাপড়ের কাঁথা অথবা চট কিম্বা কম্বল-ছেঁড়া তাহাতে ডুবাইয়া সর্ব্বাঙ্গে সেক দিবে।

ফুলা-নিবারক ঔষধ।

সর্ব্বাঙ্গে দাগড়া দাগড়া হইয়া ফুলিলে এবং কাণের কড়, গলার কাপড়ে, পায়ের গাঁইট ও মুখ ফুলিয়া বিভঙ্গী হইলে,—

কাটনীয়ের পাতা ও ধুতূরাপাতা, কাটনীয়ের পাতা অভাবে শুদ্ধ ধুতূরাপাতা নির্জ্জল ছেঁচিয়া সত্ত্ব বাহির করতঃ তাহাতে ভাজা চূণ গুলিয়া পরে যে যে স্থানে ফুলা থকিবে মাখাইবে। চক্ষুর নিকটের ফুলাতে খুব সাবধানে লাগাইবে, যেমন চক্ষুর মধ্যে না লাগে। যদি গাভীর পালান অর্থাৎ আলান ফুলিয়া থাকে, তবে তাহাতে চূণ দিবেনা, হলকচির শিকড় দুই চারিটী ঐ রূপে বাটিয়া মাখাইবে। যখন গাভী আরোগ্য হইয়া বাছুরকে দুগ্ধ দিবে, সে সময়ে যেন পালানে ঔষধ না থাকে, বেশ করিয়া বাঁটগুলিকে ধুইয়া তবে দুধ খাইতে দিবে।

অন্যমত।

যদ্যপি ফুলা উহাতে না কমে দেখ, তাহাহইলে নিম্ববৃক্ষের ছাল আমানিতে বাটিয়া ফুলা স্থানে মাখাইলে নিশ্চয় ভাল হইবে।

বিষক্ষয় হইয়াও কোন কোন গরুর এমত গলা ফুলে যে, গলাধঃকরণে অসমর্থ হয় বা বহু কষ্টে গিলে, ইহা রোগান্তর জানিবে। ইহাতে প্রয়োগ—

কাঁকড়াগর্ত্তের মাটি, হলকচির মূল, হিঁদিফুলের গেঁড়া, ধুতরার পাতা একত্রে বাঁটিয়া গলাতে প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

কুড় ২॥ অর্দ্ধ তোলা, গোলমরিচ ২॥ অর্দ্ধ তোলা, পিপুল ২॥ অর্দ্ধ তোলা, অর্দ্ধ পোয়া কি তিন ছটাক জলে বাঁটিয়া অল্প অল্প পরিমাণে খাওয়াইবে। রোগবিশেষে গরম জলে গুলিয়া খাওয়ান চলে।

অন্যমত।

যদ্যপি বেশী গলা ফুলে;—

মসূরী কলাই অর্দ্ধ পোয়া, শণবীজ-ভাজা অর্দ্ধ পোয়া, সিদ্ধি এক

ছটাক ও গলচূণ অর্দ্ধ পোয়াকে ধুতুরা ও কাঠনীমের পাতার সঙ্গে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

তাল-বাকড়া ছেঁচিয়া উত্তমরূপে রস লইয়া উহার সত্ত মাখাইলেও ভাল হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুষ্টিযোগ।

অতিসারে অর্থাৎ বেশী তরল বাহ্যে হইলে।

গবাদির যদি বেশী তরল বাহ্যে হইতে থাকে, তবে চাঁপানোটিয়া শাকের শিকড় ।০ চারি আনা চেলেনিতে বাঁটিয়া খাওয়াইবে, অথবা চিঁড়ের কুঁড়ী সরিষার খোইলের সহিত খাওয়াইবে। শিমলা হইবার উপক্রম হইলে নিশাদল ।০ চারি আনা জলে গুলিয়া খাওয়াইলে শিমলার শঙ্কা থাকে না।

অন্যমত।

লবণের সঙ্গে নাকুদনার পাতা দুই চারিটী খাওয়াইলেও ভাল হয়।

সর্দ্দি অর্থাৎ লালাস্রাবে।

লালাস্রাব হইতে থাকিলে;—আমানি গরম করিয়া তাহাতে লবণ কি ফটকিরী দিয়া বারবার মুখ ধুইয়া দিবে, ভাল হইবে।

কোন কোন গরুর নাসারন্ধ্র হইতে কফের সঙ্গে লাল বর্ণের চর্ম্মের মত পদার্থ বাহির হয়।

যদ্যপি গরুর নাসারন্ধ্র হইতে কফের সহিত লালবর্ণের টুকরা

টুকরা চর্ম্মের ন্যায় পদার্থ বাহির হয়, তবে আকুলা বেলের শিকড়ের ছাল আমানিতে বাঁটিয়া অল্প অল্প পরিমাণে নাকের মধ্যে ঢালিয়া দিলে ভাল হইবে।

যদ্যপি গরুর শিমলা হয় জানা যায়, তবে যাহারা শিমলা ভাঙ্গিতে জানে তাহাদিগকে দিয়া ভাঙ্গান করাইবে। গরুটী নির্ব্বিষ হইয়া বেশ ঠাড় হইলে শিমলা ভাঙ্গাইবে।

বিষ-দোষ শান্তি লক্ষণ।

নাকের মধ্যে জিহ্বা বুলাইলে, নাদা, মূতা নির্দ্দোষ হইলে এবং গাত্রচালনা করিলে, গো মহিষাদির বিষক্ষয় লক্ষণ বলিয়া বুঝিবে।

কোন কোন গরু দীর্ঘকাল বিষভোগ করিলে গাত্রের রক্ত অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া যাওয়ায় অত্যন্ত জেরবার হইয়া পড়ে, উঠিতে অশক্ত হয়, পড়ে পড়ে থায় এবং কাঁপে। এরূপ হইলে ;—

নারিকেল ছোবড়া, বহেড়া পাতা ও কার্পাসবীজ প্রভৃতি দিয়া একটী ধোঁয়া দিলে তাজা হইবে।

গরুর গাত্রের ফুলাদি ক্রমশঃ মিলিয়া যায়। ফুলা থাকিলেই যে বিষ থাকে এমত মনে করিবে না। গরু তাজা হইয়া আহার ধরিলে ফুলার শঙ্কা করিবে না, ফুলা পাঁচ ছয় প্রহরে মিলাইয়া যায়।

প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় খণ্ড।

বিষপানের চিকিৎসা।

প্রথম অধ্যায়।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিষের প্রকারভেদ।

স্থাবরং জঙ্গমঞ্চৈব দ্বিবিধং বিষমুচ্যতে।
মূলাদ্যং ত্বকমাদ্যং স্যাৎ পরং সর্পাদি সম্ভবং॥

অস্যার্থঃ।

বিষ প্রধানতঃ দ্বিবিধ, স্থাবর ও জঙ্গম। প্রকার ভেদে স্থাবর বিষ আবার দ্বিবিধ; ধাতব ও ঔদ্ভিজ্জ। বর্ণভেদে ধাতব বিষ অষ্টাদশটি।

ধাতব বিষ, যথা ;—

কাকোলঃ বৎসনাভশ্চ কালকূটো হলাহলঃ।
সৌরাষ্ট্রীকঃ শৌক্লিকেয়ঃ ব্রহ্মপুত্রঃ প্রদাপনঃ॥
গোদন্তাখ্যোদারদশ্চ শৃঙ্গীচৈব বিশেষতঃ।
শ্বেতকং রক্তকঞ্চৈব সার্ব্বকং শার্ষপং তথা॥
পাণ্ডু হরিতপীতঞ্চ বর্ণভেদে পৃথক্ পৃথক্।

ঔদ্ভিজ্জ বিষ, যথা ;—

বৃক্ষের মূল, ফল, ফুল, পাতা, ক্ষীর, ত্বক্, সার, নির্য্যাস ও কন্দ

জঙ্গম বিষ, যথা ;—

সর্পাদি প্রাণিগণের বিষকে জঙ্গম বিষ কহে।

বিষের ক্রম।

নিম্নগং স্থাবরং বিষমূর্দ্ধগঞ্চাপি জঙ্গম্।
স্থাবরং জঙ্গমং হন্তি জঙ্গমং স্থাবরং বিষম্॥

অস্যার্থঃ।

স্থাবরবিষের অধোভাগে গতি ও জঙ্গমের ঊর্দ্ধভাগে গতি হয়।

স্থাবরের আক্রমণে জঙ্গম নষ্ট হয় এবং জঙ্গমের আক্রমণে স্থাবর নষ্ট হয়।

বিষভোজীর লক্ষণ।

স্থাবর বিষ খাইলে সামান্য উপদ্রব।

স্থাবরঞ্চ জ্বরং হিক্কাং দন্তঘর্ষং গলগ্রহং।
ফেনচ্ছর্দ্দ্যরুচিশ্বাসান্ মূর্চ্ছাঞ্চ কুরুতে বিষং॥

অস্যার্থঃ।

স্থাবর বিষে মনুষের জ্বর, হিক্কা, দন্তঘর্ষণ অর্থাৎ দন্ত কিড়িমিড়ি, গলগ্রহ অর্থাৎ গলাধঃকরণে অসমর্থ, ফেণ বমন, অরুচি, শ্বাস ও মূর্চ্ছা এই সকল রোগ উৎপন্ন হয়।

ধাতুবিষে উপদ্রব।

হৃৎপীড়নং ধাতুবিষে মূর্চ্ছাদাহৌ চ তালুনি।

অস্যার্থঃ।

ধাতুবিষ উপযোগ হেতু হৃৎপীড়া, মূর্চ্ছা ও তালুদেশ দাহ হয়।

ঔদ্ভিজ্জমূল বিষে উপদ্রব।

উদ্বেষ্টনং মূলবিষৈঃ প্রলাপোমোহ এবচ।

অস্যার্থঃ।

মূল বিষ উপযোগ হেতু মনুষ্যের শরীরে দন্তাদি-মর্দ্দনবৎ ব্যথা, প্রলাপ ও মোহ হয়।

পত্রবিষোপদ্রব।

জৃম্ভণবেপনশ্বাসাজ্জ্ঞেয়াঃ পত্রবিষেণ তু।

অস্যার্থঃ।

পত্রবিষ উপযোগ হেতু মনুষ্যের জৃম্ভণ, কম্পন ও শ্বাস হয়।

ফল বিষোপদ্রব।

মুষ্কশোথঃ ফলবিষৈর্দ্দাহোঽন্নদ্বেষ এবচ।

অস্যার্থঃ।

ফলবিষ উপযোগে অণ্ডকোষে শোথ, দাহ ও অন্নে অরুচি হয়।

পুষ্প বিষোপদ্রব।

ভবেৎ পুষ্পবিষৈশ্ছর্দ্দিরাধ্মানং শ্বাস এবচ।

অস্যার্থঃ।

পুষ্প বিষ উপযোগ হেতু ছর্দ্দি, আধ্মান ও শ্বাস হয়।

ক্ষীর বিষোপদ্রব।

ফেণাগমঃ ক্ষীরবিষৈর্বিষ্ঠাভেদোগুরুগাত্রতা।

অস্যার্থঃ।

ক্ষীরবিষ উপযোগ হেতু মুখে ফেনাগম, বিষ্ঠাভেদ ও দেহের গুরুতা হয়।

ত্বক, সার ও নির্য্যাস বিষোপদ্রব।

ত্বকসারনির্য্যাসবিষৈরূপযুক্তৈর্ভবন্তি হি।

আস্যদৌর্গন্ধপারুষ্যশিরোরুক্‌কফসংস্রবাঃ।

অস্যার্থঃ।

ত্বক, সার ও নির্য্যাস বিষ উপযোগ হেতু মুখের দুর্গন্ধতা, পারুষ্য, শিরঃপীড়া ও কফসংস্রব হয়।

বিষের ভাবীফল মৃত্যু।

প্রায়েণ প্রাণঘাতীনি বিষাণ্যেতানি নির্দ্দিশেৎ।

অস্যার্থঃ।

পূর্ব্বোক্ত মূলবিষ, পত্রবিষ, ধাতু বিষ ও ফলবিষ প্রভৃতি যে সমস্ত লক্ষণ বলা গেল, তাহা প্রকাশ পাইবামাত্রই যথোপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে, কালে উহারা সপ্তম অবস্থা ঘটাইয়া প্রাণনাশ করিয়া থাকে।

জঙ্গম বিষ ভক্ষণে উপদ্রব।

নিদ্রাং তন্দ্রাং ক্লমং দাহমপাকং লোমহর্ষণং।
শোথঞ্চৈবাতিসারঞ্চ জঙ্গমং কুরুতে বিষং।

জঙ্গম বিষ মনুষ্যের নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, লোমহর্ষণ, শোথ ও অতিসার রোগ উৎপাদন করে।

স্থাবর ও জঙ্গম বিষ ভক্ষণে বিশেষোপদ্রব।

পীতাভং গৃহধূম্রাভং পুরীষং যোহিসৃজতে।
ফেণমুদ্বমতে চাপি পীতবিষং তন্নির্দিশেৎ॥

অস্যার্থঃ।

যে ব্যক্তির ঈষৎ পীতবর্ণ গৃহধূমের অর্থাৎ ঝুলের আভাযুক্ত অতিশয় মলভেদ হয় ও মুখ দিয়া ফেনা উঠে, সেই ব্যক্তিকে বিষপীত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।

বিষ ভক্ষণে অষ্ট প্রকার অবস্থা ঘটে প্রমাণ যথা;—

সমুতা প্রথমবেগে দ্বিতীয়ে দাহ উচ্যতে।
তৃতীয়ে চ ভবেৎ কম্পশ্চতুর্থে জড়তা ভবেৎ॥
পঞ্চমে ফেণোদ্বমনং ষষ্ঠে চ বধিরং ভবেৎ।
সপ্তমে ভূমিপতনং অষ্টমে প্রাণসংশয়ঃ॥

অস্যার্থঃ।

প্রথম বেগে সাম্যতা, দ্বিতীয় বেগে দাহ, তৃতীয় বেগে কম্প, চতুর্থে জড়তা অর্থাৎ খেঁচনি, পঞ্চমে ফেনবৎ লালা নির্গত হয়, ষষ্ঠ বেগে বধির অর্থাৎ কাণে শুনিতে পায় না, সপ্তমে ভূমিতে শয়ান, অষ্টমে প্রাণসংশয় হয়।

স্থাবর ও জঙ্গম বিষ ভক্ষণের চিকিৎসা একইরূপ।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চিকিৎসা।

"অতিমাত্রং যদা ভুঙ্‌ক্তে বমনং কারয়েৎ ভিষক্।

অতিমাত্রায় বিষ ভক্ষণ করিলে খুব বমন করাইবে।

বিষপায়ী ব্যক্তিকে বমন করাইবে; দাহ, অন্তর্দাহে সুশীতল দ্রব্য খাওয়াইবে; আর অঙ্গের মধ্যে বিশেষ বেদনা থাকিলে সেকাদি বিধেয়।

বমনকারক ঔষধ।

ক্ষুদ্র রাই শরিষা এক তোলা অর্দ্ধ পোয়া জলে বন্টনপূর্ব্বক সরু কাপি দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে তুঁতেচূর্ণ চারি আনা মিশ্রিত করতঃ ২।৩ দুই তিন বারে খাওয়াইবে।

অন্যমত।

গরম জল তিন ছটাকে, লবণ অর্দ্ধ ছটাক দিয়া সেই জল খাওয়াইলে বমন হইবে।

অন্যমত।

কলমী শাকের ডাঁটার সত্ত অর্দ্ধ পোয়া দুই তিন বারে খাওয়াইবে।

অন্যমত।

আমানি অর্দ্ধ পোয়াতে যবক্ষার চারি আনা মিশ্রিত করিয়া খাওয়াইবে।

মরিচং নিম্ববীজানি সৈন্ধবঞ্চ ঘৃতং সমম্।
মধুনাসহ সম্পানং বিষং হন্তি হি দ্বিবিধম্॥

অস্যার্থঃ।

বমনের পর মরিচ, নিম্বফলের বীজ, সৈন্ধব লবণ, ঘৃত ও মধুর সহিত সমভাগে পান করাইবে। উহাতে স্থাবর ও জঙ্গম বিষকৃত যে সমস্ত পীড়া উপস্থিত হয়, তাহা নাশ করে।

অন্যমত।

কাঁচা হরিদ্রা ও কাঁটানোটিয়া গাছের ডাঁটা পাতা সমেত একত্রে ছেঁচিয়া সেই সত্ত খাওয়াইবে।

রজনী টঙ্গনং ক্ষৌদ্রং ছাগীদুগ্ধেন মিশ্রয়েৎ।
তন্মিশ্রণস্থপানং হি নশ্যতি মূলজং বিষম্॥

অস্যার্থঃ।

হরিদ্রা, সোহাগার খৈ, মধু, ছাগীদুগ্ধে গুলিয়া খাওয়াইবে।

অতিমাত্রং বিষং ভুক্ত্বা পিবেদ্ধি দগ্ধটঙ্গনম্।

অস্যার্থঃ।

অতিমাত্রায় বিষ খাইলে সোহাগার খৈ খাইতে দিবে।

অন্যমত।

নারিকেল পত্রের ক্ষার, আধ পোয়া জলে গুলিয়া সরু কানি দ্বারা ছাঁকিয়া দুই তিন বারে খাওয়াইবে।

শরীর অস্থির হইলে ;—

অজাদুগ্ধস্য পানেতু শরীরং সুস্থিরং ভবেৎ।

অস্যার্থঃ।

ছাগীদুগ্ধ খাওয়াইলে দেহ স্থির হয়।

অন্যমত।

মুহুর্মুহুঃ চূণের জল খাওয়াইলেও দেহ স্থির হয়।

গাত্রদাহ, অন্তর্দাহ ও থালধরা থাকিলে ;—

শতধৌত ঘৃত অর্দ্ধ পোয়া, কলম্বী সোহাগা অর্থাৎ যবক্ষার চূর্ণ অর্দ্ধ ছটাক ও কাঁচা হরিদ্রার রস অর্দ্ধ ছটাক এই তিনটী দ্রব্য পাথরে উত্তম করিয়া দলিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে।

অন্যমত (লাফরা)।

কাঁচা হরিদ্রা, হেমসাগর, কুত্তিকলাই, কলম্বীবচুর্ম্মবী, কৃষ্ণতিল একত্রে দধি দিয়া বাঁটিয়া তাহাতে নারিকেল অথবা কটু তৈল মিশ্রিত করণানন্তর মাখাইলে দাহ নিবৃত্তি হয়। এইটীকে লাফরা কহে।

অন্যমত।

অধিক গাত্র দাহ থাকিলে ; হিজোল ফল ৫।৭ পাঁচ সাতটী উত্তমরূপে কুটিয়া একটী ভাণ্ডের ভিতর পূরিয়া জল দিয়া মন্থনদণ্ডে মথিলে যে ফেনা উঠিবে তাহা মাখাইবে।

আক্ষেপ অর্থাৎ খেঁচনী হইলে ;—

রক্তচন্দন, রেণুক, প্রিয়ঙ্গু, বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রে চূর্ণ করিয়া সরা দ্বারা ঝাড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে।

অন্যমত।

অধিক খেঁচনী হইলে, গাওয়া ঘৃত ৵০ অর্দ্ধ পোয়া পাথরে উত্তমরূপে দলিয়া, তাহাতে বুয়াই পাতার সত্ত /০ এক ছটাক, আলকলতার সত্ত /০ এক ছটাক ও গন্ধভাদুলার সত্ত /০ এক ছটাক, ক্রমে

ক্রমে দলিয়া ঐ ঘৃত মাখাইবে। ইহাতে খেঁচনী, অঙ্গের অচৈতন্য ও সর্ব্বদা খালধরা নিবারণ করে। ঐ ঘৃত মাখাইয়া নির্ধূম অগ্নির হাত তাপ দিবে।

অন্যমত।

গব্যঘৃত ৵০ অর্দ্ধ পোয়াতে কাল কুক্কুটের ডিম্ব একটী দলিয়া, মাখাইয়া সেক্ দিবে।

অন্যমত।

দধি, মধু, নবনীতং, পিপ্‌পলী, শৃঙ্গবেরং।
মরিচং চ হরীতকী, চাতি বিষা হরিদ্রা॥
বিধিবচ্চ লেপনমেষাং নির্ব্বিষঞ্চ করোতি।

অস্যার্থঃ।

পিপ্‌পলী, শুঠী, মরিচ, হরীতকী এবং আতইচ এই সকল দধিসহ একত্রে বাটিয়া মধু ও নবনী মিশ্রিত করতঃ গাত্রে মাখাইলে বিষজন্য জ্বালা, কণ্ডূবৎ ফুলা এবং গাত্রে মণ্ডলাকৃতি ল্যালবর্ণের দাগ ও সকল আক্ষেপ নিবৃত্তি হয়।

অন্যমত।

কাপড়-কাচা ক্ষার, জলে গুলিয়া দুই পায়ের তলে খুব পুরু করিয়া দিবে। ইহাতেও আক্ষেপাদি শান্ত হয়।

চক্ষু রক্তবর্ণ হইলে ও মস্তক দপ্‌দপ করিলে এবং কপাল টানিলে ;—

ছাগীদুগ্ধে কচি আমড়া ঘসিয়া মস্তকে মালিস করিবে।

অন্যমত।

সরিষার তৈল ৵০ অর্দ্ধ পোয়াতে শ্বেত আকন্দের ছাল ।২॥ অর্দ্ধ তোলা মর্দ্দন করিয়া মস্তকের তালুতে সর্ব্বদা মাখাইলে স্থাবর ও জঙ্গম-বিষজনিত মস্তকের দোষ ভাল হয়।

অন্যমত।

ছাগীমূত্রে তুলার পাজ ভিজাইয়া ভ্রূদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগে দুই ধারে দুইটী বসাইয়া দিবে।

বাহ্যে না হইয়া, পেট ঢিস পারা হইয়া থাকিলে ;—

মনসাশিজের আঁতি, এবক্ষারের সহিত বাঁটিয়া নাভির উপরিভাগে অনেকটা স্থান বেড়িয়া প্রলেপ দিবে। দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে বাহ্যে ও প্রস্রাব হইবে।

কম্প হইলে ;—

কুড়চূর্ণ ৵০ দুই আনা, কুমড়ার জল অর্দ্ধ পোয়াতে দিয়া ঐ ঔষধ ৩।৪ তিন চারিবার খাওয়াইবে।

মধ্যে মধ্যে তেঁতুল-ভিজা জল খাইতে দিবে।

হিক্কাতে।

স্ত্রীলোকের স্তনদুগ্ধে তুলার আলতা ভিজাইয়া মস্তকের তালুতে বসাইয়া দিবে।

মুখশুষ্ক হইতে থাকিলে ;—

আমচুর ভিজাইয়া সর্ব্বদা মুখে রাখিয়া চুসিয়া চসিয়া খাইতে দিবে।

মুখের আস্বাদ থাকিলে আমানিতে ফট্‌কিরী চূর্ণ করিয়া কুলি করাইবে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সর্ব্ববিধ বিষধর জন্তুগণ কর্ত্তৃক দংশিত হইলে তল্লক্ষণ ও চিকিৎসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

শৃগাল ও কুক্কুরাদি কামড়াইলে তল্লক্ষণ ও চিকিৎসা।

কুক্কুরস্য শৃগালস্য দংশাৎ বিষে সমুদ্ভবে।
উন্মত্তোভবতি লোকঃ তৎশব্দং প্রকুরোতি চ॥
ভীতৈশ্চ সলিলং দৃষ্ট্বা মৃত্যুর্ভবতি নান্যথা॥

অস্যার্থঃ।

শৃগাল ও কুক্কুর বিষাক্ত দন্তে কামড়াইলে, যদি প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা না হয়, তবে রোগী পাগল হয়; তৎশব্দ অর্থাৎ শৃগাল কুকুরের ন্যায় শব্দ করিতে থাকে এবং জল দেখিয়া অতিশয় ভীত হয়। সকল লক্ষণগুলি উদয় হইলে অবশ্যই মৃত্যু হয় তাহার সংশয় নাই প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা না হইলে বার বৎসরের মধ্যে ইহাদের বিষের লক্ষণ প্রকাশ পাইবার সম্ভব আছে।

চতুষ্পাদ-দ্বিপদানাং বিষাক্তৌ দন্তনখরৌ।

অস্যার্থঃ।

চতুষ্পাদ কি দ্বিপদ জন্তুর নখদন্তে ছিন্ন হইলেও বিষের শঙ্কা আছে।

চিকিৎসা।

চতুষ্পাদৈশ্চ দষ্টশ্চেৎ তপ্তং লৌহং তদাক্ষিপেৎ।
অথবা ছেদয়েন্মাংসং তিষ্ঠেদ্রক্তে যদা বিষম্॥

অস্যার্থঃ।

যাবৎ রক্তস্থিত বিষ থাকে, ক্ষত স্থানকে এক খণ্ড লৌহকে অগ্নিবৎ লাল করিয়া যত পরিমাণে গহ্বর হইয়াছে পোড়াইয়া দিবে। সেই গহ্বর পরিমাণে পোড়াইলে ঔষধের আবশ্যক হয় না, কেবল পোড়াইলেই নীরোগ হয়। ক্ষিপ্ত কুক্কুর বা শৃগাল হইলে রীতিমত পোড়াইবে। এই প্রণালীতে বিস্তর রোগী রোগশূন্য হইয়া আরোগ্যলাভ করিয়াছে।

ক্ষতস্থান পোড়াইয়া ঘ মুখে শ্বেত আঁকড়ের সরু ডালের ছাল বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। জ্বালাদি ভাল হইবে।

অন্যমত।

হরিদ্রাগৌরীকশ্চৈব শিরীষবীজবল্কলে।
একাং লেপঃ শ্বদষ্টানাং বিষনাশকরো ধ্রুবম্॥

অস্যার্থঃ।

গাঁটি হরিদ্রা, শিরীষ বীজ ও ছাল, একত্রে বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। বিষ ও জ্বালার নিবৃত্তি হইবে।

অন্যমত।

ইক্ষুগুড় ও আকন্দের আঠা একত্রে বাঁটিয়া ক্ষতস্থানে লেপনে বিষক্ষয় হয়।

এই সকল লেপনৌষধি এক সপ্তাহ কাল ব্যবহার করা উচিত।

সেবনৌষধি।

আঁকড়ের সরু ডালের ছাল /০ এক আনা আড়াইটী গোলমরিচ সহ বাঁটিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

আষাঢ়ে পোকা পুরাতন গুড়ের ভিতরে ভরিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

মুলতানী হিং, সৈন্ধব লবণ, শুঠী, পিঁপুল, গোলমরিচ, ভাগ এক আনা সমভাগে বাঁটিয়া সেবন করিলে শৃগাল কুকুরাদির বিষ নষ্ট হয়।

অন্যমত।

কাকজঙ্ঘারমূল লাল সূতাতে বন্ধন করিয়া কিছুদিন দক্ষিণ কর্ণে ধারণ করিতে দিবে, ভয়াদি হইবে না।

ঘা হইলে।

কাকজঙ্ঘার সমূলপত্র মুখের লালা দিয়া বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

বেশী ঘা হইলে;—ঘৃত /০ এক ছটাক অগ্নিতে চাপাইবে; ঘৃত ফেনশূন্য হইলে, কনক ধুতুরার শিকড় ।৹ অর্দ্ধ তোলা উত্তম করিয়া ছেঁচিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাতে খাওয়াইবে ও ছাল খরিয়া গেলে নামাইয়া মধ্যে মধ্যে ঐ ঘৃত ক্ষতস্থানে লাগাইবে। লাগাইবার সময় ঈষদুষ্ণ করিয়া লইতে হইবে।

ঘা ভাল হইয়া যদি ক্ষতস্থানটী বেদনা করে কিম্বা চুলকায়, তবে বিষের আশঙ্কা আছে জানিবে। এরূপস্থলে দংশিত স্থানটী ঈষৎ কাড়িয়া পুনরায় একটী ছেঁকা দিয়া, পূর্ব্বোক্ত সেবনৌষধি ও প্রলেপৌষধি বিধিবৎ ব্যবহার করাইবে, রোগ আরোগ্য হইবে।

বিষবান শৃগাল কুকুরাদি জন্তু কামড়াইলে তদবিষজন্য আভ্যন্তরিক একপ্রকার দূষিত ক্লেদ অর্থাৎ আঠারমত পদার্থ জন্মিয়া কালক্রমে উন্মাদাদি রোগ সংঘটিত হয়। উপরোক্ত প্রক্রিয়া এবং ঔষধের দ্বারায় ঐ ক্লেদ বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহার সংশয় নাই; কিন্তু যদি এরূপ ঘটে যে স্থানবিশেষে দংশনজনিত ক্ষতস্থানটী দন্তগহ্বর পর্য্যন্ত রীতিমত পোড়ান না হওয়ায় এবং প্রলেপ ঔষধি প্রবেশ না করায়, অথবা যে কারণেই হউক যদ্যপি বিষদোষ প্রশান্ত না হয়, তাহা হইলে

ক্ষত স্থানের ঘা ভাল হওয়ার পরও সেই স্থান কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, বেদনা বা চুলকানি হইতে থাকে ও কোন কোন স্থানে টিপ ফুরিয়া উঠে এবং মন্দ মন্দ পেট বেদনাদি করিয়া বিষজনিত উপদ্রব সকল প্রকাশ পায়। অতএব উক্ত লক্ষণ সকল দেখিলে নিম্নলিখিত প্রতিকার করিবে, অনায়াসেই আরোগ্য হইবে।

প্রতিকার, যথা ;—

উকড়া গাছের মূল /০ এক আনা, ঝিঙ্গাবীজের ডাইল ১২টি, গোলমরিচ ২।০ আড়াইটী জল সহ বাঁটিয়া প্রাতে সেবন করাইবে; ইহা দ্বারা ২।৪ বার ভেদ হইবে কিম্বা বমি হইয়া ঐ দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া যাইবে। ভেদ কিম্বা বমন দুইএর মধ্যে একরূপ হইলেই উপকার হইবে। ভেদ কি বমি না হয়, তবে অন্য উপায় দ্বারায় ২।১ একবার দাস্ত করাইবে। ভেদ কি বমন হইয়া রোগী দুর্ব্বল হইলে চিন্তা করিবে নাই। পথ্য—সদ্য অর্থাৎ তপ্ত অন্ন জলে ধৌত করিয়া—সেই অন্ন টাটকা ক্ষুদ্র মৎসের ঝোল ও সাজদধি দিয়া খাইবে।

ভেদ হইবার উপায়, যথা ;—

মনসাসিজের আঁঠি /০ এক ছুটাক, যবক্ষার এক তোলা সহ বাঁটিয়া নাভির উপর প্রলেপ দিলে দাস্ত হইবে।

অন্যমত।

জিঞাতা গাছের ফুল ৯ নয়টি, গোলমরিচ ২।০ আড়াইটী সহ জলে বাঁটিয়া প্রাতে খাওয়াইবে; পরে রোগীকে তৈল হরিদ্রা মাখাইয়া যথেষ্ট দধি খাইতে দিবে। ঐ দিবস অন্ন নিষেধ। চিড়া কিম্বা খই, দধিসহ লবণ দিয়া খাইবে; এই ঔষধে বিষজন্য দূষিত পদার্থ মলমূত্ররূপে নির্গত হইয়া রোগী নিরোগ হইবে।

বিকারাদি লক্ষণে ;—

যদি উন্মাদাদি বিকারের কোন লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা এক একটী করিয়া ২ও ৩ টী—২। ৩ ঘণ্টা অন্তর

গুঁড়াইয়া যথাবিধানে খাওয়াইবে ; বিষজন্য সর্ব্বোপদ্রব শান্তি হইবে। এই মাত্রা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রতি ; বালকদিগের পক্ষে অর্দ্ধ মাত্রা, শিশুদিগের সিকি মাত্রা বিধেয়। জল দেখিয়া ভয় পাইলে ঔষধ প্রয়োগ বিফল, কারণ উহা ঘটিলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তাহার অন্যথা নাই জানিবে।

মূষিক বিষ চিকিৎসা।

লক্ষণ।

মূর্চ্ছা চ শোথবৈবর্ণ ক্লেদশব্দাশ্রুতি জ্বরাঃ।
শিরোগুরুত্বং লালাসৃক্ সর্দ্দিশ্চাসাধ্য মূষিকৈঃ॥

অস্যার্থঃ।

মূর্চ্ছা, ফুলা, বিবর্ণ, ক্লেদযুক্ত বধির্য্য, জ্বর, মাথা ভার ও লালা-স্রাব এবং নাসিকা হইতে রক্ত বাহির, মূষিক দংশনে এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়।

মূষিকভেদ লক্ষণ

আদংশাচ্ছোণিতং পাণ্ডুমণ্ডলানি জ্বরারতিঃ।
লোমহর্ষশ্চ দাহশ্চাপ্যাখুদূষি বিষার্দ্দিতে॥

অস্যার্থঃ।

মূষিকের শুক্র বিষাক্ত, কিন্তু মূষিকভেদে বিষের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দূষিত-বিষ মূষিক কর্ত্তৃক দংশনমাত্রেই দষ্টস্থান হইতে রক্ত নির্গত হইতে থাকে, পরে সর্ব্ব শরীরে চক্রাকার লালবর্ণের শোথ জন্মে এবং জ্বর, চিত্তচাঞ্চল্য, রোমাঞ্চ ও অঙ্গদাহ হয়। অন্য অন্য মূষিকে দংশন করিলে দংশিত ব্যক্তির মোহ, শরীরে মূষিকাকৃতি শোথ, বধিরতা, জ্বর, মস্তকের গুরুত্ব, অঙ্গের বিবর্ণতা, মুখ দিয়া লালাস্রাব, নাসিকাতে রক্ত নির্গত হয়।

তরুণ চিকিৎসা।

ক্ষতস্থানে ভালরূপে অগ্নির ছেঁকা দিয়া কুড়চি বীজ অর্থাৎ ইন্দ্র-যব বাঁটিয়া তিন চারি দিন প্রলেপ দিবে।

সেবনৌষধি।

ইন্দ্রযব ৫ পাঁচটী, আড়াইটী গোলমরিচসহ জলে বাঁটিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

ফুলকঁাড়ির শিকড় দুই রতি আড়াইটী গোলমরিচসহ বাঁটিয়া খাওয়াইয়া দিবে।

অন্যমত।

শঙ্খবজটার শিকড় দুইরতি আড়াইটী গোলমরিচসহ বাঁটিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

তালমূলী চারিরতি ঐ মতে খাওয়াইলে বিষ নষ্ট হয়।

অন্যমত।

ইন্দ্রযব ।০ চারি আনা এবং গোলমরিচ ।০ আনা আদার রসে উত্তম রূপে বাঁটিয়া বড় মটরাকৃতি বটিকা বান্ধিবে। ঐ বটিকা প্রাতঃকালে জলসহ চিবাইয়া সাত দিনে সাতটী খাইতে দিবে।

গাত্রে লালবর্ণের মণ্ডলাকৃতি বাহির হইলে ;—

কাঁচা আম্র-বেল অর্দ্ধ তোলা ছুরিকা দ্বারা চিড়ার মত কুচাইয়া শুখাইলে—তাহাতে ময়দা ।০ চারি আনা উত্তমরূপে মিশাইয়া প্রত্যহ ৵০ দুই আনা মাত্রায় বাম হস্তে লইয়া দুই এক ফোঁটা জল দিয়া গোটিকা বন্ধন করত মুখে জল দিয়া খাওয়াইয়া দিবে। একদিনে বটীকা বান্ধিয়া রাখিলে কঙ্করের ন্যায় শক্ত হইয়া যায় ও খাওয়া কঠিন হয়, অতএব প্রত্যহ বান্ধিয়া লইবে। আর আমলা বাঁটা, তৈলের সঙ্গে গুলিয়া মাখাইবে।

জ্বর হইলে।

জ্বর হইলে রোগীকে এক দিবস উপবাস রাখিয়া তিন পুরিয়া মধু, মূল পাঁচনে দেড় তোলা ইন্দ্রযব সমভাগে দিয়া, ত্রিসন্ধ্যায় তিন পুরিয়া খাওয়াইবে। পাকজল /॥০ অর্দ্ধ সের, শেষ /০ অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষেপ মধু।

অন্যমত।

গুলঞ্চ, বাসকমূল, পটোলপত্র, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কালবেতের মূল, নিম্বপত্র, হরিদ্রা—এসাং প্রতিভাগ ষোলরতি, পাকজল /॥০ আধ সের, শেষ আধ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু।

জ্বর কিছু পুরাতন হইলে;—

শ্বেত শালপোয়ানির শিকড় ৪ চারি রতি ও মহাপ্রসাদ গঙ্গাজলে বাটীয়া রবিবারে খাওয়াইলে জ্বরত্যাগ হয়। শুচী হইয়া ঘাটিতে ও খাইতে হয়।

যদ্যপি জ্বর হয়, একজ্বরী থাকে, মস্তকে গুরুতর ভার, ফুলা, কফ, কাশী প্রভৃতি ঘটে, তবে ভাপিরা দিবে।

ভাপরা, যথা;—

হস্তিবর্চ্চা সপ্তপর্ণা নিশিন্দা নিম্বপত্রকে।
শেফালি দ্বিবিধশ্চৈব তালিকাপত্র বল্মীকে॥
কণ্টকনটিকা নাটা শিজুপত্র সমং সমং।
স্বেদনং হি প্রদাতব্যং ত্রিসন্ধ্যং সন্ধিসপ্তকে॥
একজ্বরে মহাঘোরে মস্তকেভারবর্ত্তনে।
ব্যথিতাঙ্গে শোথেচৈব নাসাসৃক্ পতনেঽপিচ॥
যত্নেন স্বেদনং দেযং সদ্যস্তেন ফলং লভেৎ।
ন তাম্রষিকদষ্টস্য চৈতদ্ধি বিষনাশকম্॥

অস্যার্থঃ।

হাতীর নাদ, ছাতিম ছাল, বোঁবাই পত্র, নিমপত্র, দ্বিবিধ সৈন্ধালিক পত্র, পারশিহরী পত্র, আকন্দপত্র, বল্মীকমৃত্তিকা অর্থাৎ উঁইমাটি, কাঁটানোটিয়া গাছ মূল সহিত, নাটাভগ এই একাদশটী দ্রব্য একটী হাঁড়িতে দিয়া চারি সের জলে হাঁড়ির মুখটী সরাদ্বারা বন্ধ করণানন্তর জ্বাল দিবে। খুব ফুটিয়া আসিলে একটী কোঠার মধ্যে মেচিয়ার উপর রোগীকে বসাইয়া, কম্বল কিম্বা কাপড় দ্বারা কোঠটী আবৃত করত উহার মধ্যে রোগীর নিকট হাঁড়িটী একটী বিড়াতে বসাইয়া, সরাটী ধীরে ধীরে অল্প অল্প পরিমাণে খুলিয়া সেই ভাপ ও ধূম সর্ব্বাঙ্গে দিবে। খুব ঘর্ম্ম বাহির হইলে পর শুকনা কাপড়ে ঘর্ম মুছিয়া, বাহির করিবে।

গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মূষিক দংশনে জ্বর হইলে।

শুয়েদলার ছাল ও পাতা ছেঁচিয়া, নক্ত কানির ভিতর ভরিয়া দুই তিন দিন নস্য (অর্থাৎ টিপিয়া শুঁকিলে) লইলেই জ্বর বন্ধ হয়।

ষোড়শ প্রকার কীটে কামড়াইলে।

যদালূনং তৃণং প্রাপ্তা মুনেঃ প্রস্বেদবিন্দবঃ।
জাতাস্তস্মাত্তদা লোকে মর্কটাশ্চ ষোড়শধা॥

অস্যার্থঃ।

যৎকালে বিশ্বামিত্র নরপতি বশিষ্ঠের কামধেনুকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করেন, তৎকালে নিকটস্থ নতুনছিন্নতৃণ, কুপিত মুনির স্বেদবিন্দু প্রাপ্ত হইয়া যে যে মাকড়সারূপে প্রকাশিত হয়—তাহারা ষোড়শ প্রকার।

যথা ত্রিমণ্ডলা, শ্বেতা, কপিলা, পীতিকা, আলাবিষা, মূত্রবিষা, রক্তাকাঠিনী, সৌবর্ণিকা, জালবলা, জালিনী, একপদী, কৃষ্ণা, অগ্নিবর্ণা। কাকাণ্ডা, মালা ও গুণী।

লক্ষণ।

পূতিগন্ধঃ ক্ষতস্থানে তেষাং তু দংশনে পুনঃ।
জ্বরোদাহোঽতিসারশ্চ রোগাঃ সর্ব্বে ত্রিদোষজাঃ॥

পীড়কা বিবিধাকারা মণ্ডলানি মহান্তি চ।
কপিশানি চ রক্তাণি সর্ব্বাণি সচলান্যপি।
সামান্যং সর্ব্বলূতানাং এতদ্দংশন লক্ষণম্॥

অস্যার্থঃ।

এই সকল মাকড়সা দংশন করিলে মনুষ্যের দংশিত স্থানে পূতি-ভাব ও ক্ষতজাত রক্ত এবং জ্বর, দাহ, অতিসারাদি ত্রিদোষ-জাত রোগ সকল উপস্থিত হয় এবং তাহার দেহে বিবিধ আকার-বিশিষ্ট পীড়কা (যথা বড় বড় মণ্ডলাকার ও অতিশয় শোথ) ও সচল রক্ত ও কৃষ্ণ কপিশবর্ণ হয়। অধিকন্তু ইহাদের বিষভেদে মনুষ্যের অঙ্গের লোম, মস্তকের চুল এবং চক্ষুর পাতার লোম সকল উঠিয়া যায় এবং গাত্রে অগ্নিতে পোড়ার ন্যায় ফোস্কা হইয়া ঘা হয় ও কাহারও শ্বেতাকৃতি হইয়া চামড়া উঠিতে থাকে এবং লালবর্ণের বড় বড় মণ্ডলাকার হইয়া জ্বর হয়। এসকল চিহ্নকে মাকড়স-দংশনের সামান্য লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

দংশমধ্যে তু যৎকৃষ্ণং শ্যাবং বা জালকাচিতং।
অর্দ্ধাকৃতিভৃশংপাকক্লেদশোথজ্বরান্বিতং॥
দূষিবিষাভিলূতাভিস্তদ্দষ্টমিতি নির্দ্দিশেৎ॥

অস্যার্থঃ।

অতিশয় দাহ, ক্লেদ, শোথ ও জ্বরের সহিত যে দংশমধ্যে কৃষ্ণ বা কপিশবর্ণ অর্দ্ধাকৃতি জালক ব্যাপ্ত হয় তাহাকে কলাস্তন-প্রকোশি-বিষবিশিষ্ট ত্রিমণ্ডলাদি অষ্ট প্রকার মাকড়সার দংশন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবেন।

শোথঃ শ্বেতাসিতারক্তপীতো বা ভীষণজ্বরাঃ।
প্রাণান্তকাশ্চ জায়ন্তে শ্বাসহিক্কাশিরোগ্রহাঃ॥

অস্যার্থঃ।

সৌবর্ণিকাদি অষ্ট প্রকার মাকড়সা দংশন করিলে শ্বেত, রক্ত, নীল,

পীত বা কৃষ্ণবর্ণ শোথ হয় এবং মনুষ্যের জ্বর, হিক্কা, শ্বাস ও শিরঃ পীড়াদি প্রাণনাশক রোগ জন্মে।

ত্রিমণ্ডলাদি অষ্ট প্রকার কীটের চিকিৎসা।

কর্কটীকেশরক্ষীরবীজানাং তণ্ডুলীয়কৈঃ।
প্রলেপস্তু ক্ষতস্থানে দাহং ক্ষিপ্রং নিবারয়েৎ॥

অস্যার্থঃ।

প্রথমতঃ কাঁকুড়বীজ, বকুলবীজের ছাল ও শশাবীজ চেলেনীতে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। সদ্য দাহ নিবৃত্তি হইবে।

ষোড়শ প্রকার কীটের বিষজন্য গাত্রবিকৃতি ও যত প্রকার চর্ম্মরোগ হয়, তাহাতে;—

অন্যমত।

দধি, মধু, নবনীতং, পিপ্পলী, শৃঙ্গবেরঞ্চ
মরিচং হরীতকী, চাতি বিষা হরিদ্রা॥
বিধিবৎ লেপনমেষাং নির্ব্বিষঞ্চ করোতি।

অস্যার্থঃ।

পিপুল, শুণ্ঠী, মরিচ, হরীতকী, আতইচ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য দধিসহ বাটিয়া তাহাতে নবনী ও মধু মিশ্রিত করত গাত্রে মাখাইলে ভাল হয়। যতদিন না সারে মাখাইবে।

জ্বর হইলে ইহাদের ভাপরাটী দিবে; ইস্তুর চিকিৎসায় যে ভাপরাটী লিখিত আছে উহাতে দুই প্রকার লূতা অর্থাৎ কীটের বিষনষ্ট হইয়া জ্বরাদি ভাল হয়।

সৌবর্ণিকাদি অষ্টপ্রকার মাকড়সা কামড়াইলে পূর্ব্বোক্ত মতে চিকিৎসা সমস্তই চলিবে। হিক্কা হইলে সর্পচিকিৎসার হিক্কানিবারক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, আর শ্বাস হইতে থাকিলে;—

কুড় অর্দ্ধ তোলা, কাঁকড়ার শৃঙ্গী ॥ অর্দ্ধ তোলা, বংশলোচন অর্দ্ধ

তোলা, কাফ ফল অর্দ্ধ তোলা একত্রে চূর্ণ করিয়া সরা দ্বারায় কাড়িবা মধু দিয়া চাটিয়া অথবা আদার সত্ত্বে কিম্বা গরম দুগ্ধে ফেলিয়া খাইবে।

কৃকলাস ও ফেউয়া কামড়াইলে।

লক্ষণ।

কৃকলাশস্য দংশনৈবৈ অথবা ফেরুদংশনে।
ক্ষতস্থানঞ্চ স্ফীতংস্যান্নানাবর্ণং মুহুর্মুহুঃ॥
মোহোঽথবর্চ্চসোভেদো রোগিনো ভবতি ধ্রুবম্॥

অস্যার্থঃ।

কাঁকুলাশ কি ফেউয়াতে কামড়াইলে ক্ষতস্থানটী ফুলে অথবা ক্ষণে ক্ষণে নানাবর্ণ ধারণ করে; আর রোগীর ভেদ হয় এবং রোগী মোহ-বাক্য প্রয়োগ করে।

চিকিৎসা।

কৃকলাস কি ফেউয়াতে কামড়াইলে হরিদ্রা এক তোলা, ভাজা চুণ দুই আনা, জলে বাঁটিয়া অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশ্রিত করতঃ তিন চারি বারে খাওয়াইবে এবং হরিদ্রা এক তোলা, ভাজা চুণ ৵০ দুই আনা সহ বাঁটিয়া ক্ষত স্থানে প্রলেপ দিবে বিষক্ষয় হইবে।

ক্ষতস্থান ফুলিলে।

পুরাতন দেয়ালের মাটি গুঁড়া করত সরাদ্বারা কাড়িয়া সর্ব্বদা মালিস করিলে ফুলা ও চড়চড়ানি নিবৃত্তি হইবে। ফুলা এক দিনে না যায় দুই তিন দিন মাখাইলে ভাল হইবে।

সর্ব্বাঙ্গে ফুলাদি ঘটিলে।

পুনর্নবা নিম্ব পটোল শুণ্ঠী।
তিক্তা মৃতা দার্ব্বী হরীতকীসার॥

সর্ব্বাঙ্গ শোথোদরী পার্শ্বশূলং।
কাশ শ্বাস পাণ্ডুপদং নিহন্তি ॥

অস্যার্থঃ।

শ্বেতপুনর্নবা, নিম্বছাল, পটোলপত্র, শুণ্ঠী, কোটকী, গুলঞ্চ, দেবদারু, হরীতকী, ভাগ ছুই মাস, পাকজল ৵৷৷০ সের, শেষ ৷৵০ পোয়া, প্রক্ষেপ যবক্ষারচূর্ণ দুই আনা। ইহা দিবসে তিন কিম্বা পাঁচবার খাওয়াইলে ফুলাদি সমস্ত উপদ্রব ভাল হইবে। যদ্যপি ফুলা ইহাতে না যায়, তবে সর্প চিকিৎসার ফুলা-নিবারক মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবে।

ভেদ হইলে।

চাঁপানোটিয়া শাকের শিকড় ৷৵০ আনা আতপ চেলেনীতে বাঁটিয়া খাওয়াইবে।

অন্যমত।

কালমেঘের পাতা আমানিতে বাঁটিয়া সামান্য খাওয়াইবে, ভেদ বন্ধ হইবে।

গৃহ গোধিকা কামড়াইলে।

যদি দৈবাৎ নরস্যাঙ্গে দশতি গৃহগোধিকা।
জায়ন্তে বিদাহস্বেদস্তোদনস্ফীততাঃ খলু ॥

অস্যার্থঃ।

টিকটিকি কামড়াইলে দাহ এবং ফুলা, বেদনা ও জ্বরাদি রোগ জন্মে।

চিকিৎসা।

ষোড়শ প্রকার কীটের মতে করিবে।

কর্ণভ দংশনে।

লক্ষণ।

বিসর্পো বেপথুঃ শূলং জ্বরশ্ছর্দ্দির্বথাপি চ।
লক্ষণং কর্ণভৈর্দ্দষ্টে দষ্টশ্চৈবাবশীর্য্যতে ॥

অস্যার্থঃ।

ভ্রম, কম্প, বেদনা, জ্বর, বমি এই সমস্ত কর্ণভ দংশনের লক্ষণ এবং দংশনে দষ্ট ব্যক্তি অতিশয় ক্ষীণ হন।

চিকিৎসা।

ষোড়শ প্রকার কীটের মত করিবে।

ছুঁচা কামড়াইলে।

শ্বেত ছুঁচার বিষ না, কাল ছুঁচার বিষ আছে, কিন্তু তাও সকল ছুঁচার নয়—যেরূপ সকল ইন্দুরের বিষ থাকে না সেইরূপ সকল ছুঁচারও বিষ থাকে না, কোন কোনটীর ভয়ানক উঠে।

চিকিৎসা।

ছুঁচায় কামড়াইলে লৌহশলাকা পোড়াইয়া ছেঁকা দিবে, সামান্য হয় একটী কাঠি পোড়াইয়া ছেঁকা দিলেও চলে। পরে ঘা মুখে চূণ দিয়া প্রদীপের আলোকে সেঁকিবে এবং /০ এক আনা বাঁশের নীল, আড়াইটী গোলমরিচ দিয়া বাঁটিয়া খাওয়াইয়া দিবে কিম্বা অর্দ্ধ ছটাক চূণের জল খাওয়াইয়া দিলেও ভাল হয়, আর জ্বরাদি ঘটিলে ইন্দুরের চিকিৎসাতে যে তাপ বাদি আছে সেই মত করিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৃশ্চিক দংশন করিলে।

লক্ষণ।

দহত্যগ্নিরিবাদৌতু ভিনত্তি বদ্ধামাশুচ।
বৃশ্চিকস্য বিষং যাতি দংশ পশ্চাত্তু তিষ্ঠতি॥

অস্যার্থঃ।

বৃশ্চিকের বিষ শীঘ্র ত্বককে ভেদ করিয়া অগ্নির ন্যায় দাহ করে এবং ক্ষতস্থানের অধোভাগকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, অন্যত্রে যায় না।

দ্বীপবৃশ্চিক লক্ষণ।

দষ্টোঽসাধ্যশ্চ হৃদঘ্রাণরসোনোপহতো নরঃ।
স্খলতি পিশিতং তস্য বেদনার্ত্তঃ প্রাণাংস্ত্যজেৎ॥

অস্যার্থঃ।

হৃদয়, নাসিকা এবং জিহ্বা ইত্যাদি স্থল বৃশ্চিক কর্ত্তৃক দংশিত হইলে ক্রমান্বয়ে দংশিতস্থল ক্ষত হইয়া মাংস সমুদায় স্খলিত হইয়া পড়ে এবং রোগী বেদনায় অস্থির হইয়া মৃত্যুমুখে পড়ে।

চিকিৎসা।

তুল্য কাটিয়ায়ের মত করিবে।

মণ্ডূক বিষ অর্থাৎ বেঙে কামড়াইলে তল্লক্ষণ ও চিকিৎসা।

একদংষ্ট্রার্পিতঃ শূলঃ সরুজঃ পীড়কাস্তৃষা।
ছর্দ্দি নিদ্রা চ সবিষমণ্ডূকদষ্টলক্ষণং।

অস্যার্থঃ।

বেছের বিষদন্ত একটী, সেই দন্তে কামড়াইলে যেমন বাতে বেদনা হয়, সেইরূপ ক্ষতস্থানকে বেদনা করে ও ক্রমে বেদনাদি বৃদ্ধি পায়; মুহুর্মুহুঃ পিপাসা ও নিদ্রাবৎ ক্লান্তি হয় এবং গাত্র ঢুলু ঢুলু করে ও সর্দ্দি জন্মে।

চিকিৎসা।

একটি কাঠি পোড়াইয়া ক্ষতস্থানে অগ্নির ছেঁকা দিবে ও অগ্নির তাপ বেশ করিয়া দিবে। পরে,—

ঘামুখে হলকচির শিকড়, গোদাপেয়ালের ছাল, শালপোয়ানি পাতার সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। আর বারবার শুণ্ঠের নস্য দিবে।

অন্যমত।

শিবীষ বৃক্ষের শিকড়ের ছাল, মনসাশিজুর আঠাতে বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

শিবীষমূল, পটোল মূল, জল দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিবে।

সেবনৌষধি।

হলকচির শিকড় আধ আনা, সাদা আকন্দের সরু ডালের ছাল আধ আনা, গোলমরিচ ৫ পাঁচটী সহ একত্রে বাটিয়া অর্দ্ধ ছটাক জলে গুলিয়া খাওয়াইবে। কনকন্ থাকে আকন্দপত্রের পুটুলি করিয়া খুব সেক্ দিবে।

উইচিঙ্গড়াতে কামড়াইলে।

চিকিৎসা।

উইচিঙ্গড়াতে কামড়াইলে অদৃশ্য কাটিঘায়ে যে সকল ঔষধ লিখিত আছে তৎসমস্ত দিলেই জ্বলনাদি ভাল হইবে।

বিষাল জোঁক কামড়াইলে।

লক্ষণ।

কণ্ডুং শোথঞ্চ জ্বরং মূর্চ্ছাং বিষং কুর্য্যাৎ জলৌকসাং।

অস্যার্থঃ।

বিষাল জোঁকে ধরিলে সর্ব্বাঙ্গ চুলকায়, ফুলে, জ্বর হয় এবং মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছা হইতে থাকে।

চিকিৎসা।

রক্ত না ধরিলে প্রথমতঃ একটী কাঠি পোড়াইয়া ছেঁকা দিয়া নির্জ্জল আপাঙ্গ পাতার রস বার বার ঘামুখে দিবে, তাহাতে না বন্ধ হয় তবে পানকে চিবাইয়া ক্ষতস্থানে চাপাইয়া দিবে, আর চূণের জলের পটি দিবে। তাহাতেও না ধরে, তুঁতিয়া কিম্বা ফটকিরী জলে ঘসিয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে নিশ্চয়ই রক্ত ধরিবে ও বিষ নষ্ট হইবে।

অন্যমত।

বেগুন পাতা কি অপরাজিতা পাতার সঙ্গে চূণ মিশাইয়া দষ্টস্থানে লাগাইলে রক্তবন্ধ ও জ্বলনাদি সকল ভাল হইয়া সারিয়া যায়।

অন্যমত।

সনিশোষ্ণোদকঞ্চ জলৌকা বিষনাশনং।

অস্যার্থঃ।

হরিদ্রাক্তজল উষ্ণ করিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া দিলে বিষক্ষয় হয়।

সর্ব্বাঙ্গ ফুলিলে।

যদি সর্ব্বাঙ্গ ফুলা জানা যায়, তবে পুরাতন দেয়ালের মাটি গুঁড়া করিয়া শক্ত ন্যাকড়া দ্বারা ঝাড়িয়া সর্ব্বদা সর্ব্বাঙ্গে মাখাইবে। যদ্যাপি জ্বর হয়, তবে নিম্নলিখিত অমৃতাদি পাঁচনটী দিবে।

পাঁচন যথা;—

অমৃতবিষপটোলং মুস্তকো সপ্তপর্ণা।
খদিরং মসিতং বেত্রং নিম্বপত্র হরিদ্রে॥
বিবিধবিষ বিসর্পানাং কণ্ডু বিস্ফোটকানি চ।
কলয়তি সুকুষ্ঠং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ॥

অস্যার্থঃ।

গুলঞ্চ, বাসকমূল, পল্টোলপত্র, মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কালবেঁতমূল, নিম্বপত্র ও হরিদ্রা, ভাগ ষোলরত্তি, পাকজল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপ মধু। দিবসে পাঁচবার খাইবে। ইহাতে জ্বর, কণ্ডু, ফুলা আদি সমস্ত ভাল হইবে।

মূর্চ্ছা ঘটিলে।

সর্প চিকিৎসায় মূর্চ্ছাধিকারে যে নস্য, অঞ্জনাদি আছে তাহা দিবে।

সর্ব্ববিধ তপদী দংশনে।

লক্ষণ।

দংশে শোথং রুজং দাহং কুর্য্যাচ্ছতপদীবিষং।

তপতী দংশন করিলে শোথ, দাহ, ও কনকন্ আদি একবারেই উদয় হয়।

চিকিৎসা।

অদৃশ্য কাটাঘার মতে চিকিৎসা করিবে।

শতপদী দংশন করিলে।

লক্ষণ।

শতপদী অর্থাৎ কেন্নাদি ও বহুপদী দংশনে দংশিতস্থানে বেদনা,

দাহ ও ঘর্ম্ম এবং উহাকে চাপিয়া শয়ন করিলে যতটুকু পরিমাণ স্থানে উহার রস লাগে, সেই পরিমাণ স্থানে অগ্নিতে পোড়ার ন্যায় ফোস্কা হইয়া উঠে এবং রস পড়ে ও জলন করিতে থাকে।

চিকিৎসা।

নালিকা গাছের শিকড়, হরিদ্রা, জলে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে। জলনাদি করিলে ভৃঙ্গরাজ গাছের সহিত কুশ আমসী বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

বিষাক্ত মক্ষিকাদংশন লক্ষণ।

সদ্যঃ প্রস্রবিনী শ্যাব দাহমূর্চ্ছাজ্বরান্বিতাঃ।
পীড়কা মক্ষিকাদংশে তাসান্তু স্থগিকাহসুহৃৎ॥

লক্ষণ।

বিষাক্ত মক্ষিকার দংশনে মূর্চ্ছা, জ্বালা ও শ্যাববর্ণ, স্রুদাহস্রাবান্বিত পীড়কা সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে ছয় প্রকার মক্ষিকার বিষয় বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে স্থগিকা নামক মক্ষিকার দংশনে দষ্টব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

অদৃশ্য কাটিয়ার মত করিবে।

মশকদংশন লক্ষণ।

মশকদংশনে কণ্ডুশোথসামান্যবেদনা।
পার্ব্বতীয়স্য বিষন্তু অসাধ্যং লূতবদ্ভবেৎ॥

মশকের দংশনে কণ্ডু, শোথ ও সামান্য একটু বেদনা হইয়া থাকে। কিন্তু পার্ব্বতীয় মশকের বিষ লূতাদির মত ক্রমে অসাধ্য হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।

ষোড়শ প্রকার কীটের মতে করিবে।

বিষাক্ত পিপীলিকা কামড়াইলে।

জলে লবণ কিম্বা যবক্ষার মিশাইয়া বারম্বার সেই জল লাগাইলেই ভাল হয়। আর নিশাদলের জল দিলেও ভাল হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

শুয়াপোকা লাগিলে ;—

লক্ষণ।

শুয়াপোকা গাত্রে স্পর্শ হইলেই তার লোমগুলি অঙ্গে ফুঁকিয়া যায়। শুয়াপোকার লোম অঙ্গে প্রবিষ্ট হইলে জ্বালা করে, চুলকায় ও ফুলে।

চিকিৎসা।

একটী মোটা ছুরিকা দ্বারা লোমগুলি উঠাইয়া গোময় দিয়া খুব গাত্রমার্জ্জনা করিবে; পরে তাজা চূণ লেপন করিলে জলনাদি ভাল হইবে। চাউলের পিঠালী বাঁটিয়া মালিশ করিলেও ভাল হয়।

শৃঙ্গী, গোধা ও বরাটিকা কামড়াইলে।

চিকিৎসা।

কণকধুস্তুরমূললেপনং হি বিষাপহং।
শৃঙ্গিগোধাবরাটজং বিষং হন্তি ক্ষণেন চ॥

অস্যার্থঃ।

কনকধুস্তুরার মূল বাঁটিয়া লেপনে শৃঙ্গধারী পশুর বিষ, গোসাপের বিষ ও কড়ির বিষ নষ্ট হয়।

কুম্ভীর ও হাঙ্গরাদিতে কামড়াইলে।

(রক্ত না ধরিলে)

যদি রক্ত না ধরে, তবে শ্বেত আপাঙ্গ পত্রের নির্জ্জল রস লাগাইলে রক্ত ধরিয়া বিষক্ষয় হইবে।

অন্যমত।

বাঙ্গলা পানকে চিবাইয়া প্রলেপ দিলেও রক্ত বন্ধ হয়। রক্ত বন্ধ হইলে পরে সেক দিবে।

রজন্যাম লকেচৈব কুটজবীজক হৃচৌ।
পিষ্টা লেপঃ কাঞ্জিকেন কুম্ভীরাদি বিষাপহং॥

অস্যার্থঃ।

হরিদ্রা, আমলা, কুড়চিবীজ ও ছাল আমানিতে বাঁটিয়া প্রলেপ দিলে বিষক্ষয় হইবে।

অন্যমত।

শ্বেত আঁকড়ের ছাল ও হরিদ্রা একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপেও বিষক্ষয় হয়।

বিষী মৎস্যে দংশন করিলে অথবা জিওলাদি মৎস্যে বিঁধিলে।

লক্ষণ।

মৎস্যাস্তু সবিষা কুর্য্যাদ্দাহং শোথং রুজস্তথা।

অস্যার্থঃ।

বিষাক্ত মৎস্যে দংশন করিলে অথবা জিওলাদি মৎস্যে বিঁধিলে ক্ষত-স্থানে দাহ, শোথ ও অত্যন্ত বেদনা হয়, পরে ঘা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

রক্ত বন্ধ করিয়া হলকচির শিকড় ও গোদাপেয়ালের ছাল একত্রে বাঁটিয়া প্রলেপ দিয়া নিশিন্দাপত্রের পুঁটুলী দ্বারা সর্ব্বদা সেক দিবে। যদি শোথ হইয়া কনকনানি ও জরাদি ঘটে, তবে ঘসঘসীমূল /৹ আনা, গোদাপেয়ালের ছাল ও বল্মীক-মৃত্তিকার সহিত বাঁটিয়া /২ দুই সের জলে সিদ্ধ করিবে। সিদ্ধ হইলে তাহাতে কাপড়ের কড়চা ডুবাইয়া সেক দিবে। ফুলা এবং কনকনানি আদি নিবৃত্তি হইবে। জ্বর হইলে পর সর্পাদির কাঁটা ফুটিয়া বিষাক্ত হইলে তচ্চিকিৎসায় লিখিত ভাপরাটী দিবে। ঘা হইলে মলম ও ঘৃতাদি ব্যবহার করিবে।

মৎস্য কি সর্পাদির কাঁটা ফুটিয়া অথবা কোন জন্তুর হাড়ের খোঁচা লাগিয়া বিষাক্ত হইলে

লক্ষণ।

মৎস্যাদীনাং বিষং কুর্য্যাৎ দাহং শোথং রুজং তথা।

অস্যার্থঃ।

মৎস্যাদির বিষে দাহ, শোথ অর্থাৎ ফুলা ও তীব্র বেদনা হয়।

চিকিৎসা।

প্রথমতঃ অগ্নির ছেঁকা দিয়া পরে কালকাশিন্দা পাতা লবণের সঙ্গে বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

অপরাজিতার পাতা বাঁটিয়া প্রলেপ দিবে।

অন্যমত।

ঘলঘসীমুল, গোদাপেয়ালের ছাল, কেন্দের ছাল একত্রে বাঁটিয়া জলন থাকে কাঁচা, কন্‌কন্ করে গরম করিয়া প্রলেপ দিবে এবং অগ্নির তাপ লাগাইবে ;— আর জ্বর হইলে ভাপরা দিবে।

ভাপরা যথা।

অপরাজিতা পত্র, শিজুপত্র, শেফালিকা পত্র, আকন্দপত্র ও বল্মীক-মৃত্তিকা এবং বিষতুণ্ডী অর্থাৎ কাঁটানোটে গাছ কুচাইয়া একটী হাঁড়ির মধ্যে /৩। /৪ তিন চারি সের জলের সহিত (হাঁড়ির মুখটী সরা দ্বারা বন্ধ করত) সিদ্ধ করিবে। খুব সিদ্ধ হইলে, রোগীর অঙ্গে কম্বল কি কাপড় ঢাকা দিয়া তাহার মধ্যে হাঁড়ির ঢাকাটী ক্রমে ক্রমে খুলিয়া ঐ ভাপ ও ধূম সর্ব্বাঙ্গে লাগাইলে, জ্বর, গাত্রবেদনাদি সমস্তই ভাল হয়। ঘা হইলে ঘায়ের চিকিৎসা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

শাস্ত্রে উক্ত আছে যে নিম্নলিখিত স্থানাদিতে সর্পে দংশন করিলে, সর্পদষ্ট ব্যক্তি কালকবলে পতিত হয়; বস্তুতঃ প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে; ঐরূপ স্থলে বিষ শীঘ্রই অনিষ্টোৎপাদন করে বটে; অর্থাৎ, রোগী শীঘ্রই বিষাভিভূত হইয়া গলাধঃকরণাদিতে অসমর্থ হয়, এবং ঔষধ-প্রয়োগের কালও পাওয়া যায় না। যদি একদিনে সকল যোগ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দূষিত বার, দূষিত তিথি ও দূষিত নক্ষত্র সংঘটন হয়, তবেই অসাধ্য হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

অসাধ্য লক্ষণ।

অশ্বত্থ-দেবায়তনশ্মশান-
বল্মীকসন্ধ্যাসু চতুষ্পথেষু।
যাম্যে সপিত্রে পরিবর্জনীয়াঃ।
ঋক্ষে নরা মর্ম্মসু যে চ দষ্টাঃ ॥
দর্ব্বিকরাণাং বিষমাশুঘাতি।
সর্ব্বাণি চোষ্ণে দ্বিগুণীভবন্তি ॥

অস্যার্থঃ।

অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে, শ্মশান ভূমিতে, বল্মীকের উপরে এবং চতুষ্পথ মধ্যে কোন সর্প দংশন করিলে দষ্টিত ব্যক্তি কোন প্রকারে মুক্তিলাভ করিতে পারে না; অপর প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে, দক্ষিণাঙ্গে এবং ভরণী, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা ও কৃত্তিকা নক্ষত্রে সর্পদংশন করিলে, অথবা মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে সর্পদষ্ট ব্যক্তি নিশ্চয়ই কালকবলে পতিত হয়; বিশেষতঃ ফণাধারী সর্পের বিষ অতি শীঘ্র দষ্ট ব্যক্তির জীবননাশ করে; পরন্তু সমস্ত বিষই অগ্নির উত্তাপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অবস্থাবিশেষে বিষের কার্য্য।

অজীর্ণপিত্তাতপপীড়িতেষু বালপ্রমেহক্ষতগর্ভিনীষু।
বৃদ্ধাতুরক্ষীণবুভুক্ষিতেষু রুক্ষেষু ভীরুষ্বথদুর্দ্দিনেষু॥

অস্যার্থঃ।

অজীর্ণ, পিত্ত ও আতপগ্রস্ত, পীড়িত ব্যক্তি, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষুধাতুর, ক্ষীণ, ক্ষত রোগী, প্রমেহী, গর্ভবতী, রুক্ষ ও দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগকে এবং দুর্দ্দিনে সর্পে দংশন করিলে বিষ অত্যল্পকালের মধ্যেই মহান্ অনর্থ উৎপাদন করিয়া থাকে।

বর্জ্জনীয়াবস্থা।

শস্ত্রক্ষতে যস্য ন রক্তমেতি রাজ্যোলতাভিশ্চ ন সম্ভবন্তি।
শীতাভিরদ্ভিশ্চ ন রোমহর্ষো বিষাভিভূতং পরিবর্জ্জয়েত্তং॥
জিহ্মং মুখং যস্য চ কেশপাতো (১) নাসাবসাদশ্চ সকণ্ঠভঙ্গঃ
কৃষ্ণঃ সরক্তঃ শ্বয়থুশ্চ দংশে হন্বোঃ স্থিরত্বঞ্চ বিবর্জ্জনীয়ঃ।
বর্ত্তির্ঘনা যস্য নিরেতি বক্ত্রাদ্রক্তং স্রবেদূর্দ্ধমধশ্চ যস্য॥
দংষ্ট্রানিপাতাশ্চতুরশ্চ যস্য তঞ্চাপি বৈদ্যঃ পরিবর্জ্জয়েচ্চ॥

অস্যার্থঃ।

যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির শরীর অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ করিলেও রক্ত নির্গত হয় না, এবং যাহার শরীরে লতাঘাতে অথবা বেত্রাঘাতে চিহ্ন পতিত হয় না, অথবা শীতল জলসেকেও যাহার রোমাঞ্চ হয় না, তাহাকে বৈদ্যগণ ত্যাগ করিবেন। যাহার মুখ বক্র হয়, চুল ধরিয়া টানিলে চুল উঠিয়া যায়, স্বরভঙ্গ ও গ্রীবা অবনত হয়, এবং নাসিকা বক্র হইয়া যায়, এবং দষ্ট স্থানে শোথ; উহা রক্তবর্ণ অথবা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, বৈদ্য তাহাকে পরিত্যাগ করিবেন। যাহার মুখ হইতে বর্ত্তির ন্যায় ঘন লালা নিঃসৃত হয়, অথবা গুহ্যদ্বার ও মুখ উভয় পথ দিয়া রক্তস্রাব

---

(১) জিহ্বা সিতা যস্য চ কেশপাতো—এইরূপ পাঠাও রও আছে।

হয়, তাহাকেও বৈদ্যগণ পরিত্যাগ করিবেন। তাঁরও দন্তচতুষ্টয় দ্বারা দংশন করিলে দষ্ট ব্যক্তি কোন ক্রমে মুক্ত হইতে পারেন না।

অপর অসাধ্য লক্ষণ।

উন্মত্তমত্যর্থমুপদ্রুতং বা হীনস্বরং বাপ্যথবা বিবর্ণং।
স্মারিষ্টমত্যর্থমচেতনঞ্চ জ্ঞাত্বা নরং কর্ম্ম ন তত্র কুর্য্যাৎ॥

অস্যার্থঃ

আর বিষাক্রান্ত ব্যক্তির স্বর ও শক্তির লোপ, হস্ত পদাদি সঞ্চালনে অক্ষমতা, শরীর কৃষ্ণবর্ণ, উন্মত্ততা, জ্বর এবং নাসিকা বক্র প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত বা রোগী অচেতন হইলে বৈদ্য তাহাকেও অসাধ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিবেন। কিন্তু এরূপ অবস্থাপন্ন রোগীও আরোগ্য লাভ করে, ইহা বলাই বৃথা; তবে এস্থলে এই বলা যাইতে পারে যে প্রতিক্রিয়া নিবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু শাস্ত্রেই লিখিত আছে।

যথা;—

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

অস্যার্থঃ।

যে পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠাগত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়শক্তির হ্রাস না হইবে, সেই পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য; কারণ কালের গতি মনুষ্য বুদ্ধির গম্য নহে; অর্থাৎ, কালগতিতে অসাধ্য রোগীও আরোগ্য হইয়া থাকে।

সন্ধি ও মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে;—

কপালে গণ্ডে বা স্কন্ধে শিরসি
মুখে চক্ষুষি বক্ষসি বা নাভৌ বা।

গুহ্যে গুলফে চোদরে বা প্রকোষ্ঠে ॥
সন্ধৌ দ্ব্যঙ্গুলমধ্যে মর্ম্মণ্যথে বা ॥
দংশনে নরস্য মরণং ধ্রুবং
যদি ভবতি বাসুকিতুল্যঃ সোঽপি ॥

অস্যার্থঃ।

কপাল, গণ্ডস্থল, স্কন্ধদেশ, মস্তক, জানু, চক্ষু, বক্ষ, উরু, নাভি, গুহ্যদেশ, গুলফ, উদর, বাহু ও অঙ্গুলীদ্বয়ের মধ্যভাগে এবং সন্ধিতে এই কয়েক স্থানে অথবা মর্ম্মে দংশন করিলে বিষের স্বভাব গতিবৃদ্ধি হইয়া রোগী অল্পকাল মধ্যে অভিভূত হয়। এমন কি বাসুকী তুল্য হইলেও তাহার মরণ নিশ্চিত।

দূষিতবার তিথি, নক্ষত্র যথা—
শনি-কুজাহে নবম্যষ্টমীষষ্ঠী
পঞ্চমীতিথিষু নক্ষত্রেষু দষ্টঃ ॥
ব্রাহ্ম্যগ্নিসর্পশক্রমঘাসু।
প্রঘটন্তি রাক্ষসাগ্নিরেকদিনেঽপি যুক্তো ॥
যদি ভবতি শঙ্করস্য দংশনে ন মুক্তঃ ॥

অস্যার্থঃ।

শনি, মঙ্গলবার, নবমী, অষ্টমী, ষষ্ঠী, পঞ্চমীতিথি, রোহিণী, বিশাখা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, মঘা প্রভৃতি নক্ষত্র দূষ্য। সকল দোষগুলি এক দিনে হইলে রাক্ষসাগ্নির তুল্য হয়; তাহাতে শঙ্করতুল্য ব্যক্তিকেও দংশন করিলে সে মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যদি রোগীর চন্দ্র, তারা শুদ্ধ থাকে, তবে ইহাতে কোন ক্ষতি না হইতেও পারে।

ঔষধ-গ্রহণ সময় ভেদ ॥

তন্ত্রোক্ত।

শ্রীভগবত্যুবাচ।

জ্ঞাতং তব প্রসাদেন যথাকালস্য বঞ্চনং
মন্ত্রসংসারসংভূতমিদানীমৌষধং বদ ॥

অস্যার্থঃ।

হে মহেশ্বর ! যথাকালের বচন শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে মন্ত্রের সার-ভূত যে ঔষধ তাহা ব্যক্ত করুন।

ঔষধস্যার্পণে কালং মনুষ্যাণাং হিতায় বৈ।
পূর্ব্বঞ্চ যত্ত্বয়া প্রোক্তং প্রত্যক্ষং কথয়স্ব মে ॥

অস্যার্থঃ।

এবং মনুষ্য সকলের হিতার্থে ঔষধ দানের যে কালাকাল পূর্ব্বে কহিয়াছেন, তাহাও প্রত্যক্ষ ব্যক্ত করুন।

ঈশ্বর উবাচ।

তিথি-নক্ষত্র-বারেণ কালভেদে পরিগ্রহং।
খননোৎপাটনং মন্ত্রৈঃ কারয়েদ্বৈ চিকিৎসকঃ ॥
ঔষধং কালযোগেন গৃহীতং পরমং বলং।
শরদ্ধেমন্তকে দেবি ত্বচা মূলপরিগ্রহং ॥
শিশিরে সফলং সম্যক্ মূলসারসমন্বিতং।
বসন্তে পুষ্পপত্রে চ গ্রীষ্মে চ ফলবীজকে ॥
স্বকালে বলবন্তোপি শরদ্বর্ষা বরং সদা।
মূল সূক্ষ্মে বলে চাদ্যে মূলাদের্ভেষজে তথা ॥

গ্রীষ্মবর্ষাদ্বয়োরেতৎ শরদো পুণ্যদা ভবেৎ ॥

বৃক্ষাদীনাং ফলং বীজং স্বকীয়ে চ মতং তথা ॥

পবিত্রং বলবৎ সর্ব্বমৌষধং পরিকীর্ত্তিতং।

জলজা স্থলজা বৃক্ষা লতাশ্চাপি তথৈব চ ॥

জাম্বন্যর্ণ গুল্মবল্ল্য ঔষধং পরিকীর্ত্তিতম্।

জাতির্দ্রব্যং গুণং চিহ্নং বিবিধব্যাধিসংক্ষয়ং ॥

এতানি ফলপুষ্পাণি স্বকালে বলবন্তি হি।

নিশায়াং জলজা বীর্য্যাঃ স্থলজাঃ বলিনো দিবা ॥

অস্যার্থঃ।

ঈশ্বর বলিলেন।

চিকিৎসক মন্ত্র দ্বারা তিথি, নক্ষত্র, বারাদির কালভেদে ঔষধের খনন, উৎপাটন ও গ্রহণ করাইবেন। কালযোগে সংগৃহীত ঔষধ অত্যন্ত বলপ্রাপ্ত হয়; হে দেবি! শরৎ ও হেমন্তকালে ত্বকের সহিত মূলগ্রহণ কর্ত্তব্য, শিশিরে হলসারযুক্ত ঔষধ সফল হয়, বসন্তে পুষ্প ও পত্র; এবং গ্রীষ্মে ফল ও বীজ উপকারী। নিজ নিজ কালে বলবান হইলেও শরৎ ও বর্ষা সদাই সবল। পবিত্র স্থলজ বা জলজ বৃক্ষলতা এবং জাম্বনী, গুল্ম বৃক্ষ, তৃণাদির ঝাড় ঔষধ বলিয়া কীর্ত্তিত। উহাদের জাতি, দ্রব্য, গুণ ও চিহ্ন বিবিধ রোগনাশক হইয়া থাকে। আপন আপন কালে এই সকল ফল পুষ্প বলবান হয়; রাত্রিতে জলজ এবং দিবাতে স্থলজ ঔষধি বলবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

ঋতুভেদ-সময়-নির্ণয় অর্থাৎ দিবারাত্রে যে ছয় ঋতু আছে, তাহার কিরূপ প্রমাণ।

বসন্তশ্চৈব পূর্ব্বাহ্নে গ্রীষ্মো মধ্যাহ্ন উচ্যতে।

বর্ষা জ্ঞেয়া পরাহ্নে তু প্রদোষঃ শিশিরঃ স চ ॥

অৰ্দ্ধরাত্রৌ শরৎকাল উষা হেমন্ত উচ্যতে।
ঋতবঃ কথিতা এতে সর্ব্বে যেন ক্রমেণ তু ॥

অস্যার্থঃ।

প্রাতঃকাল হইতে প্রথমে বসন্ত আরম্ভ। ক্রমে দশ দশ দণ্ড করিয়া ৬০ যাটি দণ্ড দিবা রাত্রিতে ছয় ঋতুর গতি জানিবে। অর্থাৎ, প্রভাতে অবধি দশ দণ্ড পর্য্যন্ত বসন্ত; পরে দশ দণ্ড গ্রীষ্ম, এবং তৎপরে দশ দণ্ড বর্ষা; ইত্যাদি ক্রমে দিবারাত্রে ছয় ঋতু বর্ত্তমান হয়।

মূলিকাচ্ছেদন বিধি।

বিধিমন্ত্রসমাযুক্তং বৈদ্যো হি মূলমুদ্ধরেৎ।
বিধিমন্ত্রবিহীনন্তু কাষ্ঠবন্নৈব সংশয়ঃ॥

অস্যার্থঃ।

বিধিমন্ত্রের সহিত বৃক্ষ এবং মূল উদ্ধার করিবে। বিধিমন্ত্র হীন করিয়া সংগ্রহ করিলে সামান্য কাষ্ঠের ন্যায় হয়; এবং উহার প্রয়োগ দ্বারা কোন ফল হয় না।

মূলিকা খনন ও উৎপাটন মন্ত্র যথা;—
ওঁ নমো নাগরূপায় কুবেরায় স্বাহা।

মূলৌষধি গ্রহণ-প্রকরণ।

প্রমাণ।

মহান্তি যানি মূলানি কাষ্ঠগর্ভাণি যানি চ।
তেষান্তু বল্কলং গ্রাহ্যং হ্রস্বমূলানি কৃৎস্নশঃ॥

অস্যার্থঃ।

যে সমস্ত মহৎ মূল অর্থাৎ কাষ্ঠ গর্ভে থাকে এমত যে মূল, তাহাদের বল্কল অর্থাৎ ছাল গ্রহণ করিবে। আর যে সমস্ত ক্ষুদ্রমূল তাহাদের সমস্তই গ্রহণ করিবে।

পশ্চাল্লিখিত মূলগুলি এক একটী গদ্‌নামে অভিহিত।

অপুষ্পা ঘলঘসী বিল্বং নিম্বং কাঞ্চনমেব চ।
দণ্ডোৎপলং রঙ্গনঞ্চ বৃহচ্চাঁদড়মুত্তমম্ ॥
অর্কঃ শিজুঃ সধূস্তুরঃ লাঙ্গলী করবীরকে ।
গুঞ্জা চ ত্রিশূলীমূলং বিষমেতৈর্বিলুপ্যতি ॥

আকুলা ঘলঘসী মূল, বিল্ব, নিম্ব, কাঞ্চন, ডানকলা, রঙ্গন, বড়চাঁদড়, আকন্দ, মনসা, ধুতুরা, কুশনাগাল, করবীর, গুঞ্জা ও ত্রিশূলীমূলে বিষ উপশমিত হয়।

সর্পভয় নিবারণ।

সুদর্শনায়া মূলঞ্চ পুষ্যর্ক্ষৈরাহৃতং রবৌ।
ক্ষিপ্ত্বা গৃহস্য মধ্যেতু নাশয়েদ্ভুজগান্ শতং ॥

অস্যার্থঃ।

সুদর্শন বৃক্ষের মূল রবিবারে পুষ্যা নক্ষত্রে আনিয়া গৃহমধ্যে রাখিলে সে ঘরে সর্পভয় থাকে না।

পুষ্যেণ ভালুকা-মূলং হৃতং সর্পভয়াপহং।
গৃহ্নতো লেপতো জ্ঞেয়ং নাস্তি কার্য্যা বিচারণা ॥

অস্যার্থঃ।

পুষ্যা নক্ষত্রে আনীত শ্বেত আকন্দের মূল লেপন করিলে বা ধারণ করিলে সর্পভয় থাকেনা।

সমাপ্ত।

OPINIONS.

Testified that Babu Sreeram Chandra Sidhanta, a gentleman of Patrasair, District Bankurah, is well known to me. He is well expert in the treatment of *Snake biting*. The medicine invented by him *as to the above-biting* is an infallible means of saving a snake-bitten man even at the very verge of death. I have been experienced that in many helpless instances, he has been successfull to the entire satisfaction of the public. I hope the public second him in the beneficient work he has undertaken.

(Sd.) Jeeban Krishna Chatterji,

Hon. Magistrate of Burdwan.

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত পাত্রসাযের গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত আমাব সবিশেষ পরিচিত। তিনি সর্পদংশন চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। সর্পদংশনের তিনি যে ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা মৃত্যুদশাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও জীবন রক্ষার অব্যর্থ উপায়। আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিযাছি, যাহাতে কিছুমাত্র আশা ভরসা ছিল না, এরূপ অনেক রোগীব জীবন রক্ষায সফল হইয়া তিনি সাধারণের সন্তোষোৎপাদন করিয়াছেন। আশা কবি, সাধারণে তৎপ্রকাশিত সর্ব্বোপকারী গ্রন্থক্রয়ে তাঁহাকে উৎসাহিত করিবেন।

(স্বাক্ষর) শ্রীজীবনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়,

বর্দ্ধমানের অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট।

This is to certify that Babu Sreeram Chandra Sidhanta of Patrasair in the District of Bankura is well and unusually expert in the treatment of cases of snake-bites. He does not pretend to attribute this to his personal ability of uttering *mantras* or sermonic words, which serve no other purpose than to secure the faith of such hopeless and helpless patients, towards recovery, in that low stage of life in snake-bite poisoning, but he attributes entirely to the efficacy of certain serpentaria, which he has been able to collect from some ancient Hindu manuscripts. On the whole he evinces a good deal of credit in this quarter in his practice on this respect, unlike and far superior to other practitioners of the kind. As the science and art for curing snake-bite is sadly imperfect in society up to now, I believe much may be gained and enlightened with, if society encourages and induces him to bring the subject candidly before the public.

Indas, 6th January, 1897.
(Sd.) NATAVAR SARKAR, M.B. (Graduate Medical College) Calcutta.

আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়েরের গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসায় উত্তম এবং অসাধারণ বিচক্ষণ। সর্পদংশন বিষে অন্তিম দশাগ্রস্ত, আশা ভরসাহীন বিপন্ন রোগীর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য কতকগুলি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া তিনি আপনার গুণপনা প্রদর্শন করেন না। প্রাচীন হস্তলিখিত কতকগুলি পুথি হইতে তিনি অনেক-

গুলি বিষনাশক ঔষধ শিক্ষা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি কার্য্যসিদ্ধি লাভ করেন। ফলতঃ এই চিকিৎসায় তিনি প্রশংসার সর্ব্বথৈব উপযুক্ত পাত্র। আরও অন্যান্য সর্প চিকিৎসক হইতে তিনি অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ইদানীন্তন কাল পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে সর্পদংশন চিকিৎসা যেমন দুঃখজনক অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিপতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহাতে আমার বিশ্বাস যে, সর্ব্বসাধারণে তৎকার্য্যে অনুমোদন ও উৎসাহ প্রদর্শন করিলে দেশের ভূয়িষ্ঠ উপকার সাধিত হইতে পারে।

ইন্দেশ গ্রাম। (স্বাক্ষর) শ্রীনটবর সরকার, এম, বি,

৬ই জানুয়ারি, ১৮৯১। গ্র্যাজুয়েট মেডিকেল কলেজ কলিকাতা।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত থানা সোনামুখীর সামীল পাত্রসায়ের নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয়ের সর্পচিকিৎসায় অতুল যশঃসুখ্যাতি শ্রবণে বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার চিকিৎসিত রোগী নয় দশ জনকে আনাইয়া তাহাদের সর্পদংশিত স্থান পরীক্ষা করিয়া ও সর্পের কামড়ের ভাব শ্রবণে এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকের মৃতপ্রায় অবস্থা হইতে আরোগ্য প্রাপ্তি পরিচয়ে চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হইলাম। আমি ডাক্তারি মতে Permanganate potash injection ইত্যাদি করিয়া ২।৩ জনকে আসন্ন অবস্থা হইতে বাঁচাইয়াছি, কিন্তু তাহা হইতেও সিদ্ধান্ত মহাশয়ের চিকিৎসা অত্যাশ্চর্য্য ফলদায়ক। বিষাক্রান্ত হইলে যে সকল মাংসপেশী অচৈতন্য হইয়া পড়ে, চক্ষু যেরূপ জবাফুলের সদৃশ লাল হয় ও প্রায় সম্পূর্ণ শ্বাস বন্ধ হয় ইত্যাদি অবস্থা ঘটিলেও ইহার ঔষধে সকল উপদ্রব ত্বরায় প্রশমিত হইয়া থাকে। অতি পূর্ব্বকালেও ইনি সর্পদংশিত রোগী অনেক আরোগ্য করিয়াছেন। ইঁহার চিকিৎসা প্রায় নিষ্ফল হয় নাই। ইঁহার পুস্তকে সমস্ত চিকিৎসা প্রণালী প্রকাশিত আছে। কুকুরে কামড়ান রোগীর যাহা পরিচয়

পাইয়াছি তাহাও আশ্চর্য্য, Hydrophobia হওয়াতেও আরোগ্য হইয়াছে ; সুতরাং, তাঁহার যাবতীয় চিকিৎসাতে আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হয়।

শ্রীকালীনাথ চট্টোপাধ্যায়, এল, এম, এস্।
(স্বাক্ষর) শ্রীহরিচন্দ্র সেন, ডি, এল, এম, ডাক্তার।

I do certify that Babu Sreeram Chandra Sidhanta of Patrasair is very well known to me ; he possesses a very great good quality in curing the snake-biting cases ; he has described a medicine of poison which is supposed to be the best of all the medicines were seen, in one instance I examined in present myself in my own village, named Troylukho Nath Nandi cut by a great Gokhura and was at the point of death ; through his medicine and treatment he recovered within a few minutes ; he is also a great physician ; his character is very good.

Dated the 8th December 1895. (Sd) KARTIC CHANDRA GUPTA,
C. H. Assistant.
Medical Practitioner, Belut.

পাত্রসায়েরনিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত আমার বিশেষ পরিচিত। সর্পদংশন রোগ আরোগ্য করিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। উক্ত বিষের তিনি একটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় অন্যান্য ঔষধ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আমি স্বয়ং স্বচক্ষে পরীক্ষা করিয়াছি, আমাদের গ্রামের ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী নামক জনৈক ব্যক্তিকে একটা বৃহৎ গোক্ষুরা সর্পে দংশন করিয়াছিল ; তাহাতে সে মৃতপ্রায় হইয়াছে ; কিন্তু সিদ্ধান্ত মহাশয়ের চিকিৎসায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে

আরোগ্য লাভ করে। অধিকন্তু, ইনি একজন উচ্চদরের চিকিৎসক। তাঁহার চরিত্রও উত্তম।

(স্বাক্ষর) শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র গুপ্ত, সি, এচ, এসিষ্ট্যান্ট.
মেডিক্যাল প্র্যাক্টিসানার, বেলুট।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত সোনামুখীর সামীল পাত্রসায়ের নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় একজন সুবিখ্যাত সর্প বিষের চিকিৎসক। ইনি বহুকাল হইতে সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা করিয়া পরমাশ্চর্য্য উন্নতিলাভ করিয়াছেন। অধুনা ইনি স্বকীয় ধারণা গুণে এমন একটী ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক সর্পদষ্ট রোগীকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অনেক সর্পচিকিৎসক দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত মহাশয়ের ঔষধের [illegible] শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি; যেহেতু বহুতর এমন দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষে দৃষ্টি করিয়াছি, যে এমন কি মৃতকল্প ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষা হয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইঁহার চিকিৎসা প্রণালী অত্যাশ্চর্য্য ও অদ্ভুত; রোগীর শুশ্রূষা করিতে অন্যত্রে কুত্রাপি এরূপ দৃষ্টি করি নাই। ইনি একখানি সর্পদষ্ট রোগীর "সর্পদংশন চিকিৎসাসার" নামকপুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা অতিশয় উত্তম হইয়াছে। তাহার সাহায্যে সকলেকেই প্রায় বিষাক্রান্ত রোগে চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন। বিশেষতঃ ইঁহার চরিত্র অতিশয় ভাল; তাবদীয় লোক ইঁহার প্রতি বড় সন্তোষ আছেন; আমি ইঁহাকে একান্ত বিশ্বাস করি এবং আশা করি এই পুস্তক ও ঔষধ সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইয়া সাধারণে বিশেষ উপকৃত হয়েন।

একান্ত আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীরঘুরাম হাজরা, জমিদার,
সাং পাত্রসায়ের পোঃ, জেলা বাঁকুড়া।

This is to certify that Babu Sreeram Sidhanta of Patrasair, District Bankura is known to me. He is a very successful practitioner in the treatment of snake-bite cases. He has got some indigenous drugs by which he can cure even a hopeless case of snake-bite. The mode of his treatment is very good and satisfactory.

(Sd.) ABINASH CHANDRA MUKERJI,

V. L. M. S. (V M. C.

পাত্রসায়ের গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীরাম সিদ্ধান্ত আমার পরিচিত। সর্পদংশন চিকিৎসায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। তাঁহার এরূপ কতকগুলি উৎকৃষ্ট ঔষধ আছে, যদ্দ্বারা তিনি আশা ভরসা হীন রোগীকেও আরোগ্য করিতে পারেন। তাঁহার চিকিৎসার প্রণালী অতি উত্তম এবং সন্তোষজনক।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,

ভি, এল, এম, এস, সি, এম, সি।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত থানা সোনামুখীর সামীল পাত্রসায়ের গ্রামের শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় এই অঞ্চলে সর্প ও বিষবান শৃগাল ও কুক্কুরাদির দংশনজনিত পীড়ার চিকিৎসায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন; সর্ব্বত্রই তাঁহার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় এবং ঐ বিষয়ের চিকিৎসায় প্রায় নিষ্ফল হন না। সময়ে চিকিৎসা করিতে পাইলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। উক্ত সম্বন্ধীয় চিকিৎসা বিষয়ে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহার স্থানে স্থানে আমি পড়িয়া দেখিয়াছি; অতি সহজ, সেই পুস্তক হাতে থাকিলে সকলেই চিকিৎসা করিতে পারিবেন। এই পুস্তক সকল গৃহেই থাকা প্রয়োজনীয়; রোগের প্রথম অবস্থায় ঐ পুস্তক অনুসারে কার্য্য করিলে

প্রাণ সংশয় হইবার আশঙ্কা প্রায় থাকে না; যেস্থানে চিকিৎসক নাই সেস্থলে ঐ পুস্তক বিশেষ উপকারী। আশা করি সকলেই এই পুস্তক ক্রয় করিয়া উপকৃত হইবেন।

শ্রীকুলদা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়,
ভাইস্-চেয়ারম্যান, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড, এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বাঁকুড়া।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত থানা সোনামুখীর সামীল পাত্রসায়ের নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় সর্প বিষের একজন অতি সুচিকিৎসক। বিষবান শৃগাল কুকুরাদির দংশনেও অতি উত্তম চিকিৎসা করেন; বিশেষতঃ ইনি বহুকালাবধি চিকিৎসা করিতে করিতে এমনই অত্যাশ্চর্য্য নৈপুণ্য লাভ করিয়াছেন, যে রোগী কোন মতেই ইঁহার হস্তে অচিকিৎসা নিবন্ধন মরে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একটী যে অদ্ভুত ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অধুনাতন কোন স্থানেই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহারই প্রভাবে ইনি দেশে অতি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন; ঔষধের গুণ অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া বিশেষ সন্তোষ হইয়াছি। অধিকন্তু ইঁহার চরিত্রও অতি উত্তম।

মহম্মদ এসমাইল, ডাক্তার
সাং সোমসার, জেলা বাঁকুড়া।

জেলা বাঁকুড়ার অন্তর্গত থানা সোনামুখীর সামীল পাত্রসায়ের নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত মহাশয় একজন সুবিখ্যাত সর্প-চিকিৎসায় বিশারদ। ইনি বহুকাল হইতে সর্পাঘাতী রোগীর চিকিৎসা করিয়া অতীব উন্নতি লাভ করিয়াছেন। অধুনা ইনি স্বকীয় ধারণা গুণে এমন একটী ঔষধের আবিষ্কার করিয়াছেন যে, তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক

সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে কালের করাল কবল হইতে রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বাপর অনেকানেক সর্পচিকিৎসক দেখিয়াছি বটে, কিন্তু সিদ্ধান্ত মহাশয়ের ঔষধের গুণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি স্বীকার করিতে সততই বাধ্য; যেহেতু বহুতর এমন দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষে দৃষ্টি করিয়াছি যে, এমন কি মৃতবৎ ব্যক্তিরও প্রাণ রক্ষা হয় বলিয়া বোধ হইয়াছে। ইঁহার চিকিৎসা প্রণালী অত্যাশ্চর্য্য; রোগীর যথারীতি শুশ্রূষা করিতে অন্য চিকিৎসককে কুত্রাপি দৃষ্টি করি নাই। ইনি একখানি সর্পদষ্ট রোগীর চিকিৎসা পুস্তক রচনা করিয়াছেন, উহা অতি সহজ ও উত্তম হইয়াছে; তাহার সাহায্যে অনেকে প্রায় বিবিধ প্রকার বিষরোগের চিকিৎসা করিতে সক্ষম হইবেন; বিশেষতঃ ইঁহার চরিত্র অতিশয় ভাল ও ইঁহার সদগুণে যাবতীয় লোক ইঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট আছেন। আমি ইঁহাকে দৃঢ় বিশ্বাস করি।

জমিদার—শ্রীবেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাং অযোধ্যা, জেলা বাঁকুড়া।

বিজ্ঞাপন।

সর্প, বৃশ্চিক, শৃগাল, কুক্কুর, কীট প্রভৃতি যত প্রকার বিষবান হিংস্র জন্তু আছে, তাহাদের দংশনে বিষাভিভূত মনুষ্য, গো, মহিষাদির চিকিৎসা প্রণালী এই পুস্তকে অতি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে নানা প্রকার মুষ্টিযোগ, গাছগাছড়া, মূল, ঔষধ ইত্যাদিও নির্দ্দেশ করিতে ছাড়ি নাই। মনে করিলে সকলেই অনায়াসে ঐ সকলের চিকিৎসা করিতে পারিবেন। কোন্ বিষে, কি উপদ্রবে ও কিরূপ অবস্থায় কোন্ ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়, সে সব, এবং বিষের [illegible] জানিবার [illegible] কাহারও সাহায্য আবশ্যক হইবে না। এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে সকল সন্ধান বিশেষরূপে জ্ঞাত হইবেন। ইহা সকল গৃহস্থেরই নিতান্ত আবশ্যক; ভীষণ বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবার এমন সহজ উপায় আর নাই। আমার অভিপ্রায় এই অমূল্য 'সর্পদংশন চিকিৎসা সার' প্রথম ভাগ বিনা মূল্যে বিতরণ করি; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার তাদৃশ অবস্থা নহে; এজন্য স্বল্প মূল্য ধার্য্য করিতে হইল, এবং দ্বিতীয় ভাগ ত্বরায় প্রচার করিবার মানস থাকিল। যিনি এই গ্রন্থলিখিত চিকিৎসা প্রণালীতে ও বটিকা দ্বারায় সর্পদষ্ট মৃত্যুকবলপ্রাপ্ত রোগীকে আরোগ্য করিয়া সংবাদ দিবেন, আমি তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ হইব।

(১ম) তরুণ বিষাগ্নিরস বটিকা।

এই বটিকা সর্পদষ্ট ব্যক্তির বিষের সঞ্চালন অবস্থায় অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় অনুপান আদার সঙ্গে মাড়িয়া একটী কি দুইটী সেবন করাইলে বিষ নষ্ট হইয়া নিশ্চই আরোগ্য লাভ হয়।

মূল্য প্রতি কৌটা ।।০ আনা।

(২য়) সর্পবিষঘ্ন মৃতসঞ্জীবনী বটিকা।

এই মৃত-সঞ্জীবনী-বটিকা এই গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুসারে প্রথম একটী হইতে চারি পাঁচটী পর্য্যন্ত অনুপান আদার সত্ব (অভাবে) অর্কপত্রের সত্ব অথবা গরম জলে মাড়িয়া সেবন করাইবে; ইহা দ্বারা বিষাক্রান্ত ব্যক্তির সকল উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া বিষ নষ্ট হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। যদি রোগীর গলাবদ্ধ হওয়ায়, ঔষধ গলাধঃকরণে অক্ষম হয় (অর্থাৎ) গিলিতে না পারে তাহা হইলে অর্দ্ধপোয়া আদার সত্ত্বে ৫।৬টী বটিকা মাড়িয়া প্রক্ষেপ (সাল্‌ফেট অফ্ জিঙ্ক) অর্থাৎ শ্বেত তুঁতিয়া চূর্ণ এক মাসা হইতে দুই মাসা পর্য্যন্ত দিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে জিহ্বাতে দিবে, উহা ক্ষণকাল জিহ্বাতে রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ রোগীর জিহ্বাতে দিতে থাকিবে, তদ্দ্বারা ক্রমে গলাধঃকরণে সক্ষম হইলে প্রক্ষেপ না দিয়া পূর্ব্ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবন করাইবে। এই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য মহৎগুণ এই যে, ইহা গর্ভবতী স্ত্রীলোককেও খাওয়ান চলে; কিন্তু গুরুতর অবস্থা সংঘটিত না হইলে, অর্দ্ধ কি এক বটিকার অধিক প্রয়োগ করিবে না। গর্ভবতী স্ত্রীলোক বিকার প্রাপ্তে কফাধিক্য বশতঃ গুরুতর অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তখন পূর্ণ মাত্রায় বটিকা প্রয়োগ করিবে, তাহাতে কোন আশঙ্কা নাই। এস্থলে ইহার গুণের বিষয় অধিক কি লিখিব (ফলেন পরিচীয়তে)। ইহা সর্পদষ্ট বিষাভিভূত মুমূর্ষ ব্যক্তির একমাত্র জীবন রক্ষক; জগতে দ্বিতীয় আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল্য এককৌটা ॥৵৹ আনা।

(৩য়) সর্পবিষঘ্ন শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা।

এই শক্তিসঞ্চারিণী বটিকা গ্রন্থের ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মানুসারে একটী কি দুইটী গুঁড়া করিয়া গরম দুগ্ধের সহিত সেবনীয়। অভাবে গরম জল দিয়াও সেবন করান যায়। ইহা বিষনাশক, ভেদক ও ভেদনিবারক, অন্তিম যন্ত্রণানাশক ও উত্তেজক। এতদ্দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ শিথিলতাদি যাবতীয় উপদ্রব নিবৃত্ত হইয়া বলের সঞ্চার হইতে থাকে। ইহার গুণের বিষয় ফলেই পরিচয় পাইবেন; অধিক বলা বাহুল্য মাত্র কৌটা ॥৵৹।

সর্পবিষঘ্ন মৃতসঞ্জীবনী বটিকা এক কৌটা সর্পবিষঘ্ন শক্তি-সঞ্চারিণী বটিকা এক কৌটা, দুই কৌটার মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা; ডাক মাসুল স্বতন্ত্র লাগে। এই দুই কৌটা ঔষধ এককালেই আবশ্যক; অতএব একত্রেই দুই কৌটা ঔষধ লইতে হয়।

পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার বটিকার তেজ দুই বৎসরকাল সমভাবে থাকিবে; তাহার কিঞ্চিন্মাত্র তারতম্য হইবেক না। দুই বৎসর পরে আমার নিকট ফেরত পাঠাইলে পুনরায় নূতন বটিকা বদলাইয়া দিয়া থাকি; কেবল ডাকমাসুল দিতে হয়। গ্রন্থলিখিত গাছ গাছড়া, মূল ইত্যাদি যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তৎসমস্তই আমার নিকট প্রাপ্তব্য।

এই পুস্তক ও ঔষধ আমার নিকট এবং নিম্নলিখিত স্থানে প্রাপ্তব্য।

জেলা মুরসিদাবাদ, পোঃ বাড়েলা সাং [illegible] গ্রাম-নিবাসী [illegible] শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট; মোং কলিকাতার বড়বাজার দৈযাহাটা ৭৪ নং ভবনস্থিত আদি ও অকৃত্রিম সুধাসিন্ধু আবিষ্কারক সর্ব্বজন-প্রশংশিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারের নিকট।

শ্রীশ্রীরামচন্দ্র সিদ্ধান্ত,
সাং পাত্রসায়ের পোঃ, জেলা বাঁকুড়া।